Contents

অষ্টম বর্ষ

৬ষ্ঠ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

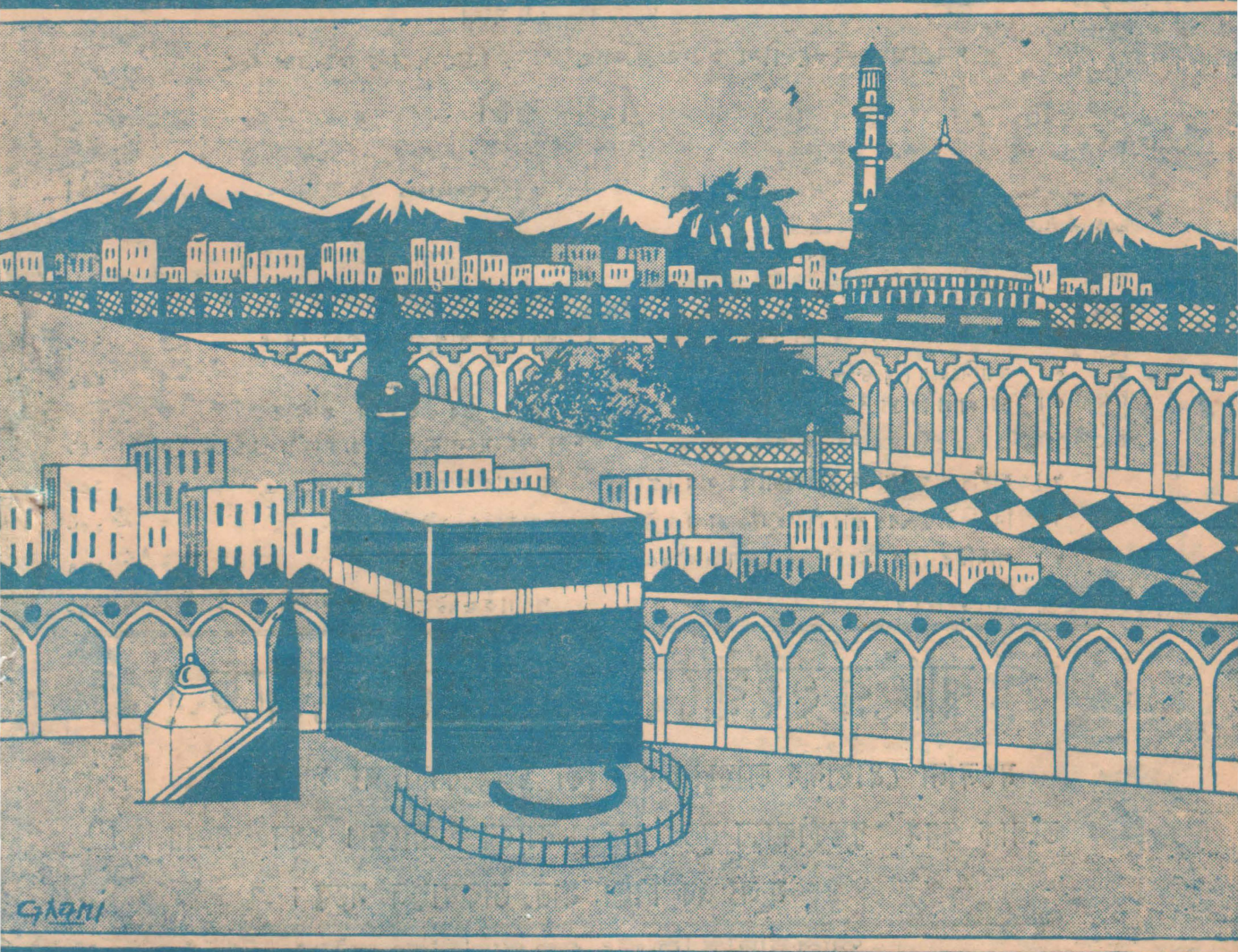

সম্পাদক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ।৵০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷৷০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

অষ্টম বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ—পৌষ ১৩৬৫ বাং ডিসেম্বর ১৯৫৮ ইং

বিষয় সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কোরআনমজীদের ভাষ্য	(তফ্‌সীর)	সম্পাদক	২২৫
২।	হাদীসের প্রামাণিকতা	(অমূল্য হাদীস)	মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী	২৩৩
৩।	সিপাহী জিহাদোত্তর মুস্‌লিম রেনেসাঁর পটভূমি		অধ্যাপক আশ্‌রাফ ফারুকী এম-এ	২৪১
৪।	জন্মনিরোধ (যুক্তি ও ধর্মের দৃষ্টিতে)	(প্রবন্ধ)	সম্পাদক	২৪৫
৫।	ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী	(ইতিহাস)	মূল : স্যর উইলিয়ম হাণ্টার অনুবাদ : মওলানা আহমদ আলী, মেছাঘোনা, খুলনা	২৪৯
৬।	হাদীসশাস্ত্রে মুস্‌লিম নারীসমাজের দান	(প্রবন্ধ)	আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,	২৫৪
৭।	নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রীর বিবাহ	(জিজ্ঞাসা ও উত্তর)	আল্‌কোরায়শী	২৫৮
৮।	সাময়িকপ্রসঙ্গ	(সম্পাদক)	তর্জুমান-সম্পাদক	২৬৭
৯।	প্রাপ্তিস্বীকার		পূর্বপাক জমঈয়তে-আহ্‌লেহাদীস	২৬৯

বাহির হইয়াছে ! বাহির হইয়াছে !

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী সাহেব কৃত "তিন তালাক প্রসঙ্গ" পুস্তকাকারে নূতন সজ্জায় বাহির হইয়াছে। এখনই অর্ডার দিন !

মূল্য এক টাকা মাত্র, ডাকমাশুল সতন্ত্র।

আল্-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

ইংরাজী, বাঙলা, আরাবী ও উর্দ্দু,

সবরকম ছাপার কাজ সুন্দর ও সুলভে সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

কোরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহলেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

অষ্টম বর্ষ	ডিসেম্বর ১৯৫৮ খৃস্টাব্দ, জমাদিলআউওয়াল ও জমাদিস্সানী ১৩৭৮ হিঃ, অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩৬৫ বংগাব্দ	৬ষ্ঠ সংখ্যা।

প্রকাশ মহল ঃ—৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত-আল্-ফাতিহার তফ্ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(৫৪)

স্বনামধন্য মুহাদ্দিস আবতুল্লাহ বিনুল মুবারক (১১৮—১৮১), যিনি একবৎসর হাদীসের দর্স দিতেন, একবৎসর ব্যবসা চালাইতেন আর প্রত্যেক তৃতীয় বৎসর জিহাদের ময়দানে অতিবাহিত করিতেন, একবার সাধকপ্রবর ফুযায়েল বিনে এয়াযের (১০৫—১৮১) নিকট তিনি তাঁর স্বরচিত একটি কবিতা লিখিয়া পাঠান। কবিতার দুইটি পংক্তি নিম্নরূপ :

يا عابد الحرمين لو ابصرتنا'
لعلمت انك فى العبادة تلعب'
من كان يخضب خده بدموعه
فنحورنا بدمائنا تتخضب!

"ওগো হারামাইনের (কাবা ও মদীনা) আবিদ, শুন, যদি তুমি আমাদের দেখিতে, তাহাহইলে বুঝিতে-পারিতে, তুমি ইবাদত লইয়া কেবল ক্রীড়াই করিতেছ! যেব্যক্তি তার গণ্ডদেশ অশ্রুরঞ্জিত করিয়া থাকে, সে শুনুক, আমরা আমাদের গলদেশ রক্তরঞ্জিত করিয়া

www.ahlehadeethbd.org

থাকি"। হযরত ফুযায়েল এই কবিতা শ্রবণ করিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিয়া উঠিলেন, ইব্নুলমুবারক সত্য-কথাই বলিয়াছেন[১]!

আর সত্য হইবেনা কেন? জাতির জীবনের স্পর্শমণি হইতেছে তার ঈমানের স্পর্ধা! যাহারা ক্লীব, তাহাদের দুনিয়ার পৃষ্ঠে জীবনধারণ করার অধিকার কি? যে জাতি আল্লাহর জন্য উৎসৃষ্টপ্রাণ বলিয়া 'মুস-লিম' নাম অর্জন করিয়াছে, আল্লাহর জন্য ধন প্রাণ বিসর্জন দিবার দুর্বার আকাংখা তাহাদিগকে সব সময় অনুপ্রাণিত করিবেই। তাই "জিহাদ ফি সবীলিল্লাহ"কে ইস্লামের সর্বশ্রেষ্ঠ চূড়া ذروة سنام الاسلام বলা হইয়াছে। এই পথে মৃত্যু বরণ করিয়া যাহারা অমর হইয়াছে, তাহারাই আল্লাহর প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্ব আর নিজেদের দাসত্ব, অনুরাগ ও আনুগত্যের জলন্ত প্রতীক রূপে শহীদের গৌরব অর্জন করিয়াছে। স্বয়ং জগতগুরু, মানব মুকুট হযরত খাতিমুল মুর্সালীন (দঃ) এই বলিয়া শাহাদতের মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন, আল্লাহর শপথ! যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ রহি-য়াছে, যদি সম্ভবপর হইত, তাহাহইলে আমি প্রার্থনা করিতাম, আমি যেন আল্লাহর পথে

والذى نفسى بيده لوددت انى اقتل فى سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل!

নিহত হই, পুনরায় জীবিত হই। আবার নিহত হই, পুনরায় জীবিত হই! পুনরায় নিহত হই, আবার জীবিত হইয়া উঠি! পুনরায় নিহত হই—বুখারী।

تمنيت سليمى ان اموت بحبها!

واهون شئ عندنا ماتمنيت!

আল্লাহর পথে নিহত হইয়া যাহারা শাহাদত লাভ করিয়াছে, তাহারা 'শুহাদা' দলের একটি বিশেষ শ্রেণী মাত্র! প্রকৃতপ্রস্তাবে নবী ও সিদ্দীকগণের প্রত্যেকেই যেরূপ 'শহীদ ও শাহেদ', তেমনি 'উম্মতে-মুস্লিমা'ও কুরআনে 'শুহাদা' নামে আখ্যাত হইয়াছে, বরং "শাহা-দতে"র গুরুদায়িত্ব পালন করার কার্যকেই উম্মতে-মুস্লিমাকে ধরাপৃষ্ঠে উত্থিত করার কারণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আল্লাহ বলিতেছেন, দেখ

১) তারীখে ইব্নেআসাকির।

وكذلك جعلنا كم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا

মুস্লিম সমাজ, তোমরা পূর্ণ ধর্মের অনুসারী বলিয়াই তোমাদিগকে আমরা উত্তম জাতিতে পরিণত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা বিশ্বমানবের নিকট আল্লাহর সাক্ষ্যদাতা হইতে পার আর রসূলুল্লাহ (দঃ) তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হ'ন—আল্বাকারা ১৪৩ আয়ত। সূরত-আন্নিসায় বলিয়াছেন, ওহে বিশ্বাস-পরায়ণ সমাজ, তোমরা ন্যায়পরায়ণতার প্রতিষ্ঠাকারী আল্লাহর সাক্ষ্যদাতা হও! যদি এই সাক্ষ্য তোমার নিজের অথবা তোমার পিতামাতা বা আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধেও হয়—১৩৫ আয়ত। আল্মায়েদায় আদেশ দেওয়া হইয়াছে, ওহে মুস্লিম সমাজ, আল্লাহর জন্য তোমরা ন্যায়পরা-য়ণতার প্রতিষ্ঠাকারী সাক্ষ্যদাতা হও! দেখ, কোন দলের প্রতি তোমাদের শত্রুভাব যেন তোমাদিগকে অবিচা-রের পথে প্ররোচিত না করে। সকল সময়ে ন্যায়বিচার করিতে থাক, ইহাই সাধুতার নিকটতম পথ, —৮ আয়ত। সূরত-আল্হজ্জের ঐতিহাসিক আয়তে আল্লাহ মুস্লিম সমাজকে আল্লাহর পথে সংগ্রামের জন্য আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন, দেখ, তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রা-হীমের মিল্লতের অন্ত-র্ভুক্ত, তিনিই তোমাদের "মুস্লিম" নামকরণ করিয়াছেন, পূর্ব হইতেই আর এই গ্রন্থেও! যাহাতে রসূল (দঃ) তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হন আর তোমরাও বিশ্বমানবের কাছে আল্লাহর সাক্ষ্যদাতা হও—৭৮ আয়ত। সূরত-আন্নিসায় বলা হইয়াছে, তখন কেমন হইবে হে রসূল মুহাম্মদ

وكذلك جعلنا كم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا

يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين او الاقربين

يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى

ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس

فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بــک علی هؤلاء شهیدا
یــومئـذ یودالذیـن کفروا
وعصوا الرسول لوتسوی
بـهم الارض !

মুস্তফা (দঃ), যখন প্রত্যেক উম্মত হইতে এক-এক জন করিয়া সাক্ষ্য-দাতা আমরা উত্থিত করিব আর আপনাকে তাহাদের সকলের জন্ম সাক্ষ্যদাতা রূপে সমুপস্থিত করিব। সে দিবস অস্বীকারকারীর দল আর রসূলের অবাধ্যরা মাটিতে মিশিয়া যাইবার আকাংখা করিবে—৪১ ও ৪২ আয়ত। সূরত-আল্‌আহ্‌যাবে রসূলুল্লাহ (দঃ)কে এই বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে,

یاایها النبی انا ارسلنک
شاهدا ومبشرا ونـذیـرا
وداعیا الی الله باذنـه
وسراجا منیرا -

হে আন্‌নবী, আমরা আপনাকে সাক্ষ্যদান-কারী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী আর আল্লাহর পথে তাঁহারই অনুমতিক্রমে আহ্বানকারী উজ্জল প্রদীপরূপে প্রেরণ করিয়াছি—৪৫ ও ৪৬ আয়ত।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা, উল্লিখিত আয়তগুলির মর্ম সাবধানতার সহিত লক্ষ্য করিয়া দেখুন, তবেই "শাহাদ-তে"র ব্যাপক তাৎপর্য আপনারা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এই সকল আয়তের কোন কোনটিতে সমুদয় রসূল ও নবীকে 'শাহিদ' ও 'শহীদ' বলা হইয়াছে, প্রত্যেক নবীর স্কন্ধে যে দায়িত্বভার সমর্পিত হইয়াছিল, তাঁহারা যথাযথভাবে তাহা বহন করিয়াছেন কিনা, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দান করার জন্ম এক দল শহীদকে উত্থিত করা হইবে বলিয়া কোন কোন আয়তে উল্লেখ করা হইয়াছে আর পৃথিবীতে নবীগণের মত এই উম্মতকেও যে 'শাহদতে'র কর্তব্য প্রতিপালনের জন্ম নির্বাচিত করা হইয়াছে, সেকথাও পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে। স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে যে, কেবল মৌখিক ভাবে শাহা-দত মন্ত্র উচ্চারণ করা বা ধর্মযুদ্ধে মস্তকদান করাই শাহা-দতের সামগ্রিক অর্থ নয়, অবশ্য মৌখিক স্বীকারোক্তি আর মস্তকদানের কার্য "শাহাদতে"রই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু মূলতঃ শাহাদতের তাৎপর্য অধিকতর ব্যাপক, বৃহত্তর ও মহত্তর !

অন্তরলোকে ও বহির্জগতে ন্যায়পরায়ণতা আর সততার (عـدل وقسط)মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকরাই সাক্ষ্যদানের চরম ও পরম লক্ষ্য। ন্যায়পরায়ণতার তাৎপর্য হইতেছে স্রষ্টিকর্তা ও সৃষ্টলোকের সমুদয় ন্যায়সঙ্গত দাবী যথাযথ ভাবে পূর্ণ করা। আপন দেহের, চক্ষের, কর্ণের এমন কি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দাবী পূর্ণ করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। শুধু মানুষ নয়, একটি চড়ুই পাখীরও ন্যায়বিচারের দাবী রহিয়াছে। কিন্তু সততা আর ন্যায়বিচারের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা শুধু মুখের কথায় হয়না, ইহা বুদ্ধিজীবীদের কলাকৌশল আর বুদ্ধির কসরত দ্বারা ধরাপৃষ্ঠে ইহাকে স্থাপন করা যায়না। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরজগত আল্লাহর অনাবিল ও অবিচল বিশ্বাসের জ্যোতিতে হিরন্ময় আর তাঁর রসূলের (দঃ) অনুরাগ ও আনুগত্যের সৌরভে পুলকিত হইয়া না উঠিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ন্যায়পরায়ণতার প্রতিষ্ঠা বহুদুরের কথা, উহার মোটামুটি ধারণা হৃদয়ে পোষণ করাও সম্ভবপর নয়। সিদ্দীক ও শহীদগণের পরিচয় প্রসঙ্গে আল্লাহ স্পষ্টই বলিয়াদিয়াছেন, দেখ,

الذیـن آمنوا بالله ورسلـه
اولائــک هم الصدیـقون
والشهداء عند ربــهم لهم
اجرهم ونورهم !

যেসকল ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি আর তাঁহার রসূলগণের প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছে, বস্তুতঃ তাহারাই হইতেছে সিদ্দীক আর শহীদ! তাহাদের সুকৃতির পুরস্কার আর তাহাদের জ্যোতি তাহাদের প্রভুর কাছে সুরক্ষিত রহিয়াছে—আল্‌হাদীদ, ১৯ আয়ত।

ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে, সকল পদার্থেরই এমন কতকগুলি নিজস্ব লক্ষণ থাকে, যেগুলি উক্ত পদার্থ আর উহার স্বরূপের সহিত পরিচিত হইবার পক্ষে সহায়ক হয়। পদার্থ বিশেষের এই পরিচিতি বা লক্ষণগুলিকে আমরা উহার স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ, আকার, গঠন আর আয়তন ইত্যাদি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকি। মানুষের অন্তরলোকে আসক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, আনুগত্য, প্রেম, অনুরাগ আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঘৃণা, বিদ্বেষ ইত্যাদি যেকোন ভাব নিহিত থাকুক না কেন, স্থূল পদার্থের মত উক্ত অন্তরনিহিত ভাবগুলিরও কতক-গুলি প্রকাশ্য লক্ষণ ও নিদর্শন উহাদের বিদ্যমানতার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

আল্লাহর বিশুদ্ধ প্রেম আর তাঁর রসূলের (দঃ) প্রতি অবিচল বিশ্বাস আর আনুগত্যেরও কতকগুলি প্রকাশ্য লক্ষণ রহিয়াছে। ঠিক যেমন জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি। হয়

www.ahlehadeethbd.org

তার দেহের তাপ বর্ধিত আর চেহারা আরক্ত হইবে, নয় সে শীত অথবা পিপাসা অনুভব করিবে আর অন্য কিছু না হইলেও তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিবে, দেহ অস্থির আর বুক দুরদুর করিতে থাকিবে। কিন্তু এসমস্তের কোনটাই যদি কাহারও মধ্যে দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহাহইলে তাহাকে জ্বরের রোগী বলিয়া স্বীকার করা চলিবেনা। এমনিভাবে ঐশপ্রেমের শিখা যখন অন্তরলোকে প্রজ্জ্বলিত হয়, তখন মানুষের দেহের প্রত্যেক অঙ্গেপ্রত্যঙ্গে উহা যে জ্বালা আর দহন আনিয়া দেয়, তাহাকে যেভাবে অধীর ও তৃষ্ণাতুর করিয়া তোলে, জ্বরের জ্বালা আর দহন, পিপাসা আর অস্থিরতা তাহার তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর! সত্যকার প্রেমিকদের এই অবস্থা কবি সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন:

آن کس کہ ترا بخواست' جان را چہ کند ؟
فرزند و عیال و خانمان را چہ کند ؟
دیوانۂ کنی وهردو جهانش بخشی !
دیوانۂ تو هردو جهان را چہ کند ؟

তোমাকে যে জন কামনা করিয়াছে, সে তার প্রাণ লইয়া কি করিবে?
সে তার সন্তান, পরিবার আর ঘরদুয়ার লইয়াই বা কি করিবে?
প্রভুহে, যাহাকে তুমি পাগল কর, তার হাতে উভয় জাহান সমর্পণ করিয়া দাও,
কিন্তু যেজন তোমার পাগল, সে দুই জাহান লইয়া কি করিবে?

ঐশীপ্রেমের এই মনযিলে পৌছার পর "মর্দে-মুমিনে"র পক্ষে আল্লাহর স্মরণ আর তাঁর দাসত্বে আত্ম-নিয়োগ করা ব্যতীত শান্তিলাভের অন্যকোন উপায় থাকেনা। কুরআন প্রমত্ত মনকে শান্ত আর আত্মস্থ করার উপায় বলিয়া দিয়াছে: الا بذكر الله تطمئن القلوب ! শুন, অবহিত হও, শুধু আল্লাহর স্মরণের সাহায্যেই মানসলোক স্থৈর্য লাভ করিয়া থাকে—আর্‌রাদ, ২৮ আয়ত। তস্বীর পাক গণনা করিয়া এরূপ স্থৈর্যলাভের সম্ভাবনা নাই! আল্লাহর অভিপ্রায় আর সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সার্থক করার জন্য তাঁহার শত্রুদলের মুকাবিলায় যাহারা তাহাদের পায়ের তলায় একটি কাঁটাও বিঁধাইতে প্রস্তুত হয়না, কুফর, ইলহাদ ও শির্কের প্রভুত্বকে অপসারিত করিয়া বিশ্বপতির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে যাহাদের দেহ ও মন তাগুতের সহিত বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারেনা, তাহারা মালার দানা ঘুরাইয়া আর 'অজপাযোগের' সাধনা করিয়া বিমল-শান্তির রসাস্বাদন করিবে, এরূপ ধারণা করা সদ্বুদ্ধির পরিচায়ক নয়! এরূপ ধরণের সুবিধাবাদীদের সম্বন্ধেই কুরআন ঘোষণা করিয়াছে—দেখ, এমনও কতক লোক রহিয়াছে, যাহারা নিরাপদে বসিয়া আল্লাহর আরাধনা করিয়া থাকে। যদি লাভজনক কিছু প্রাপ্ত হয়, তাহাহইলে সে আরাধনায় শান্তি-বোধ করে আর সংকটের সম্মুখীন হইলে অমনি মুখ ফিরাইয়া লয়। তার পার্থিব আর পারলৌকিক জীবন উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত—আলহজ্জ, ১১ আয়ত।

ومن الناس من يعبد الله على حرف' فان اصابه خير اطمان به' و ن اصابته فتنة انقلب على وجهه' خسر الدنيا والاخرة'

ইমানের কৃত্রিম দাবীদারদিগকে আল্লাহ এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, দেখ, তোমরা যদি রসূলুল্লাহ [দঃ] কে সাহায্য না কর, তাহাহইলে মনে রাখিও, কাফেরের দল যখন তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল, তখন স্বয়ং আল্লাহ তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। পর্বত-গুহায় লুকায়িত দুই-জনের দ্বিতীয় ব্যক্তি, যখন রসূল [দঃ] তাঁহার সেই সহচরকে বলিতেছিলেন, দুঃখ করিওনা, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন! তখন আল্লাহ তাঁহার সান্ত্বনা তদীয় রসূলের প্রতি অবতীর্ণ করিলেন আর এমন সেনাবাহিনী দ্বারা তাঁহার শক্তি বর্ধিত করিলেন, যাহাদের তোমরা দেখিতে পাওনাই আর তিনি কাফেরদের ধ্বনিকে অবনমিত আর আল্লাহর ধ্বনিকে সমুন্নত করিলেন—আত্-তওবা, ৪০ আয়ত।

الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذهما في الغار' اذ يقول لصاحبه لاتحزن ! ان الله معنا ! فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا .

www.ahlehadeethbd.org

উপরিউক্ত আয়তের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে সর্বপ্রধান বিষয় এই যে, "আল্লাহর কলেমা"কে সমুন্নত আর "কুফ্‌রের কলেমা"কে পরাভূত করার সাধনা আর 'জঙ্গ ও জিহাদ'ই হইতেছে মুস্‌লিম জীবনের চরম লক্ষ্য। ইস্‌লামি আদর্শের দুর্বলতা আর পরাভব মুমিনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় দুঃখ আর মনস্তাপের কারণ। এই সংগ্রামে যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করার সুযোগ লাভ করাই একজন মুস্‌লিমের জন্য শান্তি ও সান্ত্বনার শ্রেষ্ঠতম ন্যামত। যাহারা উল্লিখিত ব্রত উদ্‌যাপনকল্পে তন-মন-ধন সহকারে সর্বদা অগ্রগামী হয় তাহারা "শহীদ"!

আল্লাহর প্রতি অকুণ্ঠ ঈমান আর তাঁর রসূলের [দঃ] প্রতি অনুরাগ ও আনুগত্য রসে যখন মু'মিনের অন্তররাজ্য মধুর ও সুবাসিত হইয়া উঠে, তখন তার অবস্থা হয় কস্তুরী-হরিণের মত। নাভিতে কস্তুরী জন্মিলে তাহার সৌরভে উন্মত্ত হইয়া হরিণ অধীর উল্লাসে যেমন ছুটাছুটি করিতে থাকে, ঐশ-প্রেম আর রসূলের অনুরাগের কস্তুরী যখন মুমিনের হৃদয়রাজ্যে বিরাজ করে, তখন তাহার দেহ ও মনকে সেই অনুরাগ এমন ভাবেই সুরভিত করিয়া তোলে যে, তাহার সুগন্ধি আকাশ বাতাসকেও আমোদিত করিতে থাকে। অথবা আল্লাহ ও রসূলের অনুরাগ তড়িৎশিখার মতই। ইহার সঞ্চার হইলে মর্দেমুমিনের দেহ, মন আর মস্তিষ্কের প্রত্যেকটি শিরা উপশিরা আল্লাহর প্রতি জ্বলন্ত বিশ্বাস আর তাঁর রসূলের [দঃ] আনুগত্যের বিদ্যুৎ-প্রবাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। বৈদ্যুতিক বোতাম টিপিবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন মেশিনের পার্টস্‌গুলি চঞ্চল ও মুখর হইয়া যায়, ঠিক তেমান ভক্তের দেহও মন, তার আত্মা ও প্রাণ ঈমান আর আত্মসমর্পণের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়। শুধু জিহাদের ময়দানেই নয়, জীবনের প্রতিক্ষেত্রে, প্রত্যেক পদক্ষেপে মুমিনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর মহান নামের গৌরবরক্ষাকল্পে আর তাঁর রসূলের [দঃ] অভিরুচি আর পয়গামের উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করিতে অতিবাহিত হইতে থাকে। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব আর অসীম ক্ষমতার 'মর্দে মু'মিন' হয় প্রত্যক্ষ নিদর্শন, জীবন্ত সাক্ষ্য! মু'মিন তার পুণ্যবর্ধক আচরণ দ্বারা যখন আল্লাহর প্রীতি আর নৈকট্য অর্জন করিতে সমর্থ হয়, আল্লাহ বলেন, فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها - তখন আমি তার শ্রবণ শক্তিতে পরিণত হই, সে আমার কাণেই শ্রবণ করে, আমি তার চক্ষু হইয়া যাই, সে আমারই চক্ষে দর্শন করিয়া থাকে, আমি তার হস্ত হই, সে আমার হাত দিয়াই ধারণ করে, আর আমারই পায়ে সে চলাফেরা করে,—হাদীসে কুদসী (বুখারী)। কোন কোন রেওয়ায়তে বর্ধিত করা হইয়াছে, ولسانه الذى يتكلم به সে আমার রসনা দিয়াই বাক্যালাপ করে। সাধক রূমী ইহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

گفتهٔ او گفتهٔ الله بود
گرچه از حلقوم عبد الله بود !

অর্থাৎ তার কথা আল্লাহরই কথা হয়, যদিও কথার উচ্চারণ আল্লাহর দাসের কণ্ঠ হইতেই হইয়া থাকে।

আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য বা 'শাহাদতে'র ইহাই হইল সঠিক তাৎপর্য। মু'মিন এই গৌরবান্বিত আসনের অধিকারী হইলে তার হস্তপদাদি, তার দর্শন ও শ্রবনেন্দ্রিয় আর তার রসনা আল্লাহ ও রসূলের অনভিপ্রেত পথে চালিত হয়না। সে যা করে, যা দেখে, যা শুনে আর যা বলে—সমস্তই আল্লাহর পবিত্র অভিপ্রায় ও ইংগিত অনুসারেই করে, দেখে, শ্রবণ করে আর উচ্চারণ করিয়া থাকে। ফলকথা, সে বাঁচে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করার সাধনা লইয়া আর মরেও তাঁর মহান নামের গৌরব রক্ষার্থে। এই আসনের অধিকারী যাহারা, পবিত্র কুরআনে তাহাদিগকেই ইন্‌আমপ্রাপ্ত দলের তৃতীয় শ্রেণীতে স্থান দান করা হইয়াছে, তাহারাই "শুহাদা"র গৌরবান্বিত আখ্যা লাভ করিয়াছে।

অন্তরের শাহাদত : অন্তরের শাহাদতের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে ইহা অবগত হওয়া আবশ্যক যে, ঈমান বা বিশ্বাস মোটামুটি তিন প্রকার : গতানুগতিক ঈমান, নৈয়ায়িক বা প্রামাণিক ঈমান আর প্রত্যক্ষীভূত ঈমান। স্বচক্ষে দর্শন না করিয়া বা উহার অস্তিত্বের যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ প্রাপ্ত না হইয়া কোন বিষয়কে সরাসরিভাবে স্বীকার করার কার্যকে গতানুগতিক ঈমান বলা হয়। অজ্ঞ জনসাধারণের ঈমান এই

www.ahlehadeethbd.org

শ্রেণীর অন্তরভূক্ত। এই শ্রেণীর ঈমান সম্বন্ধে সাধক রূমী মন্তব্য করিয়াছেন,

بلکہ تقلید ست آں ایمان او'
روئے ایماں را ندیدہ جان او !
پس خطر باشد مقلدرا عظیم'
ازرہ و رہزن زشیطان رجیم

"মূর্খের ঈমানের স্বরূপ হইতেছে গতানুগতিকতা মাত্র! তার আত্মা কোনদিন ঈমানের মুখও দর্শন করে নাই! গতানুগতিক ঈমানদারদের জন্ম শয়তানের সৃষ্টি বিভ্রান্তি আর ঈমানের তস্করের ভয় সবসময়েই লাগিয়া থাকে"। অতি সত্য কথা! যে বিশ্বাসের একমাত্র পুঁজি অন্ধবিশ্বাস, যার পিছনে না আছে যুক্তি আর না আছে প্রমাণ, সে বিশ্বাসকে প্রতিহত করিতে বেগ পাইতে হইবে কেন? অরক্ষিত ও ভিত্তিহীন ঈমানের আলোককে অপর যেকোন অন্ধভক্তি আর কুসংস্কারের কুহেলিকা অথবা সন্দেহ ও বিভ্রান্তির ঝড় নিমিষেই নির্বাপিত ও তিমিরাবৃত করিতে পারিবেনা কেন?

আর যুক্তিবাদীদের ঈমান কতকটা মূল্যবান হইলেও বস্তুতঃ তাহা খোঁড়া। যে ঈমান দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে অর্জিত নয়, যে ঈমানের উদ্ভব ঘটিয়াছে ন্যায়শাস্ত্র আর যুক্তিবাদের পটভূমিকায়, তাহাতে দৃঢ়তা আর স্থৈর্যের অবকাশ কোথায়? যুক্তি কি সব সময় অভ্রান্ত হয়? এক যুক্তির প্রতিকূলে দৃঢ়তর যুক্তির অবতারণা কি অসম্ভব? সাধক রূমীর ভাষায় বলিলে বলা যায়, "যুক্তিবাদীরা যে পায়ে ভর করিয়া দাঁড়ায়, তাহা কাঠের পা, সে পা তাদের দেহের অংশ নয় আর কাঠের পায়ে দৃঢ়তা থাকেনা।

پائے استدلالیاں چوبیں بود'
پائے چوبیں سخت بے تمکیں بود !

উল্লিখিত দ্বিবিধ ঈমান ব্যতীত প্রত্যক্ষীভূত ঈমান বলিয়া আর এক প্রকার বিশ্বাস রহিয়াছে, সেঈমান গতানুগতিক নয়, নৈয়ায়িক আর দার্শনিকদের কলহ ও বিতর্ক তার ভিত্তি নয়। রসূলুল্লাহ (দঃ) সম্বন্ধে কুরআন সাক্ষ্য দিয়াছে, لقد رای من آيات ربه الكبرى এই রসূল তাঁর প্রভুর কয়েকটি বিরাট নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁর দর্শনে যেকোন ধাঁধা বা ধোকা ছিলনা, কুরআন তাহাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছে, সে রসূলের চক্ষু বাস্তবতার কম বা অতিরিক্ত দর্শন করেনাই। مازاغ البصر وما طغى মক্কার যেসকল তর্কবাগীশ রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রত্যক্ষীভূত বিষয়গুলির বিরুদ্ধে যুক্তির অবতারণা করিতেছিল, তাহাদের নিন্দাবাদ করিয়া কুরআনে বলা হইয়াছে, افتمارونه مايرى ? রসুল (দঃ) যাহা চোখে দর্শন করিয়াছেন, তোমরা তাহাই লইয়া তাঁহার সহিত কলহ করিতেছ? —আন্নজম, ১৮, ১৭ ও ১২ আয়াত। ফলকথা, দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করার পর যে সাক্ষ্য প্রদত্ত হয়, তাহাই অন্তরের 'শাহাদৎ'! বেহেশ্ত আর দুযখ সম্বন্ধে গতানুগতিক বা দার্শনিক স্বীকৃতি ব্যতীত প্রত্যক্ষীভূত স্বীকৃতির একটি দৃষ্টান্ত এস্থলে উল্লেখ করিতেছি:

রসূলুল্লাহ (দঃ) সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে নমায পড়িতেছিলেন। নমায পড়িতে পড়িতে হঠাৎ তিনি কয়েক পা অগ্রসর হইলেন আবার পিছাইয়া আসিলেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হওয়ায় তিনি বলিলেন, আমার সম্মুখে প্রথমে বেহেশ্তকে হাযির করা হইয়াছিল, আমি কয়েক পা আগাইয়া গিয়া বেহেশ্তের বাগানের কিছু ফল তোমাদের জন্ম পাড়িয়া আনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু পরমুহূর্তেই আমার সম্মুখে দুযখকে উপস্থিত করায় আমি হটিয়া আসিলাম—বুখারী[১]।

রসূলুল্লাহ (দঃ) দিব্যদৃষ্টিতে যাহা দর্শন করিয়াছিলেন, নৈয়ায়িক পদ্ধতির প্রমাণ অথবা গতানুগতিক স্বীকৃতি তাহার সমকক্ষ হইবে কেমন করিয়া? রসূলুল্লাহ [দঃ] বেহেশ্ত ও দুযখকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, সুতরাং উহাদের বিদ্যমানতার এই যে সাক্ষ্য তিনি দান করিয়াছেন, ইহাকেই বলে অন্তরের শাহাদত। এ সাক্ষ্য শুধু রসূলের [দঃ] জন্ম সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর প্রকৃত অনুরাগী ও অনুগতদেরও এরূপ সাক্ষ্যদানের ক্ষমতা রহিয়াছে। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা সূত্রে হযরত উসায়েদ বিনে হুযায়ের যে আলোকোজ্জল দীপালী তহজ্জুদের নমাযের সময়ে দর্শন করিয়াছিলেন, বুখারীর রেওয়ায়ত অনুসারে শূলদণ্ড-প্রাপ্ত হযরত খুবায়েব তাঁর ফাঁসীঘরে হাত পা

১) তজরীদে বুখারী, ৭৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

বাঁধা অবস্থায় যে স্বর্গীয় আহার্য প্রাপ্ত হইতেন আর বয়-হকীর বর্ণনামত হযরত উমর ফারূক মদীনার মিম্বরে দাঁড়াইয়া পারস্য সীমান্তে সংগ্রামরত সারিয়া বিনে যুনায়মের বাহিনীকে যে পরিচালিত করিয়াছিলেন, এ সমুদয় ঘটনা এই প্রত্যক্ষীভূত ঈমানেরই নিদর্শন ছিল। নবী ও রসূলগণ আর আল্লাহর বিশিষ্ট ওলীগণ উল্লিখিত অন্তরের শাহাদত প্রদান করার অধিকারী। কিন্তু ওলীগণের এই প্রকার শাহাদত সর্বদা কুরআন ও সুন্নাহর কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে, কারণ তাঁহাদের অন্তরের শাহাদত নবী ও রসূল-গণের শাহাদতের মত নিরঙ্কুশ নয়। সাধক-প্রবর শায়েখ আবু সুলায়মান দারানী (মৃত্যু ২১৫ হিঃ) বলিয়াছেন,

ربما تقع فى قلبى النكتة من نكت القوم اياما فلا اقبل منها الا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة !

অনেক সময়ে সাধকদলের অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা আমার মনেও উদিত হইয়া থাকে, কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ উহার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান না করা পর্যন্ত আমি সেগুলি গ্রাহ্য করিনা[২]।

** ** **

"ইন্‌আমপ্রাপ্তগণের" চতুর্থ দল হইতেছেন সালিহ-গণ والصالحين "সালিহীন" সালিহের বহুবচন। স-ল-হ হইতে 'ইস্‌মে ফায়িল' রূপে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছে। ইমাম রাগিব লিখিয়াছেন, বিকৃতি ও বিক্ষেপের বিপরীত যাহা, তাহাকে 'সালাহ' বলে (সুস্থ, ও সংগত, সংহত সাধু *Sound, Honest Suitable, Righteous* ইত্যাদি ইার প্রতিশব্দ হইবে)। উভয়বিধ প্রয়োগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মের জন্যই নির্ধারিত। কুরআনে 'সালাহ' বিকৃতিও গোলযোগের মুকাবিলায় সংশোধনের অর্থে আর কখন পাপের মুকাবিলায় পুণ্যের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আর 'সুল্‌হ' মানুষের মধ্য হইতে বিরূপ ভাব বিদূরিত করার অর্থে বলা হয়। আল্লাহর কোন মানুষকে 'সালিহ' করার এক অর্থ—তাহাকে সুস্থ ও সাধু রূপেই সৃষ্টি করা আর কখন ইহার অর্থ হয়—সৃষ্টি করার পর তাহার মধ্যে যে বিকৃতি ঘটে, তাহা বিদূরিত করা আর কখনও উদ্দেশ্য হয় কোন ব্যক্তিকে 'সালিহ' উপাধি দ্বারা বিভূষিত করা[৩]।

الصلاح ضد الفساد وهما مختصان فى اكثر الا ستعمال بالافعال' وقوبل فى القرآن تارة بالفساد وتارة بالسيئة...والصلح يختص بازالة النفار بين الناس...واصلاح الله تعالى الانسان يكون تارة بخلقه اياه صالحا وتارة بازالة مافيه من فساد بعد وجوده وتارة يكون بالحكم له بالصلاح -

সংশোধন, শান্তি ও সুসংহতি অর্থে কুরআনে 'ইস্‌লাহে'র ব্যবহার রহিয়াছে। যথা, পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার পর তোমরা গোলযোগ বা উপদ্রব সৃষ্টি করিওনা—আল আ'রাফ ৫৬ আয়ত। لاتفسدوا فى الارض بعد اصلاحها

পাপের বিপরীত পুণ্যের অর্থে 'সালাহের' ব্যবহার হইয়াছে। যথা, আর خلطوا عملا صالحا وآخرسيئا একদল লোক যাহারা পুণ্যকার্য আর পাপ কার্যকে মিশাইয়া ফেলিয়াছে—আত্‌তওবা, ১০২ আয়ত।

আপোষের অর্থে, 'সুল্‌হ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা কোন নারী যদি তাহার স্বামীর নিকট হইতে দুর্ব্যবহার অথবা অবহেলার আশংকা করে, তাহাহইলে তাহারা উভয়ে এবিষয়ে নিজেদের মধ্যে যদি আপোষ (সুল্‌হ) দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়ালয়, তাহাতে কোন পক্ষেরই দোষ হইবেনা আর আপোষই ভাল—আননিসা, ১২৮ আয়ত[৩]।

وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا' فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا' والصلح خير ?

সংশোধন ও মঙ্গলসাধনের অর্থে 'সালাহে'র ব্যবহার। যথা, আল্লাহ يصلح لكم اعمالكم - তোমাদের আচরণকে সংশোধিত করিবেন—আল্‌আহযাব ৭১ আয়ত। সূরত-মুহাম্মদে (দঃ) বলা হইয়াছে, আর যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং "সৎকর্মশীল" হইয়াছে ও মুহাম্মদের (দঃ) প্রতি

والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بمانزل على محمد وهو الحق من ربهم' كفر عنهم

২) কুশায়রীর রিসালা, ১৫ পৃঃ।

৩) মুফ্‌রদাতুলকুরআন ২৮৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যাহা অবতীর্ণ করা হই- سيئاتهم واصلح بالهم ! য়াছে তাহার উপরে ঈমান আনিয়াছে যে, উহা তাহা- দের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ পরমসত্যবাণী, তাহাদিগকে কলুষমুক্ত আর তাহাদের অবস্থাকে "শোধিত" ও সঠিক করা হইয়াছে—২ আয়ত। সূরত- আল্‌আহ্‌কাফে একটি প্রার্থনার উল্লেখ রহিয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে—প্রভুহে, আপনি আমার প্রতি আর আমার জনক-জননীর رب اوزعنى ان اشكر প্রতি যেসকল অনুগ্রহ نعمتك التى انعمت করিয়াছেন, তজ্জন্য على وعلى والدى' وان আপনি আমাকে কৃতজ্ঞ اعمل صالحا ترضاه واصلح হইবার শক্তি দান করুন لى فى ذريتى' انى تبت আর যে সদাচরণ আপ- اليك وانى من المسلمين - নার মনঃপুত, আমাকে তাহা সম্পাদন করার ক্ষমতা দিন—আর আমার জন্য আমার বংশধরদিগকেও বিশুদ্ধ করুন! আমি আপনার কাছে তওবা করিতেছি আর বলিতেছি যে, আমি মুস্‌লিমগণের অন্যতম—১৫ আয়ত।

দুইটি আয়তেই 'স-ল-হ' ধাতুর দ্বিবিধরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। একটি 'সালিহ' আর উহার বহুবচন 'সালিহাত'। আমলের বিশেষণরূপে উহার অর্থ পুণ্যকার্য, নেকি, সদাচরণ। আর ক্রিয়াপদ রূপে উহার প্রয়োগ হইয়াছে 'আস্‌লাহা' শোধিত ও সঠিক করা। দ্বিতীয় আয়তে অনুজ্ঞাবাচক (*Imperative*) রূপে 'আস্‌লিহ' বলিয়া উহার প্রয়োগ হইয়াছে।

উল্লিখিত আয়ত দুইটির সাহায্যে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, কোনকার্য "আমলে-সালিহ" রূপে গণ্য করার জন্য দুইটি শর্ত রহিয়াছে। প্রথমতঃ উহা আল্লাহর মনঃপুত হওয়া চাই। যেকার্য আল্লাহর মনঃপুত নয়, তাহাকে যতই সৎকার্য বলিয়া আমরা ধারণা করিনা- কেন, উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে "আমলে-সালিহ" বলিয়া গণ্য হইবেনা। এক্ষণে কোন্ প্রকার সৎকার্য আল্লাহর মনঃ- পুত তাহা জানার উপায় কি? ইহা অবগত হইবার উপায় সূরত-মুহাম্মদের (দঃ) উদ্ধৃত আয়তে নির্দেশিত হইয়াছে অর্থাৎ সৎ আর অসৎ, পাপ আর পুণ্য, যাহা আল্লাহর মনঃপুত আর যাহা অনভিপ্রেত—সমস্ত বিষয়ের সন্ধান রসূলুল্লাহ (দঃ) কে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার প্রতি ঈমান এবং তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ জীবন- বিধির অনুসরণকারীরাই হইতেছে "সালিহীন"।

'সালাহ' শব্দের আর এক অর্থ 'উপযোগী' হওয়া। ইমাম যমখ্‌শরী বলেন, 'সালাহে'র রূপক অর্থ উপযোগী হওয়া। যেমন বলা হইয়া থাকে, এই চামড়াটি জুতার উপযোগী (সালিহ) হইবে وسن المجاز : هذا الاديم يصلح للنعل وفلان لا يصلح আর অমুক ব্যক্তি তোমার সংসর্গের উপ- لصحبتك ! যুক্ত (সালিহ) নয়[১]। আল্লামা ফৈয়ুমী তাঁহার অভি- ধানে লিখিয়াছেন, অমুক ব্যক্তি অভিভাবকত্বের 'সালিহ'— একথার অর্থ হইতেছে, সে অভিভাবকত্বের দায়িত্ব প্রতিপালন করার উপ- هو صالح للولاية' اى যুক্ত[২]। এই অর্থের لها اهلية القيام بها - অনুসরণ করিয়া রিজাল ও অসূলের গ্রন্থসমূহে শতশত স্থানে বলা হইয়াছে এই হাদীসটি প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করার যোগ্য। هذا صالح للاحتجاج

"স-ল-হ" ধাতুর বিভিন্নরূপ যথা 'সালাহ' 'ইসলাহ' 'সুলহ্' ও 'সালিহ' সম্বন্ধে আভিধানিক তদন্ত শেষ করার পর 'নবী' 'সিদ্‌দীক' ও 'শহীদ' দলগুলির সহচররূপে যে 'সালিহীন' দল উল্লিখিত হইয়াছে, উক্ত দলের পরি- চয় আর সামগ্রিক তাৎপর্য সম্বন্ধে কুর্‌আন আর সুন্না- হর কতিপয় নির্দেশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইবে।

সূরত কাল্‌আহ্‌কাফ ও সূরত মুহাম্মদের (দঃ) যে দুইটি আয়ত পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তদনুসারে জানা- গিয়াছে, যেসকল ব্যক্তি আল্লাহর অভিপ্রেত ও অনু- মোদিত সৎকার্যসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই 'সালিহীন' পর্যায়ভুক্ত। সঙ্গেসঙ্গে ইহাও জানা- গিয়াছে যে, কোন্ কার্য আল্লাহর অনুমোদিত ও অভিপ্রেত কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখার কষ্টিপাথর হইতেছে রসূলগণের সাক্ষ্য। আল্লাহর রসূলের (দঃ) প্রতি যাহার ঐকান্তিক বিশ্বাস নাই, যাহারা তাঁহার পবিত্র চরিতকে উন্নত আর বিশুদ্ধজীবনের মানস্বরূপ গ্রহণ করেনাই। তাহাদের মধ্যে সততা আর সাধুতার যতই আড়ম্বর পরিদৃষ্ট হউকনা কেন, তাহারা 'সালিহ"

১) আনাসুল বালাগাহ (২) ১৭ পৃঃ।

২) মিস্‌বাহুল মুনীর ১৪৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হাদীসের প্রামাণিকতা

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী

(৪)

শরহি-মআনীল আসার—তাহাবী। ইমাম আবুজা'ফর আহমদ বিনে মুহাম্মদ তাহাবী (২৩৯—৩২১) মিসরের অন্তর্গত 'তহা' নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। শাফেয়ী মযহবের ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়া যৌবনের সীমানায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মামু ছিলেন ইমাম ইস্মাঈল বিনে ইয়াহয়া মুযানী, ইমাম শাফেয়ীর বিশিষ্টতম ছাত্রমণ্ডলীর অন্যতম। তাহাবী মামুর কাছেই বিদ্যাভ্যাস করিতেন। একদিন ইমাম মুযানী বিরক্ত হইয়া তাহাবীকে বলিয়া ফেলেন "তোমার ভাগ্যে কিছুই হইবার নয়।" তাঁহার কথায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মিসরের হানাফী বিচারপতি কাযী আবুজা'ফর আহমদ বিনে আবি ইমরানের নিকট তাহাবী হানাফী-ফিক্হ অধ্যয়ন করিতে লাগিয়া যান। আবুজা'ফর হানাফী-মযহবের দ্বিতীয় ইমাম কাযী আবুইউসুফের ছাত্র মুহাম্মদ বিনে সামাআর ছাত্র ছিলেন। ২৬৮ হিজরীতে তাহাবী শামে গমণ করেন এবং শামের তৎকালীন হানাফী বিচারপতি কাযী আব্দুলহামীদ আবুহাযিমের নিকট হইতে হানাফী ফিক্হে অধিকতর পারদর্শিতা লাভ করেন। আবুহাযিম হানাফী মযহবের তৃতীয় ইমাম মুহাম্মদ বিনুল হাসানের ছাত্র ঈসা বিনে আবানের শিষ্য ছিলেন।

ইমাম তাহাবী সুলায়মান বিনে শুআইব কয়সানী, হারূন বিনে সঈদ, আলবহুগনী বিনে রফাআ, আবুমুসা ইউনুস বিনে আব্দুলআ'লা সদফী ও মুহাম্মদ বিনে আব্দুল্লাহ বিনে আব্দুলহাকাম প্রভৃতি হাদীসবিশারদগণের নিকট হইতে হাদীস শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইউনুস বিনে আব্দুলআ'লা ইবনে উয়ায়না, ইমাম শাফেয়ী ও ইবনেওয়াহাবের ছাত্র ছিলেন, ইমাম মুস্লিম, নসায়ী ও ইবনেমাজা স্বস্বগ্রন্থে তাঁহার রেওয়ায়ত গ্রহণ করিয়াছেন। ইমাম তাহাবী তদীয় গ্রন্থ "শরহে-মআনীল আসারে" ইউনুস বিনে আব্দুলআ'লার বাচনিক বহু রেওয়ায়ত উধৃত করিয়াছেন। যেসকল বিদ্বান তাহাবীর নিকট হইতে হাদীস শ্রবণ করেন, তন্মধ্যে আহমদ বিনে মুহাম্মদ দামেগানী, সঈদ বিনে মুহাম্মদ বরদয়ী, আহমদ বিনুল কাসিম খশ্শাব, ইউসুফ মিয়ানজী ও সুলায়মান বিনে আহমদ তাবরানী সমধিক প্রসিদ্ধ।

বলিয়া গণ্য হইবেনা। 'সালিহীন' দলের পরিচিতি সম্পর্কে সুরত-আলেইমরানে বলা হইয়াছে,—দেখ, সমুদয় আহলিকিতাবের অবস্থা সমান নয়! তাহাদের মধ্যে এরূপ দলও আছে, যাহারা সঠিক ধর্মে কায়েম রহিয়াছে। নিশীথকালে তাহারা আল্লাহর আয়তসমূহ আবৃত্তি করিয়া থাকে আর সিজ্দায় পতিত হয়। তাহারা আল্লাহকে আর পরকালকে বিশ্বাস করিয়া থাকে, তাহারা সঙ্গত কার্যের জন্য আদেশ দেয় আর অন্যায়কার্য হইতে বিরত রাখিতে সচেষ্ট হয়। ইহারাই "সালিহীনের" পর্যায়ভূক্ত—১১৩ ও ১১৪ আয়ত। যেসকল নারী "সালিহ"দলের অন্তর্ভূক্ত, তাহাদিগকে "সালিহাত" বলা হইয়াছে, কুরআনে তাহাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—যেসকল নারী সালিহা, তাহারা আল্লাহর কাছে প্রণতশীলা, যেবিষয়ের হিফাযতের জন্য আল্লাহর নির্দেশ রহিয়াছে, গোপণে ও তাহাদের পুরুষদের আসাক্ষাতেও সে বিষয়ের তাহারা হিফাযত করিয়া থাকে—আন্নিসা, ৩৪ আয়ত। (ক্রমশঃ)

ليسوا سواء، من اهل الكتاب امة قائمة يتلون آيات الله اناء الليل وهم يسجدون - يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات و اولئك من الصالحين -

فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله !

www.ahlehadeethbd.org

হাদীস এবং সাহাবা ও তাবেয়ীনের উক্তি সম্বলিত যেসকল গ্রন্থ ইমাম তাহাবী প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে "শরহে-মআনীল আসার" ও "মুশকিলুল আসার" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত গ্রন্থখানা বিরাট। আল্লামা কামাল ইব্নুল হুমাম (৭৮০—৮৬১) পরবর্তী-যুগে হানাফী মযহবকে হাদীস ও আসারের সহিত সুসমঞ্জস করার যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইমাম আবুজা'ফর তাহাবীই প্রকৃতপক্ষে উহার পথপ্রদর্শক। তাঁহার পূর্বে মূল হানাফী মযহব অর্থাৎ ইমামে-আ'যম, কাযী আবুইউসুফ, ইমাম মোহাম্মদ বিনুলহাসান, কাযী যুফর ও হাসান বিনে যিয়াদ প্রভৃতির ফত্ওয়াগুলিকে হাদীস বা আসারে-সাহাবার সহিত সামঞ্জস্যবিধানের কেহ চেষ্টা করেননাই। আবুজা'ফর তাহাবী এই উদ্দেশ্যেই "শরহে মআনীল আসারে"র মত বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৩০০ হিজরীতে লক্ষ্ণৌ সহরের মুস্তফায়ী প্রেসে ইহা মুদ্রিত হয়, ইহার প্রথম খণ্ড ৪৪৪ পৃষ্ঠায় আর দ্বিতীয় খণ্ড ৪৩৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে।

ইমাম আবুইস্হাক শিরাযী তাঁর তাবাকাতে লিখিয়াছেন, মিসরে হানাফীদের সার্বভৌম প্রাধান্য আবুজা'ফর তাহাবীর কাছেই শেষ হইয়াছিল। ইব্নেইউনুস বলেন, ইমাম তাহাবী সত্যবাদী, নির্ভরযোগ্য, ফকীহ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন[১]। শাহ আবদুলআযীয মুহাদ্দিস দেহলভী বলেন, তাহাবী হানাফী মযহবে বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তাঁহার ধারণা মত হানাফী মযহবের সমর্থনে তিনি সর্বাপেক্ষা অগ্রণী হইয়াছেন[২]।

انتهت الى ابى جعفر رياسة اصحاب ابى حنيفة بمصر -

تصانيف مفيدة مذهب حنفى دارد وبزعم خود درنصرت اين مذهب مساعى جميلة بتقديم رسانيده -

হুজ্জাতুলইস্লাম ওলীউল্লাহ দেহলভী তাহাবীর গ্রন্থকে তৃতীয় স্তরের শামিল করিয়াছেন। অর্থাৎ এই স্তরের গ্রন্থকারগণ যাহা পাইয়াছিলেন, সমস্ত নির্বিচারে একত্রিত করিয়া দেওয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। সংক্ষিপ্ত বা কাটছাঁট করিয়া বাছাই করা অথবা ব্যবহারের উপযোগী করিয়া সম্পাদন করা তাঁহাদের লক্ষ্য ছিলনা[১]।

كان قصدهم جمع ماوجدوه لاتلخيصه وتهذيبه وتقريبه من العمل -

দলীয় সমর্থন বা বিরোধনীতির প্রতি দৃকপাত না করিয়া 'অসূলেহাদীসে'র নিয়ম অনুসারে ইমাম তাহাবীর "শরহে মআনীল আসার" গ্রন্থে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিলে উহাতে বহু বিশুদ্ধ হাদীস পাওয়া যাইবে, কিন্তু শাহ ওলীউল্লাহ যেরূপ বলিয়াছেন, হাদীসশাস্ত্রবিশারদগণ তৃতীয় স্তরের গ্রন্থগুলির পরীক্ষা ও সংশোধনকার্যে ব্রতী হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেননাই।

মুআজমে-সলাসা—তাবরানী, ইমাম আবুলকাসিম সুলায়মান বিনে আহ্মদ বিনে আইয়ূব, লাখ্মী—তাবরানী (২৬০—৩৬০) সিরিয়ার আক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়স হইতে শাম, হিজায, ইয়ামান, মিসর, বাগ্দাদ, কুফা, বস্রা, ইস্ফিহান প্রভৃতি নগর পর্যটন করিয়া তিনি সংশ্রাধিক শ্রুতিধর ও বিশারদগণের নিকট হইতে রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসের বিপুল সম্ভার সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার উস্তাযগণের মধ্যে ইমাম নাসায়ী, হাফিয আবুযর্আ, ইমাম বশর বিনে মূসা, ইমাম হাফ্স বিনে উমর ও ইমাম তাহাবীর নাম সর্বজনবিদিত। তাবরানীর ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে আবুখলীফা, ইব্নেআক্দা, হাফিয আবুনঈম, ইব্নেমর্দওয়ে, যক্ওয়ানী ও জারূদী সমধিক উল্লেখযোগ্য।

ইমাম তাবরানীর অন্যতম ছাত্র হাফিয আবুল-আব্বাস আহ্মদ বিনে মনসূর শিরাযী (মৃঃ—৩৮২ হিঃ) বলেন, আমি তাবরানীর নিকট হইতে তিন লক্ষ হাদীস লিপিবদ্ধ করিয়াছি[২]। তাবরানীর মত হাদীসের সংকলয়িতা ও শ্রুতিধর জাহানেইস্লামে অধিক জন্মগ্রহণ করেননাই। হাফিয যহবী তাঁর তযকিরায় তাবরানীর ৮৫ খানা হাদীসগ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাকে কোন ব্যক্তি তাঁহার হাদীসের প্রাচুর্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি

كتبت عن الطبرانى ثلاث مائة الف حديث -

كنت انام على البوارى

১) যহবী, তযকিরাতুলহুফ্ফায (৩) ২৮ পৃঃ।

২) বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন ৯৬ পৃঃ।

১) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১৪০ পৃঃ।

২) তযকিরাতুলহুফ্ফায [৩] ২০৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

বলিয়াছিলেন, আমি ثلاثين سنة একাদিক্রমে আমার জীবনের ৩০ বৎসর কাল শুধু চাট শয়ন করিয়াই কাটাইয়াছি[৩]।

ইমাম তাবরানীর প্রণীত হাদীসগ্রন্থসমূহের মধ্যে "মু'জমে কবীর", যাহা 'মুসনদে-তাবরানী" নামে আখ্যাত আর "মু'জমেআওসত" ও "সগীর" বিশেষ প্রসিদ্ধ। "মু'জমেকবীর" সাহাবাগণের বর্ণানুক্রমিক নাম অনুসারে সংকলিত ও ২শত ফর্মায় সমাপ্ত। ইহাতে ২০ হাজার ৫ শত হাদীস রহিয়াছে। "মু'জমে আওসত" বিরাট ৩ খণ্ডে আর "মু'জমে সগীর" ন্যূনাধিক ৩ শত পৃষ্ঠায় তাবরানীর শিক্ষকগণের বর্ণানুক্রমিক নাম অনুসারে সম্পাদিত হইয়াছে। "মু'জমেসগীর" ১৩১১ হিজরীতে দিল্লীর আনসারী প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল। হাফিয আলী বিনে আবিবক্‌র হায়সমী (৭৩৫—৮০৮) "মুআজমে-সলাসা"র যেসকল হাদীস "সিহাহ সিত্তায়" নাই, সেগুলির সনদ বাদ দিয়া "মসনদ আহমদ" "মুসনদেআবুইয়োলা" ও "বযযার" প্রভৃতির ঐরূপ হাদীসসহ তাঁহার "মজমাউয যওয়ায়েদ" নামক গ্রন্থে সংকলিত করিয়াছেন। ইহাতে সন্নিবেশিত হাদীসসমূহের মধ্যে যেগুলি বিশুদ্ধ বা দুর্বল অথবা পরিত্যাজ্য, তাহাদেরও ইংগিত রহিয়াছে। এই মূল্যবান গ্রন্থ ১০ খণ্ডে মিসরে মুদ্রিত হইয়াছিল।

যেসকল হাদীস অন্য কোন গ্রন্থকার তাঁহাদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেননাই, তাবরানী তাঁর "আওসত" গ্রন্থে সাধারণতঃ সেই শ্রেণীর হাদীসের অবতারণা করায় এই গ্রন্থ বহু অদ্ভুত কথার সমষ্টিতে পরিণত হইয়াছে। যতদূর মনে হয়, বিশুদ্ধ হাদীসের চয়ন অপেক্ষা ইমাম তাবরানী সংকলনের কার্যেই অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে "মু'জমেসগীর" ছাড়া তাঁর হাদীসশাস্ত্রের বিরাট অবদানগুলি আজপর্যন্ত মিসর বা পাক-ভারতে মুদ্রিত হয়নাই। 'মজমাউয যওয়ায়েদ" দৃষ্টে বুঝিতে পারাযায়, তাবরানীর মু'জমগুলিতে গ্রহণযোগ্য হাদীসের সংখ্যা নগণ্য নয়। শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস তাবরানীর গ্রন্থগুলিকে তৃতীয় স্তরের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন।

সুনেন-দারকুত্‌নী, ইমাম আবুলহাসান আলী বিনে উমর বিনে আহমদ দারকুত্‌নী (৩০৬—৩৮৫) বাগদাদে ভূমিষ্ঠ হন। বাল্যকাল হইতে বাগদাদ, কুফা, বসরা, শাম, ওয়াসিত, মিসর ও বহু নগরনগরী পরিভ্রমন করেন। ইমাম আবুলকাসিম বগভী, ইবনেআবিদাউদ, ইবনেসাএদ, ইবনেদরীদ, আলী বিনে আবদুল্লাহ মুবাশ্‌শির, মুহাম্মদ বিনুলকাসিম মুহারেবী, কাযী আবুউমর, আহমদ বিনুল বাহ্‌লুল, হাফিয আবুতালিব, ইবনেযিয়াদ নেশাপুরী, হুসাইন মহামলী এবং আরও বহুসংখ্যক বিদ্বানের নিকট হইতে ইমাম দারকুত্‌নী হাদীস শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইমাম হাকিম কনিষ্ঠ হইলেও দারকুত্‌নী তাঁহার নিকট হইতে হাদীস গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার বিরাট ছাত্রবাহিনীর মধ্যে হাফিয আবুনঈম ইস্‌ফিহানী হাফিয আবদুলগনী, হাফিয মনুবরী, ইমাম ইস্‌ফ্রায়ীনি, হাফিয বরকানী, কাযী আবুতৈয়েব তবরী ও ইমাম আবুআবদুল্লাহ হাকিম সমধিক প্রসিদ্ধ।

হাকিম বলেন, স্মৃতিশক্তি, হাদীসের তাৎপর্যবোধ ও সাধুতায় দারকুত্‌নী আপন যুগে অদ্বিতীয় ছিলেন তিনি কারী ও বৈয়াকরণদের অধিনায়কত্ব লাভ করিয়া ছিলেন। হাকিম বলেন,

صار اوحد عصره في الحفظ والفهم والورع واماما في القراء والنحويين - فشهد انه لم يخلف على اديم الارض مثله -

৩৬৭ সনে বাগদাদে প্রায় ছয়মাস অবস্থানকালে আমি তাঁহার নিকট হাদীসের জটিলতা ও হাদীসবিশারদগণের পরিচয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতাম। আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি যে, পৃথিবীর পৃষ্ঠে দারকুত্‌নী তাঁহার জুড়ি রাখিয়া যাননাই। হাফিয খতীব বাগদাদী লিখিয়াছেন, দারকুত্‌নী স্বীয় যুগের ইমাম ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্বান ছিলেন, হাদীস বিস্তার আর তার দোষত্রুটি ও বর্ণনাদাতাদের পরিচিতি

كان فريد عصره وامام وقته وانتهى اليه علم الاثر والمعرفة بالعلل واسماء الرجال مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد -

বিষয়ে তিনি যোগ্যতার শেষসীমায় পৌঁছিয়াছিলেন অথচ তিনি ছিলেন সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও সঠিক আকীদার ধারণা ইত্যাদি গুণে বিভূষিত। কাযী আবুতৈয়েব তাবারী বলেন, দারকুত্‌নী হাদীস-শাস্ত্রের আমীরুলমু'মিনীন ছিলেন। হাদীসশাস্ত্রের ত্রুটি, বিচ্যুতি ও জটিলতার

৩) তযকিরা [৩] ১২১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

বিচারকল্পে দারকুত্‌নী "কিতাবুল ইলাল" নামক যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, হাফিয যহবী তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, তুমি তাঁহার "কিতাবুল ইলাল" পাঠ কর, طالع العلل له فانك تندهش ويطول تعجبك - তাঁর স্মৃতিশক্তি, প্রজ্ঞাবল আর হাদীস চিনিবার ক্ষমতা দেখিয়া তুমি ভীত আর তোমার বিস্ময় সুদীর্ঘ হইবে[১]। ইমাম দারকুত্‌নী সহীহ্ বুখারীরও কয়েকটি হাদীস সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেকটি আপত্তির খণ্ডন করা হইলেও হাদীসের রোগের তিনি যে ধন্বন্তরী ছিলেন, এ কথা অস্বীকার করার উপায়নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহার সুনানে সহীহ, যঈফ এমনকি অগ্রাহ্য হাদীসেরও সংমিশ্রণ রহিয়াছে। তাঁহার সুনানের রাবীগণের মধ্যে অজ্ঞাতনামা ও অসত্যবাদী লোকের অভাব নাই। তাঁহার গ্রন্থের সাহায্যে ফকীহ্‌গণ কোন সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত করেননাই। অবশ্য উহাতে বিশ্বস্ত ও প্রামাণ্য হাদীসও অনেক রহিয়াছে কিন্তু তাহাবী ও তাবরানীর গ্রন্থের মত হাদীসশাস্ত্রবিশারদরা উহার পরীক্ষা ও নির্বাচনে ব্রতী হননাই। শাহ ওলীউল্লাহ সুননে-দারকুত্‌নীকে ৩য় শ্রেণীর হাদীস গ্রন্থের শামিল করিয়াছেন। পাটনার প্রথিতযশা মুহাদ্দিস সৈয়েদে আবুত্তৈয়েব শামসুলহক সুননে দারকুত্‌নীর টীকা রচনা করিয়াছেন এবং উক্ত গ্রন্থের যে হাদীসগুলি প্রমাণ্য হাদীসগ্রন্থে মওজুদ রহিয়াছে, অথবা যেগুলি শুদ্ধ বা যঈফ বা অগ্রাহ্য, সে সমস্তের সন্ধান দিয়াছেন। সিহাহ ও সুননের বহির্ভূত সুননে দারকুত্‌নীতে সন্নিবেশিত হাদীসগুলির বহুলাংশ গ্রহণীয়।

মুসতদ্‌রক-ই-হাকিম, ইমাম আবু-আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিনে আবদুল্লাহ বিনে মুহাম্মদ বিনে হামদুয়া (৩২১—৪০৫) নেশাপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যৌবনের উষায় ফিক্‌হশাস্ত্রের চর্চায় মনোযোগী হন এবং প্রথমে খ্যাতনামা ফকীহ ইমাম আবুসহ্‌ল মুহাম্মদ বিনে সুলায়মান সা'লুকীর (২৯৬—৩৬৯) নিকট হইতে এবং পরে ইরাকে আসিয়া ইমাম ইব্‌নে আবিহুরায়রার (মৃত্যু—৩৪৫ হিঃ) নিকট হইতে শাফেয়ী-ফিক্‌হে দক্ষতালাভ করেন। হাকিমের পিতা আবদুল্লাহ বিনে মুহাম্মদ বিনে হামদুয়া ইমাম মুস্‌লিমের সন্দর্শনলাভ করিয়াছিলেন এবং পিতার উৎসাহদানের ফলেই তিনি হাদীসশাস্ত্রের চর্চায় ব্রতী হইয়াছিলেন। কুড়ি বৎসর বয়স হইতে তিনি হাদীস সংগ্রহকার্যে অগ্রসর হন এবং হিজায, খুরাসান, ইরাক ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন নগর পর্যটন করিয়া প্রায় দুই হাজার হাদীসবিশারদগণের নিকট হইতে হাদীসের বিপুল সম্ভার সংগ্রহ করেন।

ইমাম হাকিম স্বীয় পিতা ও মামু মুহাম্মদ বিনে আলী বিনে উমর ব্যতীত যেসকল বিদ্বানের নিকট হইতে হাদীস শ্রবণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আবুলআব্বাস আসম, আবুজা'ফর মুহাম্মদ বিনে সালিহ, মুহাম্মদ বিনে আবদুল্লাহ সফ্‌ফার, ইব্‌নুল আখরম, হাসান বিনে ইয়াকুব বুখারী, হাফিয আবুলহাসান দারকুত্‌নী, আবুন্নযর মুহাম্মদ, আবুলওলীদ হাস্‌সান, ইব্‌নুস্‌সম্মাক, আবুবক্‌র নজ্জার ইব্‌নেদরস্তওয়ে, হাফিয আবদুলবাকী কানে', হাফিয আবুআলী নেশাপুরী প্রভৃতির নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বিরাট ছাত্রবাহিনীর মধ্যে তাঁহার উস্তায ইমাম দারকুত্‌নী ব্যতীত ইব্‌নে আবিলফওয়ারিস, আবুযর হরবী, আবুলউলা ওরাসেতী, ইমাম বয়হকী, আবুইয়োলা খলীলী, উস্‌তায আবুলকাসিম কুশায়রী, কফ্‌ফাল শাশী ও আবুঈসা বক্কার বাগ্দাদী সুপ্রসিদ্ধ। স্বীয় উস্তায দারকুত্‌নীর সহিত তিনি হাদীসশাস্ত্রের কতকগুলি জটিল বিষয় লইয়া বিতর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং শেষপর্যন্ত তিনি উস্তাযকে খুশী করিতে পারিয়াছিলেন এবং উস্তাযও ছাত্র হাকিমের নিকট হইতে হাদীস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংকলিত হাদীসগ্রন্থগুলির সংখ্যা ১৫ শত ফর্মারও উপর। অর্থাৎ ন্যূনপক্ষে ১২ হাজার পৃষ্ঠার উর্ধে। ৩৫৯ হিজরীতে নেশাপুরের বিচারপতিপদে তাঁহার নিয়োগ হওয়ায় তিনি ইমাম হাকিম নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। انه اربعة من الحفاظ تعاصروا الدار قطني ببغداد وعبد الغني بمصر وابن منده باصفهان والحاكم بنيسابور - اما الدار قطني فاعلمهم بالعلل বিদ্বানগণের সর্বসম্মত অভিমত, হাদীসের চারজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রুতিধর সমসাময়িক ছিলেন, বাগ্দাদে দারকুত্‌নী,

১) যহবী, তযকিরা [৩] ১৮৭—১৮৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

মিসরে আবদুলগনী, ইস্‌ফিহানে ইব্‌নেমন্দা আর নেশাপুরে হাকিম। হাদীসের দোষক্রটির সর্বাপেক্ষা বড় পরীক্ষক ছিলেন দারকুত্‌নী আর রাবীদের পরিচয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ আবদুলগনী আর হাদীসের প্রাচুর্যের দিক দিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ ইব্‌নেমন্দা আর হাদীসগ্রন্থের সংকলয়িতাগণের মধ্যে সর্বোত্তম হাকিম [১]।

واما عبد الغنى فاعلمهم بالانساب واما ابن منده فاكثر هم حديثا واما الحاكم فاحسنهم تصنيفا -

হাফিয যহবী লিখিয়াছেন, ইমাম হাকিমের যুগের প্রবীন বিদ্বানগণ, যেমন ইমাম সা'লুকী, ইমাম ইব্‌নে-ফোরক প্রভৃতি, সকলেই হাকিমকে নিজেদের অগ্রগণ্য বিবেচনা করিতেন এবং তাঁহার মর্যাদার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। হাফিয যহবী আরও বলিয়াছেন যে, হাকিমের গ্রন্থসমূহে তাঁহার বক্তব্য যাহারা মনোযোগ সহকারে পাঠকরার সুযোগলাভ করিয়াছে, ছাত্রমণ্ডলীর সম্মুখে প্রদত্ত 'লেক্‌চার'-সমূহে তাঁর বাকচাতুর্যের যাহারা পরিচয় পাইয়াছে আর রেওয়ায়তের বিভিন্ন পন্থা ও তরীকা সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টির গভীরতা যাহারা লক্ষ্য করিয়াছে, তাহারা হাকিমের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেই আর পূর্ব ও পরবর্তী বিদ্বানগণের মধ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইবেই। হাকিমের সহযোগীগণ তাঁহার সমকক্ষতা অর্জনের চেষ্টায় ব্যর্থকাম হইয়াছেন, একথাও তাহারা অস্বীকার করিতে পারিবেনা। প্রশংসনীয় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন হাকিম আর তাঁহার অনুরূপ কোন ব্যক্তিকে তিনি স্বীয় স্থলাভিষিক্ত রাখিয়া যাননাই [২]।

ومن تامل كلامه فى تصانيفه وتصرفه فى امالیه ونظره فى طرق الحديث اذ عن بفضله واعترف له بالمزية على من تقدمه ومن بعده وتعجيزه اللاحقين عن بلوغ شانه - عاش حميدا ولم يخلف في وقته مثله -

ইমাম হাকিম মনে করেন, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুস্‌লিম সম্মিলিত অথবা পৃথকপৃথক ভাবে যেসকল শর্তের অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের সহীহ গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়া গিয়াছেন সেই সকল শর্তে উত্তীর্ণ আরও বহু হাদীস রহিয়াছে অথচ সেগুলিকে তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেননাই। ইমাম হাকিম এই ধরণের হাদীসগুলিকে তাঁহার "মুস্‌তদ্‌রক" নামক গ্রন্থে সনদ সহকারে সংকলিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত যে হাদীসগুলি বুখারী ও মুস্‌লিম অথবা তাঁহাদের যেকোন জনের শর্তে উত্তীর্ণ নয়, অথচ সেগুলিকে ইমাম হাকিম স্বীয় তদন্ত অনুসারে বিশুদ্ধ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, সেরূপ বহু হাদীসও "মুস্‌তদরকে" স্থানলাভ করিয়াছে। মোটের উপর ইমাম হাকিমের অভিমত অনুসারে "মুস্‌তদরক"ও সহীহ-গ্রন্থসমূহের অন্যতম।

ইমাম হাকিমের 'মুস্‌তদ্‌রক' ১৩৪২ হিজরীতে হায়দ্রাবাদে বিরাট ৪ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছিল। আমার গণনা মত ইহা উনপঞ্চাশটি কিতাবে আর ৩ হাজার ৮ শত সাতাত্তরটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই গ্রন্থের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে ইমাম হাকিমের দাবী সঠিক নয়। তিনি স্বয়ং বিশ্বস্ত হইলেও শুদ্ধাশুদ্ধের যাচাই সম্পর্কে তাঁর শৈথিল্য সর্বজনবিদিত। ইমাম ইব্‌নেজওযীর বিশুদ্ধতার মান যেমন অতিশয় কঠোর, ইমাম হাকিমের মান তেম্‌নি হালকা। ইমাম নববী তাঁহার "শরহে-মুহায্‌যবে" মন্তব্য করিয়াছেন, হাদীসের শ্রুতিধরগণ এ বিষয়ে একমত যে, হাকিম অপেক্ষা তাঁর ছাত্র, ইমাম আবুবক্‌র বায়হকী হাদীসের বিচার সম্বন্ধে অধিকতর সতর্ক ও দৃঢ়। হাফিয আবুআবদুল্লাহ যহবী (৬৭৩—৭৪৮) মুস্‌তদ্‌রকের তল্‌খীস (সংক্ষেপ) করিয়াছেন, ইহাও মূলগ্রন্থের নিম্নভাগে মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, এই গ্রন্থের অর্ধেক পরিমাণ হাদীস বুখারী ও মুস্‌লিম অথবা তাঁহাদের যেকোন একজনের শর্তমত বিশুদ্ধ আর শিকি পরিমাণ সঠিক আর অবশিষ্ট অগ্রাহ্য ও বেহুদা। তিনি বলিয়াছেন, "মুস্‌তদ্‌রকে" প্রায় শতখানিক জালহাদীসও স্থানলাভ করিয়াছে। এই জাল হাদীসগুলি হাফিয যহবী স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে সংকলিত করিয়াছেন [১]। যহবী তাঁর চরিতাভিধানে লিখিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দে-

১) তযকিরা (৩) ২৩৩; মুকদ্‌দিমা-উলুমুলহাদীস, সৈয়েদ মুআয্‌যমহুসাইন।

২) তযকিরা (৩) ২৩২ পৃঃ।

১] তদ্‌রীবুররাবী ৩১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

হের অবকাশ নাই যে, মুস্‌তদ্‌রকে এরূপ বহু হাদীস রহিয়াছে, যে-গুলি বিশুদ্ধ নয়, অধিকন্তু উহাতে জাল হাদীসও রহিয়াছে। এই জাল হাদীসগুলি সন্নিবেশিত করায় মুস্‌তদ্‌রকের সর্বনাশ ঘটিয়াছে[২]। ইমাম হাকিমের মত হাদীসশাস্ত্রের অনন্যসাধারণ জওহরীর পক্ষে স্বীয় গ্রন্থে অগ্রাহ্য ও কৃত্রিম হাদীসের সমাবেশ করা আপাতদৃষ্টিতে বড়ই বিস্ময়কর বোধ হইলেও হাদীস বিশারদগণ ইহার কারণ নির্দেশিত করিয়াছেন। হাফিযুলইস্‌লাম ইব্‌নেহজর বলিয়াছেন, ইমাম হাকিম 'মুস্‌তদ্‌রকে'র হাদীসগুলি লিপিবদ্ধ করারপর তাঁহার সঙ্কল্পমত উহা সংশোধন করার অবকাশ পাননাই, মৃত্যুর আকস্মিক পদার্পণে তাঁর বাসনা পূর্ণ হয়নাই। তিনি লিখিয়াছেন, গ্রন্থের তৃতীয়াংশমাত্র হাকিম স্বয়ং ইম্‌লা (*Dictate*) করিয়াছিলেন, অবশিষ্টের তাঁহার শুধু মৌখিক অনুমতি রহিয়াছে। ইব্‌নেহজর বলেন, আমি স্বয়ং তদন্ত করিয়া দেখিয়াছি যে, গোড়ার দিককার এক তৃতীয়াংশে ভুলভ্রান্তির পরিমাণ অনেক কম[৩]।

ولاريب ان فى المستدرک احاديث كثيرة ليست على شرط الصحة' بل فيه احاديث موضوعة - شان المستدرک باخراجها فيه -

কিন্তু হাফিয ইব্‌নেহজরের কৈফিয়ৎ ছাড়া আরও দুইটি কারণে "মুস্‌তদ্‌রকে"র এরূপ দশা ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়, প্রথমতঃ হাকিমের শিয়া মনোভাব, দ্বিতীয়তঃ তাঁর তাসাউওফের প্রতি ঝোঁক। তিনি সাহাবাগণের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন, এ অভিযোগ সত্য না হইলেও আহ্‌লেবয়েতের বংশধরদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা অহেতুক ভাবে সীমালঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিল এবং ইহার বশবর্তী হইয়াই তিনি কতিপয় প্রত্যাখ্যাত হাদীস স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া সেগুলি বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। যেরূপ "পাখীর হাদীস"টিকে (حديث الطائر) তিনি গোড়ায় স্বয়ং অস্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু পরে উহা তাঁহার "মুস্‌তদ্‌রকে" বিশুদ্ধ হাদীস রূপে স্থানলাভ করিয়াছে। ইমাম তিরমিযীও এই হাদীসটি তাঁর 'জামি' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহার দোষও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আবুউমর খুলদী আর আবু-উস্‌মান মাগ্‌রেবী প্রভৃতি সুফীদের সহিত হাকিমের ঘনিষ্ঠতা সুপরিচিত।

ইমাম নববী 'মুস্‌তদ্‌রক' সম্বন্ধে ন্যায়বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হাকিম যে হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন, যদি নির্ভরযোগ্য হাদীস-বিশারদগণের কাহারও উহার বিশুদ্ধতা বা দুর্বলতা সম্বন্ধে কোন সাক্ষ্য আমরা না পাই, তাহাহইলে আমরা উক্ত হাদীসকে "হাসান" বলিয়া গণ্য করিব। অবশ্য যদি কোন হাদীসে এমন কোন দোষ ধরা পড়িয়া যায়, যাহার দরুণে সেহাদীস দুর্বল প্রমাণিত হয়, তাহাহইলে উক্ত হাদীস দুর্বল বলিয়াই গণ্য হইবে[১]।

فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا' حكمنا بانه حسن الا ان يظهر فيه علة توجب ضعفه -

ইমাম হাকিমের কোন হাদীসকে বুখারী ও মুস্‌লিম বা তাঁহাদের যেকোন একজনের শর্তমত বিশুদ্ধ বলার তাৎপর্য সম্বন্ধে নববী মন্তব্য করিয়াছেন, ইহার অর্থ বুখারী বা মুস্‌লিম অথবা উভয়ে যেসকল রেওয়ায়তকারীর সনদে তাঁহাদের গ্রন্থে হাদীস সংকলিত করিয়াছেন, ইমাম হাকিমও সেইসকল রেওয়ায়তকারীদের সনদে "মুস্‌তদ্‌রকে" হাদীস সন্নিবেশিত করিয়াছেন[২]। বুখারী ও মুস্‌লিমের হাদীসগুলির সমুদয় শর্ত "মুস্‌তদ্‌রকে"উল্লিখিত প্রত্যেক হাদীসের বেলায় প্রতিপালিত হইয়াছে, হাকিমের কথার এরূপ অর্থ প্রতিপাদন করা ভ্রমাত্মক।

المراد بقول المحققين على شرطهما او على شرط احدهما ان يكون رجاله الاسناد فى كتابيهما اوفى كتاب احدهما'

ইমাম বুখারী বা ইমাম মুস্‌লিম তাঁহাদের গ্রন্থে তাঁহাদের শর্ত উল্লেখ করেননাই আর তাঁহাদের সনদে উল্লিখিত রেওয়ায়তকারীগণের বিশ্বস্ততাই উক্ত সহীহ গ্রন্থদ্বয়ের বিশুদ্ধ ও সর্বজনমান্য হইবার একমাত্র কারণ নয়। এসম্পর্কে আমি ইন্‌শাআল্লাহ যথাস্থানে বিস্তৃত

২) তযকিরাতুল হুফফায [৩] ২৩১ পৃঃ।
৩) তদ্‌রীব ৩১ পৃঃ।

১) তক্‌রীব নববী, তদ্‌রীব ৩১ পৃঃ।
২) খণ্ডলীর মিফতাহের টীকা ৭২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আলোচনা করিব। মোটেরউপর "সহীহ-বুখারী" ও "সহীহ-মুস্‌লিম" উহাদের প্রণেতগণের জীবদ্দশাতেই তাঁহাদের উস্তায ও সমসাময়িক হাদীসশাস্ত্রবিশারদগণ কর্তৃক পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষিত হইয়াছিল আর তাঁহাদের ওফাতের পর বিগত সহস্রবৎসর কাল যাবৎ উম্মতের বিদ্বজ্জনমণ্ডলী এই দুই গ্রন্থকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করিয়া আসিতেছেন কিন্তু "মস্‌তদ্‌রকে"র পক্ষে এতদুভয়েরর কোন গৌরবই লাভকরা সম্ভবপর হয়নাই। সুতরাং উহার হাদীসগুলিকে বুখারী ও মুস্‌লিমের হাদীসের অনুরূপ বিবেচনা করা অদূরদর্শিতার পরিচায়ক।

বিশুদ্ধতাও জনপ্রিয়তার দিক দিয়া "মুস্‌তদ্‌রক" বুখারী ও মুস্‌লিমের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ের সহিত তুলনার যোগ্য নাহইলেও ইমাম নববী, হাফিয যহবী ও হাফিযুলইস্‌লাম ইব্‌নেহজর প্রভৃতির সাক্ষ্যমত উহার অর্ধেক অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ হাদীস বিশুদ্ধ ও অনুসরণযোগ্য। অতএব এই গ্রন্থখানাও অস্থলে-ইস্‌লামের এক বহুমূল্য ও বিরাট সম্পদ।

সুনানে বায়হকী ইমাম আবুবক্‌র আহমদ বিন্‌ল হুসাইন বিনে আলী বিনে মুসা খুস্‌রাওজির্দী—বায়হকী (৩৮৪—৪৫৮) নেশাপুরের অন্তর্গত বয়হক নগরের অন্তঃপাতি খুস্‌রাওজির্দ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শাফেয়ী ফিক্‌হের ইমাম, হাদীসশাস্ত্রের সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্ববিশারদ ও অনন্যসাধারণ শ্রুতিধর এবং স্বনামধন্য অস্থলী ছিলেন। ফিক্‌হশাস্ত্র আবুলফত্‌হ মোহাম্মদ নাসির উমরী মরওয়াযীর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যেসকল বিদ্বানের নিকট হইতে বায়হকী হাদীসশাস্ত্র অর্জন করেন, তন্মধ্যে ইমাম আবুলহাসান মুহাম্মদ বিন্‌ল হুসাইন আলাব্বী, আবুতাহির মুহাম্মদ যিয়াদী, ইমাম আবদুল্লাহ হাকিম, আবুআবদুররহমান সলমী, ইমাম আবুবক্‌র বিনে ফওরক, আবুআলী রুযবারী, আবুযাকারীয়া মুযাকী এবং ইমাম আসম্মের ছাত্রমণ্ডলী সুপ্রসিদ্ধ। বাগ্‌দাদ, মক্কা এবং খুরাসান, ইরাক, হিজায আর পার্বত্য-জনপদের শতাধিক হাদীসবিশারদগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি হাদীস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বায়হকীর ছাত্রবাহিনীর মধ্যে তদীয়পুত্র কাযী আবুআলী ইস্‌মাঈল, পৌত্র আবুলহাসান আবদুল্লাহ বিনে মুহাম্মদ বিনে আবিবক্‌র, ফ্রাবী, যাহির বিনে তাহির ও আবদুলজব্বার বিনে মুহাম্মদ খওয়ারী সমধিক উল্লেখযোগ্য।

ইমাম বায়হকীর যুগে খুরাসান প্রদেশে কোন উসতাযবিহীন ব্যক্তির মুহাদ্দিসের অনুমতি ব্যতিরেকে হাদীসশাস্ত্রে উচ্চবাচ্য করার উপায় ছিলনা[২]। আল্লামা আবদুলগাফির নেশাপুরের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, ইমাম বায়হকী ফিক্‌হশাস্ত্রবিশারদ, হাদীসের শ্রুতিধর ও অস্থলী ছিলেন। ধার্মিক ও বৈরাগ্য প্রিয়, স্মৃতিশক্তিতে স্বীয় যুগে অদ্বিতীয়, সমাহরণ ও সংকলনে অনন্যসাধারণ ছিলেন। ইমাম হাকিমের বিশিষ্টতম ছাত্রমণ্ডলীর অন্যতম হইলেও বিভিন্ন বিদ্যায় তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন[৩]। ঐতিহাসিক ইব্‌নেখল্লকানও তাঁহার ইতিহাসে অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। আল্লামা তাজুদ্দীন সুব্‌কী বায়হকী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, মুসলিমসমাজের অন্যতম ইমাম ও পথপ্রদর্শক আর আল্লাহর সুদৃঢ় রজ্জুধারণ করার আহ্বায়ক, গৌরবান্বিত ফকীহ, বিরাট শ্রুতিধর, বিশেষজ্ঞ অস্থলী, দুনিয়াত্যাগী, ধর্মপরায়ণ, আল্লাহর কাছে বিণয়প্রণত, শাফেয়ী মযহবের মৌলিক ও বিস্তৃতাংশের পৃষ্ঠপোষক, বিদ্যার পর্বতসমূহের অন্যতম[৪]।

الفقيه الحافظ الا صولى الدين الورع واحد زمانه فى الحفظ وفرد اقرانه فى الاتقان والضبط من كبار اصحاب الحاكم ويزيد عليه بانواع من العلوم -

এতবড় বিদ্যাধর ও শ্রুতিধর হওয়া সত্ত্বেও ইমাম নসয়ী, তিরমিযী ও ইব্‌নেমাজার সুননগুলি বায়হকীর হস্তগত হয়নাই, কিন্তু আল্লাহ তাঁহার বিদ্যায় অতুলনীয় সমৃদ্ধি দান করিয়াছিলেন, তাঁহার সংকলিত গ্রন্থগুলি ১ হাজার ফর্মারও অধিক। হাফিয যহবী তয্‌কিরায়

২) আত্‌হাফুন্নুবালা ১৯০ পৃঃ।
৩) তযকিরাতুলহুফ্‌ফায ৩১০ পৃঃ।
৪) তাবাকাতুশশফিঈয়া (৩) ৩ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইমাম বায়হকীর ১৭ খানা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যথা: আস্মাওয়াস্সিফাত ২খণ্ড, সুননেকবীর ১০ খণ্ড, সুনন-ওয়াল-আসার ৪ খণ্ড, শুআবুলঈমান ২খণ্ড, দলায়েলুন্নুবুওয়াহ ৩খণ্ড, সুননেসগীর ২খণ্ড, নস্-সুশ্‌শাফেয়ী ৩খণ্ড। এতদ্ব্যতীত যুহদ, বাআস, মু'-তাকাদ, আদাব, মদ্খল, দা'ওয়াত, তরগীব ও তরহীব মনাকিবে শাফেয়ী, মনাকিবে আহ্‌মদ ও আস্‌রা প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এক এক খণ্ডে লিখিত। হাফিয সুব্‌কী তাঁহার তাবাকাতে বায়হকীর আরও কতিপয় গ্রন্থের নাম গণনা করিয়াছেন। কোন কোন বিদ্বান মন্তব্য করিয়াছেন, ইস্‌লামের গ্রন্থকার হইতেছেন ৭ জন: দারুকুত্‌নী, হাকিম, হাফিয আবদুলগনী মিসরী, হাফিয আবুনঈম ইস্‌ফিহানী, হাফিয ইব্‌নেআবদুলবর উন্দুলুসী, বয়হকী ও হাফিয খতীব বাগ্‌দাদী। ঐতিহাসিক আবদুলগাফির বলেন, বায়হকীর মত গ্রন্থকার তাঁহার পূর্বে কেহই জন্মেননাই, তিনি হাদীস ও ফিক্‌হের মধ্যে সমন্বয়বিধান করিয়াছিলেন, হাদীসের বিচার ও দ্বিবিধ হাদীসে সামঞ্জস্য প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন[১]।

প্রকৃতপক্ষে ইমাম বায়হকী স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ও হাদীসশাস্ত্রবিশারদ হইলেও তাঁহার সমুদয় বিদ্যা ও ফিকাহত তিনি ইমাম শাফেয়ীর ফিক্‌হকে প্রতিষ্ঠাদানের কার্যে নিঃশেষিত করিয়াগিয়াছেন। ইমাম তাহাবী যেরূপ হানাফী ময্‌হবকে হাদীস ও আসারের সহিত সুসমঞ্জস করার চেষ্টায় তাঁহার "মআনীলআসার" সংকলিত করিয়াছিলেন, ইমাম বয়হকী ততোধিক শক্তি-প্রয়োগ করিয়া ইমাম শাফেয়ীর প্রত্যেকটি রেওয়ায়ত ও ফত্‌ওয়ার দলীল হাদীসের সাহায্যে প্রতিপন্ন করার সাধনায় জীবনপাত করিয়াছেন। ইমামুলহারামায়েন সত্যকথাই বলিয়াছেন ما من شافعی الا وللشافعی فی عنقه منة الا البیهقی فان له علی الشافعی منة لتصانیفه فی نصرة مذهبه واقاویله - যে, দুনিয়ায় শাফেয়ী-ময্‌হবের এমন কোন ব্যক্তি নাই, যাহার স্কন্ধে ইমাম শাফেয়ীর অনুগ্রহ নাই, এক বায়হকী ছাড়া। বায়হকীর ঘাড়ে শাফেয়ীর অনুগ্রহের পরিবর্তে ইমাম শাফেয়ীর স্কন্ধেই বায়হকীর অনুগ্রহ রহিয়াছে। কারণ তাঁহার গ্রন্থগুলি ইমাম শাফেয়ীর ময্‌হব আর উক্তির পোষকতায় তিনি রচনা করিয়াগিয়াছেন[২]।

১) তযকিরা [৩] ৩১০ পৃঃ
২) তাবাকাত [৩] ৫ পৃঃ।

ইমাম বায়হকীর সর্ববৃহৎ হাদীসগ্রন্থ হইতেছে "সুনানুল-কুবরা"—১০ খণ্ডে সমাপ্ত। শাহ আবদুল-আযীয মুহাদ্দিস দেহ্‌লভী তাঁহার 'বুস্‌তানে' বলিয়াছেন, ইহা ২শত ২ ফর্মায় বিভক্ত কিন্তু ১৩৫৬ হিজরীতে হায়দরাবাদ হইতে 'সুননে কুবরা'র যে সংস্করণ প্রকাশলাভ করিয়াছিল, ১০ খণ্ডে মুদ্রিত হইলেও উহা ৪হাজার সাত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে, সূচীপত্র ও সম্পাদকের বক্তব্য ছাড়া। শাফেয়ী ফিক্‌হে ইমাম শাফেয়ীর অন্যতম প্রধান ছাত্র ইমাম আবুইব্‌রাহীম ইস্‌মাঈল বিনে ইয়াহ্‌য়া মুযানী (১৭৫—২৬৪) তাঁহার 'মুখ্‌তসর' নামক ফিক্‌হগ্রন্থে যেভাবে অধ্যায় রচনা করিয়াছেন, 'সুননে-কুবরা'র অধ্যায়গুলিও অনুরূপ ভাবে সংকলিত হইয়াছে। ইহাতে মোট ৭২টি কিতাব আর সর্বশুদ্ধ ১৫ হাজার ২শত ষাটটি হাদীস স্থানলাভ করিয়াছে, তন্মধ্যে ৯হাজার ২শত একত্রিশটি মফ্‌'্ হাদীস, অপরাপরগুলি মুর্‌'ল, মুনকাতে, মওকুফ, মক্‌তু' আর সাহাবা ও তাবেয়ীনের আসার[১]। উধৃত হাদীসগুলির বহুলাংশ বুখারী, মুস্‌লিম ও ইমাম হাকিমের মাধ্যমে সুনন প্রভৃতি হইতে নিজস্ব সনদে ইমাম বায়হকী সংকলিত করিয়াছেন। ইমাম আহ্‌মদের মস্‌নদের পর ইহাই হাদীসশাস্ত্রের বৃহত্তম সম্পদ রূপে বর্তমান সময়ে বিদ্বানগণের হস্তে মওজুদ রহিয়াছে। নির্দিষ্ট মষ্‌হবের আওতায় সংকলিত না হইয়া যদি এই বিরাট গ্রন্থখানা বুখারী, মুস্‌লিম ও সুনন-চতুষ্টয়ের রীতি অনুসরণ করিয়া সম্পাদিত হইত, তাহাহইলে সকল-মষ্‌হবের অনুসারীদের কাছেই এই অমূল্য গ্রন্থখানা বিশেষভাবে সমাদরলাভ করিত। এরূপ নাহওয়ায় হানাফী মুহাদ্দিস কাযী আলী বিনে উস্‌মান ইব্‌নুত্‌তুরকুমানী (৬৮৩—৭৪৯)শাফেয়ী মযহবের অসারতা প্রতিপাদনকল্পে 'সুননে কুবরা'র প্রতিবাদে অগ্রসর হইয়াছেন এবং স্বীয় "জওহারুন্নকী" নামক গ্রন্থে সুননের বহু হাদীস ও আসারকে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। "জওহারুন্-নকী" স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশ করাই উত্তম ছিল, কিন্তু হায়দরাবাদের হানাফী প্রকাশকরা "সুননেকুবরা"র গৌরব ম্লান করার মত্‌লবে ইব্‌নুত্‌তুরকুমানীর গ্রন্থখানা "সুননে"র নিম্নভাগেই মুদ্রিত করিয়াছেন। 'সুননে-কুবরা'তে দোষযুক্ত ও দুর্বল হাদীস স্থানপ্রাপ্ত হইলেও বিশুদ্ধ হাদীসের পরিমাণই অধিক এবং ইমাম হাকিমের 'মুস্‌তদরক' অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য। এই গ্রন্থে এরূপ অনেক ছোটখাট প্রয়োজনীয় বিষয়ের সমাবেশ রহিয়াছে, যাহা হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থে পাওয়ার উপায় নাই।

১) 'সুননেকুবরা'র হাদীসগুলির গণনায় জনাব মওলানা মুনতাছির আহ্‌মদ রহ্‌মানী ও জনাব মওলানা আবুলকাসিম রহ্‌মানী প্রবন্ধের সংকলয়িতাকে সাহায্য করিয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

সিপাহী-জিহাদোত্তর মুসলিম রেনেসাঁর পটভূমি

১৮৫৭—১৯০৬

অধ্যাপক আশ্‌রফ ফারুকী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সর্বোপরি কথা হচ্ছে এই যে, মুসলিম সমাজ ইংরেজী শিক্ষায় এতই পশ্চাৎপদ ছিলো যে পাব্লিক সার্ভিস তাদের আওতার বাইরে পড়ে গিয়েছিলো। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে ভারতীয় পদস্থ অফিসার বড় একটা মিলতোনা। সুতরাং কি সিভিল কি মিলিটারী সমস্ত দিক থেকেই ইউরোপীয়দের মোটা মোটা বেতন, ভাতা পেনসন ইত্যাদি এদেশীয় জনগণকে নির্বাহ করতে হতো। এদেশীয় জনগণের শিক্ষিত সমাজের নিকট এর একটা প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক ছিল। তাই তাদের জন্য শাসনব্যাপারে কিছুটা পরামর্শ দেবার সুযোগ সৃষ্টি করা হলো। এরই ফলে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট [Indian council Act] বিধিবদ্ধ হল। এর দ্বারা আইন প্রণয়ন ব্যাপারে বড়লাটের পরিষদে বেসরকারী সদস্য নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করা হলো। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে পর পর আরো দুটো ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট বিধিবদ্ধ হয়। এই এক্টগুলো সম্পর্কে জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তির উদ্ধৃতি দেওয়াই যথেষ্ট। তাঁর মতে এই সকল আইনের পেছনে সরকারের গণসংযোগ স্থাপণের উদ্দেশ্যই ছিল প্রধান।

Their one underlying purpose was not freedom Broadeningdown from Precedent to Precedent; but only the increasing association of Indians with their masters who felt that such an expedient might well serve to 'grease the relations betwin the two. যাহোক ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া 'ভারত সম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণ করেন। এই ঘোষণায় ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহ বৃটিশের অধীন রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হলো। দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতি সিপাহীবিপ্লবের পরবর্তী রাণীর ঘোষণার মর্যাদা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার আর প্রয়োজন ছিলোনা। কেননা বৃটিশ-শক্তি তখন সিপাহীবিপ্লবোত্তর সমস্ত বিশৃঙ্খলতা কাটিয়ে উঠেছিলো।

যাহোক ভারতবাসীর রাজনীতিক অধিকার লাভের আকাঙ্খার প্রতি বড়লাট লর্ড রিপনের বেশ সহানুভূতি ছিলো। তাঁর আমলে বাংলা প্রদেশে স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসন প্রসারলাভ করে। ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে বংগীয় মিউনিসিপ্যাল আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের দ্বারা মিউনিসিপ্যালিটিতে করদাতাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। কয়েকটি মিউনিসিপ্যালিটিতে বেসরকারী সভাপতি নির্ব্বাচনের অধিকার প্রদত্ত হয়। রিপন প্রত্যেক জেলায় জেলাবোর্ড এবং মহকুমায় লোকালবোর্ড স্থাপন করেন। ভারতবাসীর এই রাজনীতিক অধিকার লাভ বলতে আসলে বুঝায় এদেশীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের রাজনীতিক অধিকার। দূরদর্শী সৈয়দ আহমদ খান একথা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র মনোনয়নের দাবী তোলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত সৈয়দ আহমদ এই ব্যাপারে সাফল্যও লাভ করেন। এই উপলক্ষে সৈয়দ আহমদ যে বক্তৃতা করেন তা পরবর্তী রাজনৈতিক গতির ধারা বুঝতে আমাদের সহায়ক হবে বলে আমরা তার কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন বোধ করছি। সৈয়দ আহমদ বলেন :—The system of representation by election means the representation of the views and interests of the majority of population and in countries where the population is composed of

www.ahlehadeethbd.org

Contents

one race and one creed, it is, no doubt, the best system that can be abopted. But, my lord, in a Country like India, where class distrinction still flourish, where there is no fusion of the various races, where riligious distinction are still violent, where education in its modern sense has not made an equal or proportionate progress among all the sections of the population. I am convinced that the introduction of the principle of election, pure and simple, for repnesentation of vorious interetes on the local boards and district councils would be attended with evils of greater significance than purely economic connsiderations. Solong as the differences of race and creed, and the distinctions of caste form an important element, in the socio-political life of India, and influence her inhabitants in matters connected with administration and welfare of the country at large, the system of election cannot be safely adopted. The lorger community would totally overide the intrests of the smaller comnunity, and ihe ignorant public would hold government responsible for introducing measures which might make the differences of race and creed more voilant then ever.

সৈয়দ আহমদের উল্লিখিত বক্তৃতার মধ্য দিয়ে আমরা পরবর্তী পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তণের দাবীর বীজ উপ্ত অবস্থায় পাচ্ছি। পরবর্তী ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অনুসৃত নীতির বিরোধিতায় সৈয়দ আহমদ মুসলমানদেরকে যে ধরণের রাজনীতি গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালেন তাই পরবর্তীকালে দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করেছে।

ভারতীয় কংগ্রেস ও সৈয়দ আহমদখান

সিপাহী জিহাদের পর থেকে বৃটিশ এদেশীয় অধিবাসীদের মধ্যে রাজনীতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভংগিতে যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে, তাকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার শুরু করে। বৃটিশের এই পলিসি Divide and Rule, নামে পরিচিত। তবে হিন্দু-মুসলমানকে বৃটিশ শক্তি পৃথক করেনি। পার্থক্য তাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই ছিল। ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাস থেকেই তা সুস্পষ্ট। বৃটিশ প্রথমে হিন্দুসমাজকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করতে থাকে এবং তাদের সহযোগিতায় মুসলমানদেরকে দমিয়ে রাখবার ব্যবস্থ করতে চায়। এই বৃটিশ নীতি বহু সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের গোপনীয় চিঠিপত্রাদি থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। প্রসংগতঃ সিপাহীজিহাদের কেবলি পরবর্তী সময়ে লিখা মুরাদাবাদের বৃটিশ সেনাপতি লেফটানাণ্ট কর্ণেল জন কোকের চিঠির উল্লেখ করা যেতেপারে। তিনি বলেন :

"Our endeavour should be to uphold in full force the separation which exists betwen the different religions and races, not to endeavour to amalgamate them.Divide et impera should be the principle of Indian Government. বোম্বের গভর্ণর লর্ড এলফিন্‌স্টোন এর সমর্থনে ১৮৫৯ সালের ১৪ই তারিখে লিখেন যে Divide et impera was the old Roman motto and it should be ours.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডফরিন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। তিনি এই নীতিকে সাফল্যের সংগে পরীক্ষা করবার জন্য কাজে লেগে যান। তিনি Allon Octovian Hume নামক এক বৃটিশ সিভিলিয়ানকে এই সাধুকার্যে নিয়োজিত করলেন। ভারতীয় সরকারের সংগে হিন্দু সমাজের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করবার জন্যে হিউমের পৃষ্টপোষকতায় "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন হলো, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে বোম্বেতে এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো। বৃটিশ শাসন যে ভারতের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ তা পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করে কংগ্রেস বৃটিশের নিকট থেকে হিন্দু সমাজের জন্য অধিকতর রাজনীতিক অধিকার পাবার চেষ্টা করতে থাকে। প্রথম অধিবেশনের সভাপতি উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি তাঁর ভাষণে বলেন—Much has been done by Great Britain for the benefit of India, and the whole country was truly grateful to her for it. She had given them order, she had given them railways and above all she had given them the inestimable blessing of western eduction কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি দাদাভাই নৌরোজী বলেন: It is under the civilizing rule of Queen and people of England that we meet here together, hindered by none, and are freely allowed to speak our minds without the least fear and without the least hasitation suce a thing is possible under British rule and British rule only, এটুকু বলেই নৌরোজী ক্ষান্ত হননি। কংগ্রেস সভাপতি বললেন: Then I put the question plainly: Is this congress a nursery for sedition and rebellion against the British Government? (voices of "No, No") or is it another stone in the foundation of the stability of Government? (Cries of "Yes, Yes")

এইভাবে বৃটিশ পৃষ্টপোষকতায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ভিত্তিপ্রস্তর দৃঢ়ীকৃত করবার সুমহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ভারতীয় কংগ্রেসের জন্ম হলো।

কংগ্রেস সুচতুরভাবে ভারতীয় হিন্দু সমাজের স্বার্থ ও দাবী দাওয়া আদায় করতে শুরু করলো। কংগ্রেস ভারতের জন্য প্রতিনিধিমূলক সরকারের সম্প্রসারণ এবং সরকারী চাকুরীতে সরাসরি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মারফৎ ব্যাপক ভারতীয় লোকের নিযুক্তি দাবী করলো। একটু খানি চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, কংগ্রেস মুসলিম স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি। কেননা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে যে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার কায়েম হবে, তাহবে আসলে হিন্দুরাজ'। অন্যদিকে সরকারী চাকুরীতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মারফৎ যে নিযুক্তি হবে তাতে হিন্দুদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। কেননা মুসলমানরা তখনো ইংরাজী শিক্ষার ক খ পর্যন্ত শিখে উঠেনি।

সৈয়দ আহমদ খান প্রবলভাবে কংগ্রেস নীতির বিরোধিতা করলেন এবং তিনি মুসলমানদেরকে কংগ্রেসে যোগদান করতে নিষেধ করলেন। হিন্দু কংগ্রেস বোম্বের মুসলিম-নেতা বদরুদ্দিম তায়েবজী এবং রহমতুল্লাহ এম, সায়ানীকে সম্মুখে রেখে মুসলিম সমাজকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু উত্তর ভারতের মুসলমানদের মধ্যে তাদের কিছুমাত্র প্রভাব ছিলোনা। অপর পক্ষে ভারতীয় মুসলিম সমাজে সৈয়দ আহমদ খানের প্রভাব ছিল অপরিসীম। তিনি কংগ্রেসের বিরোধিতার জন্য "মুশ্‌তারেকা জামাতে মুহব্বানে হিন্দ" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোললেন। এছাড়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস যখন কলকাতায় চতুর্থ অধিবেশন আহ্বান করেন, তখন তিনি একই শহরে 'মুসলিম শিক্ষা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন। এর উদ্দেশ্য ছিলো মুসলিম সমাজের দৃষ্টিকে কংগ্রেসের অধিবেশন থেকে ফিরিয়ে আনা। সৈয়দ আহমদ এতে সাফল্য অর্জন করেন। পাক-ভারতের বহুস্থানে মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলিম সমাজকে শিক্ষা এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার জন্যে আহ্বান জানাতে থাকেন। সৈয়দ আহমদের ব্যাপক চেষ্টার ফলে মুসলিম জাতির মধ্যে রাজনীতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ পুরোপুরিভাবে রূপ পরিগ্রহ করে। কংগ্রেসের বিরোধিতায় তিনি বলতেন:

"The proposals of the Congress are exceedingly expedient for a country which is inhabited by two different nations. Now suppose that all English were to leave India, then who will be the rulers of India. It is possible that under these circumstances two nations —the mohammadan and Hindu— could sit on the same throne and remain equal in power. Most certainly not".

উল্লিখিত উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে আমরা স্পষ্টতঃই দ্বিজাতিতত্ত্বের উপলব্ধির পরিচয় পাচ্ছি। তমদ্দুনিক, শিক্ষাগত এবং রাজনীতিক যেকোন দিক থেকেই দেখিনে কেন মুসলিম পুনর্গঠন অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠতম নায়ক হিসেবে সৈয়দ আহমদের অবদান পাক ভারতীয় মুসলিম জাতির হৃদয়ে চিরকাল জাগরুক থাকবে। অপর কথায় সৈয়দ আহমদকে পাকিস্তানের অন্যতম জনক বললে অত্যুক্তি হয় না। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ শাহাদৎ বরণ করেন।

ইসলামী রেনেসাঁ ও আমীর আলী

মুসলিম রেনেসাঁর পটভূমিতে 'স্পিরিট অব ইসলাম' এবং 'হিষ্ট্রি অব দি সেরাসিন্স' এর লেখক জাষ্টিস আমীর আলীর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সৈয়দ আহমদ ছিলেন মূলতঃ কর্মবীর, তাই শিক্ষা সংগঠনের মারফৎ তিনি জাতির জন্যে জাগরণের সাড়া যুগিয়েছেন। আমীর আলী ছিলেন মূলতঃ চিন্তাবীর, তাই মৌলিকগ্রন্থ প্রকাশনার মারফৎ তিনি জাতির চিন্তাজগতে বিপ্লব সাধন কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সৈয়দ আহমদ মনে করতেন ইসলাম প্রগতির বিরোধী নয়, আমীর আলী দেখিয়েছেন ইসলামই প্রগতির উদ্‌গাতা।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে আমীর আলীর *Spirit of Islam* প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের মারফৎ তিনি বিশ্ব নবী হযরত মুহম্মদের (দঃ) চারিত্রিক মাধুর্য ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচয় বিশ্ববাসীর চোখের সামনে তুলে ধরেন। দ্বিতীয় খণ্ডের মারফৎ বিশ্ব নবীর সর্বজনীন শিক্ষা ও সুমহান আদর্শের পরিচয় প্রাচ্যের শিথিল-বিশ্বাস মুসলিম সমাজ এবং প্রতীচ্যের ইসলাম অনভিজ্ঞ খৃষ্টীয় সমাজের নিকট অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তি সহকারে উপস্থিত করেন। স্পিরিট অব ইসলাম পাক-ভারতের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলিম সমাজের যে ব্যাপক আদর্শ-সচেতনতার জন্ম দেয় তার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়াতেই পরবর্তী 'স্বাধীন ভারতের স্বাধীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠে। তাই 'স্পিরিট অব ইসলাম'কে পাকিস্তান আন্দোলনের একটি সুদৃঢ় ভিত্তিপ্রস্তর বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয়না। ইসলামের সর্বজনীন ধর্মীয় মতবাদ, ইসলামের মহান যুদ্ধ-নীতি, পরমত সহিষ্ণুতা, দাসপ্রথার বিলোপ, সাধন-প্রচেষ্টা, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, ব্যাপক গণশিক্ষার সম্প্রসারণ-নীতি, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের প্রয়োগ এবং সর্বোপরি ইসলামী গণতন্ত্রের সার্বিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাপক ও সামগ্রিক আলোচনা দ্বারা আমীর আলী প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, ইসলাম প্রগতির ধর্ম, শান্তির ধর্ম ও মানবতার ধর্ম।

'স্পিরিট অব ইসলাম' গ্রন্থে আমির আলী ইসলামের মতবাদ গত দিকটি আলোচনা করেছেন আর *History of the saracenes* গ্রন্থের মারফৎ তিনি দেখিয়েছেন যে, ইসলাম গ্রহণকারী আরবজাতি কিভাবে বিশ্বের প্রগতি, শিক্ষা ও তমদ্দুনকে সমুন্নত করবার জন্যে সাধনা করে গিয়েছেন। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

জন্মনিরোধ

যুক্তি ও ধর্মের দৃষ্টিতে

গা-যোরির কথা বলা হইতেছেনা, কারণ গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভাল, গাযোরি নীতি আমরা বিশ্বাস করিনা।

জন্মনিরোধের স্বপক্ষে *Thomas Robert Malthus* (1766—1834) হইতে আরম্ভ করিয়া আজপর্যন্ত যেসকল যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হইয়াছে, সেগুলির সারসার আর নির্যাস এইযে, "বসুমতীর ক্রোড়ে তাহার সন্তানবর্গের সংখ্যা যেরূপ দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে মা বসুন্ধরার কোলে স্থানাভাব আর অপরদিকে তাঁহার বুকে খাদ্যাভাব এইদ্বিবিধ ভয়াবহ সংকট দেখা দিয়াছে। পৃথিবীকে বাঁচাইতে আর মানবজাতিকে বাঁচিতে হইলে যেমন করিয়াই হউক মনুষ্যজাতির বংশধরদের জন্মহার কমাইয়া ফেলিতে হইবে। আর জন্মের হার কমাইতে হইলে নরনারীর যৌনসম্ভোগের এরূপ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিতে হইবে যাহাতে "সাপও মরে আর লাঠিও না ভাঙ্গে"—অর্থাৎ নরনারী অবাধে তাহাদের যৌনক্ষুধা মিটাইতে থাকিবে, আত্মসম্বরণ আর প্রবৃত্তিদমনের কোনই প্রয়োজন হইবেনা অথচ যৌনসম্ভোগের পরিণতি স্বরূপ কালসাপগুলির দৌরাত্মেরও আশংকা রহিবেনা।"

বক্ষ্যমান নিবন্ধে প্রথমে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভংগী লইয়া অন্তঃপর ধর্মীয় দৃষ্টির সাহায্যে উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের বিচার করা হইবে।

গোটা পৃথিবীর পরিমাণফল ন্যূনাধিক ১৯ কোটি ৬৮ লক্ষ ৩৬ হাজার বর্গমাইল। ইহার মধ্যে স্থলভাগের পরিমাণ ৫ কোটি ৫৭ লক্ষ ৮৬ হাজার বর্গমাইল। এক্ষণে পৃথিবীর অধিবাসীদের সংখ্যা সম্বন্ধেও একটা মোটামুটি ধারণা থাকা উচিত। বিশেষজ্ঞরা বলিয়া থাকেন, যীশুখৃস্টের জন্মের ৮ হাজার বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে মোট ১০ কোটি মাত্র আদম-সন্তান বসবাস করিত অর্থাৎ বর্তমানে শুধু পাকিস্তান-রাষ্ট্রে যতগুলি লোকের বাস, তখন নিখিল বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ছিল সেই পরিমাণ! এই জনসংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে ৯ হাজার ৯ শত চল্লিশ বৎসরে অর্থাৎ বিগত ১৯৪০ সনে ২শত বিশ কোটিতে দাঁড়ায় আর এখন ১৯৫৮ সনে এই সংখ্যা ৩ শত কোটিতে উন্নীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বিশেষজ্ঞদের প্রদত্ত হিসাব সঠিক হইলে বর্তমানে পৃথিবীর স্থলভাগের প্রতিবর্গমাইলে মাত্র ৪৮ জন করিয়া মানব সন্তান বসবাস করিতেছে। বিশেষজ্ঞরা আশংকা করিতেছেন, জনসংখ্যা এইভাবে বাড়িয়া চলিলে আগামী ১ শত বৎসর পর দুনিয়ার অধিবাসীদের সংখ্যা হইবে ১৩ শত কোটি। তাঁহারা ইহাকে পৃথিবীর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জক মনে করিতেছেন!

কিন্তু বিশেষজ্ঞদের এ আশংকা সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ তাঁহারা যে হিসাব দেখাইতেছেন, তদনুসারেই পৃথিবীর প্রতি ৭ বর্গফিট ভূমিতে এক এক জন করিয়া লোক দাঁড় করাইলে পৃথিবীর সমুদয় মানুষ মাত্র সাড়ে চার শত বর্গমাইল মাটিতে সংকুলিত হইয়া যাইবে। অথচ পৃথিবীর স্থলভাগের পরিমাণ ফল সাড়ে পাঁচকোটি বর্গমাইলেরও অধিক অর্থাৎ গোটা পৃথিবীর লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র মাটিতে মানুষ অবস্থান করিবে—যদি প্রতি ৭ বর্গফিটে এক এক জন করিয়া দাঁড়ায়। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধিলাভ করার ফলে জননী বসুন্ধরার কোলে মানব মানবীর স্থান সংকুলিত হইবেনা, বিশেষজ্ঞদের হিসাবসূত্রেই তাহার অলীকতা সন্দেহাতীত ভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে একথাও বুঝিতে পারাযায় যে, জনসংখ্যার বিপুলতা কোন দেশের পক্ষে কোন দিক দিয়াই সংকটের কারণ নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ চীনের কথাই ধরা হউক। সমস্ত পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ অধিবাসী প্রাচ্যের এই ভূখণ্ডে বাস করে, অথচ জনসংখ্যার প্রাচুর্য নিবন্ধন তাহারা কোন অসুবিধা ভোগ করেনা, তাহাদের কেহই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়না। মহাচীনের সকলেই কৃষিজাত উৎপন্নের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, বহির্দেশ হইতে একটি দানাও তাহারা আমদানি করেনা। কিছু-দিন পূর্বে কোন যৌনবিজ্ঞানীর কথায় বিভ্রান্ত হইয়া "লালচীন" জন্মনিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, তাহারা এই নীতি বর্জন করিয়াছে। "লালচীনে"র নেতারা বলিয়াছেন, আমরা শস্যের উৎপাদন ব্যবস্থা পুরাপুরি কার্যকরী করিতে পারিলে আরও ষাটকোটি লোকের পেটভর্তি করিতে পারিব।

পাক-ভারত উপমহাদেশের জনসংখ্যাও পৃথিবীর সমগ্র অধিবাসীর পঞ্চমাংশ। অথচ কিছুকাল পূর্বেও পাক-ভারত হইতে খাদ্যশস্য বিদেশে রফ্‌তানি হইত। বর্তমান সময়ে এই উপমহাদেশের খাদ্যশস্য সম্পর্কে আত্ম-নির্ভরশীল না হওয়ার কারণ খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বণ্টনের অব্যবস্থা, জনসংখ্যার প্রাচুর্য খাদ্যসংকটের কারণ নয়।

ইউরোপের যেসকল দেশ ঘনবসতীপূর্ণ, সেসকল অঞ্চলেও জনসংখ্যার প্রাচুর্যজনিত অসুবিধার কথা শুনা যায়না। এমতাবস্থায় জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে ভয় করার পিছনে কোন সঙ্গত যুক্তি থাকিতে পারেনা।

আর যেসকল দেশের অধিবাসীরা অলস ও শ্রমবিমুখ, অথবা যেসব রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা অনভিজ্ঞ আনাড়ীদের হাতে রহিয়াছে, সেসকল দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করার যথোচিত উপায় অবলম্বন করিলে জনসংখ্যার বাড়্‌তি অকল্যাণের পরিবর্তে মঙ্গলজনক ও উন্নতির সহায়ক হইতেপারে।

সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে, বর্ত-মান যুগে মানুষের আয়ুর গড় হাজার বৎসর আগেকার মত আর নাই। মানুষের খাদ্যের পরিমাণ একশত বৎ-সর পূর্বে যাহা ছিল, তাহাও বর্তমানে অনেক কমিয়া গিয়াছে। আয়ুর গড়ের অবস্থা এই যে, পৃথিবীর অধিবাসীর শতকরা ৫৭ জন মাত্র যুবক, বর্তমানে মানুষ শতকরা ৭ জনও ষাট বৎসর বয়স লাভ করিতে পারেনা। অবশিষ্ট শতকরা ৩৬ জন শিশু। পাক-ভারতে ১৯ বৎ-সর বয়স্ক নবযুবকদের সংখ্যা শতকরা ৪৯ জন, ৫০ বৎ-সরের যুবক বা প্রৌঢ়দের সংখ্যা শতকরা ৪৭ জন আর ৬৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক যারা, তাহাদের সংখ্যা শত-করা ৪জন মাত্র! পাকিস্তানে পুরুষদের বয়সের গড় ২৬ বৎসর আর নারীদের ২৮ বৎসর। পৃথিবীর মধ্যে শুধু অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাপার এ বিষয়ে অন্যরূপ, সেখানে পুরুষের বয়সের গড় ৬৩ আর নারীদের ৬৭। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা খাদ্যশস্যের জন্য বিদেশের দ্বারস্থ হয়না।

পৃথিবীর জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান অবস্থার জন্য যাহারা শংকা বোধ করিতেছেন, তাঁহারা পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা কমাইবার জন্য নানারূপ ফন্দিফিকির আঁটিতেছেন। স্বয়ং পাকিস্তানেও এই উদ্দেশ্যে জন্মনিরোধের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। অবৈধসন্তানদের লালন-পালনের সু-ব্যবস্থার জন্য শিশুসদনের পাশাপাশি বৈধসন্তানদের জন্মনিরোধকল্পে প্রেক্ষামন্দির নির্মিত হইয়াছে। এই দুই পরস্পরবিরোধী পরিকল্পনার সামঞ্জস্য কোথায়, সে-প্রশ্নে অবতীর্ণ না হইয়াও জন্মনিরোধের মত অস্বাভাবিক ব্যবস্থা অবলম্বন করার পিছনে বাসী পাশ্চাত্য-সভ্যতার চর্বিতচর্বণ ছাড়া কি যুক্তি নিহিত রহিয়াছে, জন্মনিরোধের উকীলরা আজপর্যন্ত তাহা আমাদের বুঝাইতে পারিতেছেননা।

১৮৭৬ সনে যেস্থানে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ডের জন্মহার ছিল যথা-ক্রমে হাজার করা ৩৬০৩, ২৬০২, ৪০০৯, ৩০০৮, ৩০০০, সেস্থলে জন্মনিরোধ আন্দোলনের ফলে মাত্র অর্ধশতাব্দীর মধ্যে অর্থাৎ ১৯২৬ সনে এই জন্মহার কমিয়া যথাক্রমে দাঁড়াইয়াছিল ১৭০৮, ২০০৭, ১৬০৯ ও ১৪০২। ফ্রান্সের মার্শাল পিতান ১৯৪০ সনের ঐতিহাসিক পরা-জয়ের পর স্বয়ং স্বীকার করিয়াছিলেন আর দুনিয়ার চক্ষু-ষ্মান ব্যক্তিরাও তাঁহার স্বীকৃতিতে সায় দিয়াছিলেন যে, ফরাসীর পরাভবের অন্যতমপ্রধান কারণ ছিল, তার জন্মহারের ঘাটতি। পৃথিবীর প্রধান শক্তিপুঞ্জের অন্যতম ফ্রান্স যেকারণে তার মর্যাদা হারাইয়াছে, চাক্ষুষভাবে তাহা প্রত্যক্ষ করার পরও যাহারা আজও জন্মনিরোধের ওকালতি করিতে চান, তাঁহাদের উদ্দেশ্যের প্রশংসা করা যায়না। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বিখ্যাত অর্থনীতি-

www.ahlehadeethbd.org

বিশারদ Malthus জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিরোধকল্পে জন্মনিরোধ আন্দোলনের স্বপক্ষে *An Essay on Population as it effects the future Imprvement of society* শীর্ষক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি ক্ষুদ্র পরিবার গঠনের পরামর্শ দেন আর যৌবনে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া অধিক বয়সে বিবাহ করিতে বলেন। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষভাগে **Neo-Malthus** আন্দোলনের প্রবর্তকরা যৌবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিয়াও নিয়ন্ত্রণপদ্ধতির সাহায্যে সম্ভোগের পরিণামকে বাধা দেওয়ার পরামর্শ পরিবেশন করেন। যৌন সাহিত্যের সাহায্যে তাঁহারা প্রচার করিলেন, অন্নসংস্থান, সুখস্বাচ্ছন্দলাভ আর দৈহিক কামনার তৃপ্তিসাধন মানুষের জীবনের বৃহত্তম দাবী। সমাজ ও রাষ্ট্র প্রথম দুইটি দাবী মিটাইতে উৎসাহ দান করিলেও ৩য় দাবীর বেলায় উহার কণ্ঠ রোধ করিয়া থাকে। তাঁহারা বলিলেন, সমাজ ও রাষ্ট্রের এই ব্যবস্থা অস্বাভাবিক ও অন্যায়।

ফলকথা, জন্মনিরোধ আন্দোলনের পটভূমিকায় যেসকল দার্শনিকতা বিরাজ করিতেছে তাহার ফলে উহা চরম লাম্পট্যের অমোঘ অস্ত্রে পরিণত হইতেছে মাত্র। অর্থনৈতিক ও জাতীয় কল্যাণের যেসব যোরদার বুলি ইহার সমর্থনে আওড়ান হইয়া থাকে, আজপর্যন্ত তাহার একটিও কামইয়াব হয়নাই। প্রগতিশীল রাষ্ট্র জন্মনিরোধের পরিবর্তে জন্মবৃদ্ধির ব্যবস্থাই অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে।

সোবিয়েত ইউনিয়নে পিতৃত্বের প্রশ্ন অবান্তর হইলেও সেখানে সন্তান জন্মদানের ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেওয়া হইয়া থাকে। প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর মাসিক ২শত চল্লিশ রুবল ভাতা দেওয়া হয়। সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে ভাতার পরিমাণও বাড়িয়া চলে। দশম সন্তান জন্মের পর মাসিক ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৬ শত পঞ্চাশ রুবল পর্যন্ত উঠে, পুরস্কার আর মেডেল অধিকন্তু!

ইস্লামি জীবনবিধিও জন্মনিরোধের সমর্থক নয়। প্রাথমিক যুগে কোন কোন সাহাবা যৌনসম্ভোগের সময়ে যোনির বাহিরে রেতস্খলন করিতেন বলিয়া আধুনিক সংস্কারপন্থীদলের কেহ কেহ এই ব্যাপারটিকে জন্মনিরোধের বৈধতার শাস্ত্রীয় প্রমাণ রূপে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ইহা অবগত নহেন যে, সাহাবাগণের ব্যক্তিগত কার্যকলাপ রসূলুল্লাহর [দঃ] নির্দেশ বা সাহাবাগণের ইজ্‌মা ব্যতিরেকে শাস্ত্রীয় প্রমাণের মর্যাদা লাভ করার যোগ্য হয়না। যেসকল সাহাবা এই কার্য (আয্‌ল) করিতেন, তাঁহাদের এ'আচরণ রসূলুল্লাহর (দঃ) বিদিত ছিল কিনা, প্রথমতঃ তাহাই সন্দেহজনক। ইমাম বুখারী ও মুস্‌লিম হযরত আবুসঈদ খুদ্‌রীর বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, মুস্‌তলকের যুদ্ধে কতিপয় সুন্দরী সৈন্যদলের হস্তে ধৃতা হয়, আমরা তাহাদের সহিত "আয্‌ল" করিতাম। অতঃপর আমরা এ-সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, তোমরা কি এই কর্মকর? তোমরা কি এই কর্মকর? তোমরা কি এই কর্মকর[১]?

• قال اصبنا سبايا' فكنا نعزل' ثم سالنا رسول الله صلى الله وسلم عن ذلك' فقال لنا : وانكم لتفعلون ؟ وانكم لتفعلون ؟ وانكم لتفعلون ؟

হাফিযুলইস্‌লাম ইব্‌নেহজর লিখিয়াছেন, রসূলুল্লাহর (দঃ) এই পাল্টা জিজ্ঞাসা দ্বারা বুঝাযায় যে, যাহারা উল্লিখিত পদ্ধতিতে যৌনসম্ভোগ করিত, তাহাদের সে আচরণ সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ (দঃ) অবগত ছিলেননা[২]।

هذا الاستفهام يشعر بانه صلى الله عليه وسلم ما كان اطلع على فعلهم ذلك ـ

এক্ষণে দেখা যাক, যেসকল সাহাবা "আয্‌ল" করিতেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি ছিল আর এসম্পর্কে রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদিগকে কি নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন? ইমাম মুস্‌লিম উক্ত আবুসঈদ খুদ্‌রীরই বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহর (দঃ) কাছে "আয্‌ল" সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ায় তিনি বলিলেন, তোমরা কেন এরূপ কর? লোকেরা বলিল, কোন পুরুষের স্ত্রী আছে, তার বাচ্চা উক্ত স্ত্রীর স্তন্য পান করিতেছে অথচ পুরুষটি তার স্ত্রীর সহিত যৌনসম্ভোগ

فقال وما ذاكم ؟ قالوا الرجل تكون له المراة' ترضع' فيصيب منها ويكره ان تحمل منه' والرجل تكون له الامة فيصيب منها ويكره ان تحمل منه ـ

১) সহীহ মুস্‌লিম, নববী সহ (১) ৪৬৪ পৃঃ।
২) ফতহুলবারী (৯) ২৪৬ পৃঃ।

Contents

করিতে চায় কিন্তু বাচ্চাকে স্তন্যদানের সময় তাহার স্ত্রী পুনরায় গর্ভবতী হয়, ইহা তার ইচ্ছা নয়। অথবা একজন লোকের ক্রীতদাসী রহিয়াছে, সে তাহার সহিত সঙ্গম করিতে চায়, কিন্তু দাসী গর্ভবতী হউক ইহা সে ইচ্ছা করেনা[৩]। ইমাম আহমদ ও মুস্লিম প্রভৃতি হযরত উসামা বিনে যয়েদের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ) কে ববিল, আমি স্ত্রী-সম্ভোগের সময়ে "আয্ল" করিয়া থাকি। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি একার্য কি জন্য কর? লোকটি বলিল, আমি আমার স্ত্রীর সন্তানের পক্ষে ক্ষতির আশংকা পোষণ করি বলিয়া। হযরত (দঃ) বলিলেন স্তন্যদান কালে যৌন-সম্ভোগ ক্ষতির কারণ হইলে ইহা রোমক আর পারসীক-দের পক্ষেও ক্ষতিকারক হইত[৪]।

ان رجــلا جاء الى رسول الله صلــے الله علـيه وسلم' فقال انى اعزل عن امرأتى' فـقال لـــه رسول الله صلــے الله علـيه وسلم : لم تفعل ذلـك ؟ فـقال الـرجل اشـفـق عـلى ولـدها او على اولادها' فـقال رسول الله صلـے عـلـيـه وسلم لـــوكان ذلـك ضارا ضر فارس والروم -

মোল্লা আলী কারী হানাফী উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, অর্থাৎ আমার স্ত্রী যে সন্তানকে স্তন্যপান করাইতেছে, সহবাস দ্বারা তাহার ক্ষতি হইবে বলিয়া আমি আশংকাবোধ করি। কেহ কেহ ইহাও বলিয়াছেন, ভয় করার তাৎপর্য এই যে, যদি আমি যোনির বাহিরে শুক্রস্খালন না করি, তাহাহইলে পুনঃ গর্ভাবস্থায় তাহার মাতার দুগ্ধ সন্তানের পক্ষে হানিকর হইবে[৫]।

اى اخاف على ولدها الذى ترضـعـه لما ان الجـمـاع يـضره وقـيـل اى اخاف ان لـم اعزل عنها لحملت وحـيـنـئـذ يضر الولـد الارضاع فى الحمل -

যুদ্ধে লব্ধ ক্রীতদাসীদের সহিত "আয্ল" করার কথা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও ইহার তাৎপর্য এই যে, কোন ক্রীতদাসীর সহিত যৌনসম্ভোগ করার ফলে সে যদি সন্তানের মা হইয়া যায়, তাহাহইলে তাহার ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ হইবে আর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে ক্রীত-

৩) সহীহ মুস্লিম (১) ৪৬৪ পৃঃ।

৪) ঐ ঐ ৪৬৬ পৃঃ।

৫) মিরকাত (৩) ৪৪১ পৃঃ।

দাসীর গর্ভে যাহারা জন্মিবে, তাহাদিগকেও ক্রীতদাস গণ্য করিতে হইবে। যাহারা দাসীদের সহিত "আয্ল" করিত, তাহারা তাহাদের ঔরসজাত সন্তানদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করিতে চাহিতনা অথবা তাহাদের দাসীদিগকে হস্তান্তরিত করিতে চাহিত বলিয়াই এই কার্য করিত। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, এ ভয়ে কেহই স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের বাহিরে শুক্রক্ষয় করিতনা।

ফলকথা, "আয্লের" উদ্দেশ্য "জন্মনিরোধ" ছিলনা। সন্তান সম্ভাবনাকে অবরুদ্ধ করার পরিবর্তে সন্তান রক্ষাই ছিল সাহাবাগণের যুগে 'আয্লে'র প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু তথাপি রসূলুল্লাহ [দঃ] তাঁহাদের এই উদ্দেশ্যকে উৎসাহিত করেননাই। বুখারী ও মুসলিম হযরত আবু-সঈদের বাচনিক 'আয্ল' সম্বন্ধে রসূলুল্লাহর [দঃ] নির্দেশ বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি لاعليــكم الا تـفـعلوا ! বলিয়াছিলেন, যদি তোমরা "আয্ল" না কর, তাহাতে ক্ষতি কি? বুখারীর রেওয়ায়তে "লার" পরিবর্তে "মা" বর্ণিত হইয়াছে[১]। আর আমি তদনুসারেই অনুবাদ করিয়াছি। নতুবা 'লা-আলায়কুম' বাক্যের তাৎপর্য সম্বন্ধে ইমাম ইব্নেসীরীন বলিয়াছেন, ইহা নিষিদ্ধতার কাছাকাছি। ইমাম হাসান-বস্‌রী বলেন, আল্লাহর শপথ। لاعليكم اقرب الى الـنـهى والله لـكان هـذا زجرا ! রসূলুল্লাহ [দঃ] এই উক্তিদ্বারা "আয্লে"র জন্য ধমকানি দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়[২]। হাফিয ইব্নেহয্ম লিখিয়াছেন, এই হাদীসটি هـذا الخبـــر الى النهى اقرب "আয্লে"র বৈধতা অপেক্ষা উহার নিষিদ্ধতার অধিকতর সহায়ক[৩]। ইমাম কুর্তবী বলিয়াছেন, ইঁহারা "লা"র তাৎপর্য "নিষেধ" গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব হাদীসের অর্থ হইল, لاتعـــز لوا وعليكم ان لاتفعلوا - وعلـيكم تاكيد للنهى ! তোমরা "আয্ল" করিওনা, সাবধান, এ-কার্য করিওনা! "ওয়া-আলাইকুম" বলিয়া নিষেধের উপর যোর দেওয়া হইয়াছে। (অসমাপ্ত)

১) সহীহ মুসলিম [১] ৪৬৪—৪৬৫ পৃঃ; সহীহ বুখারী, ইত্‌ক, মাগাযী ও তওহীদ দ্রষ্টব্য।

২) ফত্‌হুলবারী [৯] ২৪৭ পৃঃ।

৩) মুহাল্লা [১০] ৭১ পৃঃ।

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভারতীয় মুসলমানগণের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অবিচার

(১০)

মূল—স্যর-উইলিয়ম হাণ্টার

অনুবাদ—মওলানা আহ্‌মদ আলী
মেছাঘোনা, খুলনা।

যেসমস্ত স্থানের অধিবাসীবৃন্দ নূতন শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল অথবা যেসমস্ত স্থানের লোকদের উহার ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা ছিলনা, লর্ড হার্ডিঞ্জ সেই সমস্ত স্থান নির্বাচন পূর্ব্বক সরকারী উদ্যমে নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে আমার এলাকাধীনে ৩৮ টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেই সকল স্কুলের জন্য গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক ১১০০ এক হাজার এক শত টাকা পর্য্যন্ত খরচ বহন করিতে হইয়াছে। উহা ছাড়া ছাত্রদত্ত বেতন হইতেও সামান্য কিছু আয় হইয়াছে। ঐ ৩৮টি স্কুলের ছাত্রদের নিকট হইতে যে বেতন পাওয়া যাইত উহার বার্ষিক সমষ্টি ছিল ২৬৭ দুইশত সাতষট্টি পর্যন্ত। স্কুলগুলি যে নিজেদের ব্যয়ভার বহনের পক্ষে অসমর্থ ছিল তাহা ঐ অবস্থা হইতে বুঝা যাইতেছে! কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই উহার যে উপকারিতা উপলব্ধি করা গিয়াছিল তাহাকে আশ্চার্য্যজনক বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা। যেসমস্ত স্থানের জনসাধারণ গোঁড়া এবং নূতন শিক্ষার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করার দরুণ নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতনা, সেইসকল স্থান নির্বাচন করিয়া সাময়িক ভাবে হার্ডিঞ্জ ইনষ্টিটিউট নামে ঐ শ্রেণীর স্কুলসমূহ প্রতিষ্ঠিত করা হইত। প্রথমতঃ গ্রামের দরিদ্রজনসাধারণ বিনা ব্যয়ে শিক্ষা পাইতে চাহিত কিন্তু যেমনই শিক্ষা প্রাপ্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিল অমনি তাহাদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতে দেখা গেল এবং তখন আর তাহাদের বেতন দিয়া ছেলে পড়াইতে আপত্তি রহিলনা। এই ভাবে কয়েকটি বৎসর চলার পর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে, তাহারা হার্ডিঞ্জ মডেল স্কুলের স্থলে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার প্রতি উৎসাহিত হইয়া উঠিল। বলাবাহুল্য, একটি মডেল স্কুলের স্থলে হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মডেল স্কুলটিকে অন্য আবশ্যকীয় স্থলে স্থানান্তরিত করা হইত। এইভাবে পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের শহরাঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া সুন্দরবন পর্যন্ত নূতন শিক্ষার আলোক প্রবেশ করিয়াছে। ১৮৬৫—৬৬ অব্দে সমগ্র পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গে এই ধরণের ২৩৮টি মডেল স্কুল ছিল এবং উহাদের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৬০৪৩ জন।

আমার মতে ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ পূর্ব্ববঙ্গের জেলাসমূহে এই ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা কর্তব্য। অন্যথায় যাহারা পুরুষানুক্রমিক ভাবে আমাদের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছে এবং সেই সঙ্গে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিও বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছে কেবলমাত্র গ্রাণ্ট-ইন-এডের দ্বারা তাহাদের মনকে আকৃষ্ট করা সম্ভবপর হইবেনা। যদি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সরকারী ব্যয়ে এবং মুসলমান শিক্ষকদের দ্বারা চালিত হার্ডিঞ্জ ইনষ্টিটিউটের ন্যায় পঞ্চাশটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহাহইলে এক পুরুষের মধ্যেই পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানদের মনোভাবে পরিবর্ত্তন দেখা দিবে বলিয়া আমার দৃঢ় প্রতীতি রহিয়াছে। বলাবাহুল্য, মুসলমান শিক্ষক নিয়োগের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অধিক ব্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইবেনা, অল্প বেতনেই মুসলমান শিক্ষক পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে হয়ত প্রথম প্রচেষ্টা আশানুরূপ ফলপ্রসূ না হইতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পারে। কিন্তু ক্রমেক্রমে যে উহাদ্বারা হিন্দুদের ন্যায় মুসলমান সমাজেরও চিন্তাজগতে পরিবর্তন সাধিত হইবে সে বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত। সুতরাং আজ যেসমস্ত মুসলমান ইংরাজি শিক্ষার নাম শুনিবা মাত্র নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকে, কাল যে কেবলমাত্র তাহারাই আমাদের অনুগত হইবে তাহা নহে, বর্ত্তমানে যেসমস্ত মওলবী ইংরেজবিদ্বেষ প্রচারে সকলের অগ্রণী হইয়া রহিয়াছেন তাঁহাদেরও মানসিকতার পরিবর্ত্তন সূচিত হইবে। কারণ বর্ত্তমানে তাহাদের সম্মুখে জীবিকানির্ব্বাহের কোন উপায় নাই, সুতরাং সরকার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্কুলসমূহে তাহাদিগকে বেশীনয় মাসিক কুড়ি শিলিং বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত করিলে তাহাদেরও মন গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুকূল হইয়া আসিবে।

(স্যার উইলিয়ম হাণ্টার এ স্থলে মওলবীদের ঈমান ও বিবেকের মূল্য মাসিক মাত্র কুড়ি শিলিং নির্দ্ধারণ করিয়া যেরসজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন সে-জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ! অনুবাদক)

ইহা হইতেছে মুসলমান সমাজের নিম্নশিক্ষার প্রশ্ন। কিন্তু মধ্যশিক্ষা ব্যবস্থায় উহা অপেক্ষাও স্বল্প পরিবর্ত্তনের দ্বারা সুফল পাওয়ার আশা আছে। ওহাবী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমাসমূহের পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে জনৈক দায়িত্বপূর্ণ ইংরাজ অফিসার এই মর্মে মন্তব্য করিয়াছেন যে, "প্রত্যেক জেলার সরকারী স্কুল-সমূহে অবিলম্বে মওলবী শিক্ষক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। তিনি স্কুলের মুসলমান ছাত্রদিগকে ফারসী ও কিছু আরবী পড়াইবেন এবং ছাত্রবৃন্দের সমস্ত পঠিতব্য-বিষয়সমূহকে তিনি উর্দ্দু ভাষায় বুঝাইয়া দিবেন। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে মুসলমানগণ তাহাদের সন্তানসন্ততিবর্গকে সরকারী স্কুলে ভর্ত্তি করিতে উৎসাহিত হইয়া উঠিবে। সেই সঙ্গে প্রত্যেক সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের পরিচালক মণ্ডলীকে মুসলমান-গণ যাহাতে আপনাপন সন্তান সন্ততিবর্গকে ইংরাজী স্কুলে দিতে উৎসাহিত হয়, সেইমর্মে তাহাদের মধ্যে প্রচার চালাইতে যত্নবান হইবার জন্য নির্দ্দেশ দিতে হইবে।

[১৮৬৫—৬৬ খৃষ্টাব্দে আমি যে সময় এই রিপোর্ট প্রস্তুত করি, সেই সময় পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গে আমার এলাকাস্থিত ৩৮টি হার্ডিঞ্জ মডেল স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ১৪৩১ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২০৩৪ জনে উঠিয়াছে)

মুসলমানদের মডেল শিক্ষার জন্য সরকারকে কিছু বেশী ব্যয়ভার বহন করিতে হইলেও তাহাদের উচ্চ-শিক্ষার বেলায় সরকারী তহবিল হইতে এক পয়সাও ব্যয়ের প্রশ্ন দেখা দিবেনা। ওয়ারেন হেনষ্টিংস কলি-কাতায় আরবী কলেজটির জন্য একটি বিরাট তহবিল নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, তারপর হুগলীর ধর্মপ্রাণ মুসলমান দাতা কর্ত্তৃক ধর্মার্থ উৎসর্গীত যে বিরাট সম্পত্তির আয়কে আমরা দীর্ঘদিন ধরিয়া দাতার উদ্দেশ্যের ব্যতিক্রমপূর্ব্বক অবৈধভাবে অপব্যয় করিয়া আসিতেছি উহা এবং কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজের জন্য নির্দিষ্ট তহবীলদ্বয়কে সুনিয়ন্ত্রিত করিলে মুসলমানদের নূতন ধরণের উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ পাওয়া যাইবে। বলাবাহুল্য, হুগলীর মুসল-মান দাতার উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক হুগলীতে যে ইংরাজী কলেজটি প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে উহা-দ্বারা মুসলমানসমাজ আদৌ উপকৃত হইতে পারিতে-ছেনা। মুসলমান সমাজের চিত্ত আকর্ষণের পক্ষে এবং তাহাদের রুচি প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে যে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা কলিকাতায় স্থাপিত হইবে অথবা কলিকাতা হইতে ২৪ চব্বিশ মাইল দূরে হুগলীতে থাকিবে, উহার উপর আমি কোন প্রকার গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহিনা। আমার কথা হইতেছে এই যে, একাধিক অনুপযোগী নিকৃষ্ট ধরণের কলেজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও উপযোগী একটি কলেজও ভাল। তারপর মুসলমান সমাজের জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া যে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হইবে উহার শিক্ষাব্যবস্থাও তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণের পক্ষে উপযুক্ত করিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। উহার অধ্যাপকবৃন্দের অধিকাংশই হইবেন মুসলমান। তবে উহার অধ্যক্ষের পদে স্থায়ীভাবে একজন ইউরোপীয়ানকে নিযুক্ত করিতে হইবে। লণ্ডন অথবা জার্ম্মান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইউনিভারসিটি হইতে উত্তীর্ণ যেকোন উপযুক্ত ইউরোপীয়ান শিক্ষাবিদকে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু যাঁহাকেই সেই কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হউকনা কেন, তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় উত্তমরূপে জ্ঞানসম্পন্ন কিনা, এবং মুসলমান ছাত্রবৃন্দের মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা আনয়ন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত করার মত চরিত্রের দৃঢ়তা তাঁহার আছে কিনা, সেসব বিষয় ভাল মত অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে নিযুক্ত করা উচিত হইবে। বলা বাহুল্য, বার্ষিক ১২০০ বার শত হইতে ১৫০০ শত পনের শত পাউণ্ড বেতনে এরূপ একজন উপযুক্ত ইউরোপীয়ান অধ্যক্ষ পাওয়া যাইবে। উচ্চ শিক্ষার জন্য উক্ত কলেজের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আমি মাত্র এই টুকু বলিতে চাহিতেছি যে, কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজের শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তনের ভিত্তির উপর উহার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কলিকাতা মাদ্রাসায় নিম্ন ও উচ্চ শিক্ষার জন্য নিম্ন ও উচ্চ নামে দুইটি বিভাগ আছে। নিম্নে ফারসীর সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হয় এবং উচ্চবিভাগে মাত্র আরবী শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। ব্যবস্থার দোষে নিম্ন হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণ যখন উচ্চস্তরে প্রবেশ করে তখন নিম্নে তাহারা যাহা পড়িয়াছিল তাহা প্রায় ভুলিয়া যায়। নূতন ধরণের কলেজে এই দোষত্রুটি অবশ্যই বর্জ্জন করিতে হইবে। সেজন্য নূতন কারিকুলাম অনুযায়ী নূতন পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করিতেহইবে। আরবী শিক্ষার উচ্চস্তরকে ইংরাজীর সহিত যুক্ত করিতে হইবে। এরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে নিম্নে যাহারা ফারসীর সহিত ইংরাজী শিক্ষা পাইতেছে তাহারা উচ্চস্তরে গিয়া সহজেই শিক্ষা পাইতে পারিবে। তবে এই কলেজের উচ্চস্তরে আরবী শিক্ষাদান কালে ছাত্রগণকে ফেকাহ শাস্ত্র পড়ান হইবে কিনা, উহা একটি চিন্তার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। কারণ একদিকে যেমন শরিয়তের বিধিব্যবস্থসমূহ জানিবার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে মুসলমান বিদ্যার্থীবৃন্দ ফেকাহশাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করিতে প্রলুব্ধ, তেমনি আর একদিকে উহা সেই ইসলাম ধর্ম্মের বহারিক শাস্ত্র, যে ইসলাম হইতে মুসলানগণ সমগ্র বিশ্ব সংসারকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অপেক্ষাও ন্যায্যভাবে ভোগদখলের অধিকারী বলিয়া প্রেরণা লাভ করিয়া থাকে। বলাবাহুল্য, এক্ষেত্রে তাহারা এরূপ নির্মুক্ত স্বাধীন বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইতে অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছে যে, যেসমস্ত মুসলমান শাসক কোন খৃষ্টান শাসক শক্তির সহিত সন্ধিসূত্রে সখ্যতা স্থাপন করিয়াছেন অথবা যে মুসলমান শাসক কোন খৃস্টান শাসকের আশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে তাহাদিগকে তাহারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতে চাহেনা।

কিন্তু ঐ প্রশ্ন সম্মুখে রাখিয়া পাঠ্যতালিকা হইতে ফেকাহশাস্ত্র সম্পূর্ণতঃ বাদ দেওয়াও যুক্তিযুক্ত হইবেনা। কারণ তেমন অবস্থার সম্মুখীন হইলে মুসলমান সমাজের বর্ত্তমান বংশটি তাহাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত কলেজটির আদৌ গুরুত্ব দিতে রাজি হইবেনা। আবার মুশ্‌কিল এইযে, ফেকাহ্ শাস্ত্রে জ্ঞানসম্পন্ন মওলবীদিগকে পূর্বে যেসমস্ত সম্মানী কাযীর পদে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা ছিল, বর্ত্তমানে উহারও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বর্তমানে যেমন ফেকাহবিদ আলেম গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছেন তেমনি ঐ বিদ্যা শিক্ষাদ্বারা কেহ সম্মানজনক পন্থায় জীবিকা উপার্জ্জনের সুযোগও পাইতেছেনা। এমতাবস্থায় আমার বিবেচনা মতে একটি পন্থা অবলম্বন দ্বারা এই উভয় সংকট হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে হিন্দু আইন সম্বন্ধে ইউনিভারসিটিতে যেরূপ লেকচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, মুসলমানদের ফেকাহ সম্বন্ধেও সেই নীতি অবলম্বন করা যাইতে পারে। তারপর বর্ত্তমানে যেস্থলে আরবী ভাষার মাধ্যমে ফেকাহ পড়াইবার ব্যবস্থা আছে সেস্থলে ফেকাহ বাদ দিয়া আরবী ও ফারসী সাহিত্য পুস্তকাবলী পাঠের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের পাঠ্য উর্দু ভাষার মাধ্যমে বুঝাইবার ব্যবস্থা থাকা চাই।

এই প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে এক পুরুষের মধ্যেই নব্য শিক্ষিত মুসলমান যুবকগণ গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা অতিক্রম পূর্বক প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী হইতে পারিবে। পক্ষান্তরে শিক্ষা ব্যব-

www.ahlehadeethbd.org

স্থার মধ্যে কিঞ্চিৎ ধর্ম্মীয় শিক্ষা থাকার দরুণ যুবকগণ নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করিয়া সমাজের দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়ার যোগ্য হইবে, আবার ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা সরকারী চাকুরি লাভ পূর্ব্বক সম্মানজনক পন্থায় জীবিকানির্বাহের উপায় বিধান করিয়া লইতে পারিবে।

তারপর মুসলমানদের নিম্ন ও মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদর্শনের জন্য প্রতি জেলায় একজন করিয়া মুসলমান ডেপুটি স্কুল ইন্সপেক্টর নিয়োগের প্রয়োজন আছে। বার্ষিক দুইশত টাকা পর্যন্ত বেতনে এরূপ যোগ্য মুসলমান পাওয়া যাইবে। তাঁহারা সরকারী এবং সরকারী মঞ্জুরীকৃত ও সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলসমূহ পরিদর্শনপূর্ব্বক মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষাব্যবস্থা তদারক করিবেন। বঙ্গদেশের নানা স্থানে লোকচক্ষুর অন্তরালে মুসলমানগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যেসমস্ত বেসরকারী মাদ্রাসা বিদ্যমান রহিয়াছে, মুসলমান ডেপুটি স্কুল ইন্সপেক্টর সাহেব সেই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুসন্ধান পূর্ব্বক উহাদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন। আমি যতদূর জানি তাহাতে এখনও বাংলা দেশে বদান্য এবং ধর্ম্মভীরু মুসলমানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এমন অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (ওল্ডস্কীম মাদ্রাসা) বিদ্যমান রহিয়াছে যে সকল প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্রবৃন্দ বিনাবেতনে শিক্ষা পাইয়া থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রদের অনেকেই আহার, বস্ত্র, বাসস্থান ও পুস্তকাদিও পাইয়া থাকে। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কতকগুলির শিক্ষা ও পরিচালনা-ব্যবস্থা যে উত্তম, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে আমি যতদূর জানি ঐ শ্রেণীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কতকগুলির পরিচালকবর্গ আদৌ সরকারী পরিদর্শনে সম্মত হইবেনা। আবার কতকগুলির পরিচালকবর্গ গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত ইংরেজ অথবা হিন্দু কর্ম্মচারীর পরিদর্শনে আপত্তি জানাইলেও মুসলমান ইন্সপেক্টরের পরিদর্শনে আপত্তি করিবেননা। মুসলমান ইন্সপেক্টর প্রথমে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বেসরকারী মাদ্রাসা পরিদর্শন করিয়া উহাদের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল তদন্ত করিয়া রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন। সেই সঙ্গে ঐ সকল মাদ্রাসার জন্য গ্রাণ্ট-ইন-এডের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ব্যাপার আরও সহজ হইয়া আসিবে। বলা-বাহুল্য, যেসমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বঙ্গদেশে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ প্রচারের কেন্দ্রস্থল স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, এই নীতি দ্বারা সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে আপাততঃ সম্পূর্ণতঃ বৃটিশ অনুরাগী নাকরা গেলেও তাহাদিগকে যে শান্তিপ্রিয়তার পথে আনয়নকরা সম্ভব হইবে সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। তারপর ডেপুটি ইন্সপেক্টর সাহেব ঐ শ্রেণীর মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকা হইতে অনিষ্টকর পুস্তকসমূহ বাদ দিয়া তদস্থলে উৎকৃষ্ট পুস্তক পড়াইবার নির্দেশ দিবেন। গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত স্কুলসমূহেও যাহাতে মুসলমান ছাত্রবৃন্দ তাহাদের সমাজের রুচি ও আবশ্যকানুযায়ী পাঠ্য-পুস্তক পড়িবার সুযোগ পাইতে পারে তিনি সে ব্যবস্থাও করিবেন। তারপর মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তাবিত বিশেষ ধরণের কলেজে অবশ্য করিয়া একজন ইউরোপীয়ান অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে মুসলমানদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকার দিতে হইবে। এই ধার্য্য-নীতি পরিচালনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে সেজন্য সরকারী তহ্‌বিল হইতে কিছু ব্যয় করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবেনা। কারণ এতৎসংশ্লিষ্ট মুসলমানদের শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট এবং মুসলমানদাতা-প্রদত্ত যে বিরাট তহবিল আছে উহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে সহজেই আবশ্যকীয় অর্থ পাওয়া যাইবে।

এইভাবে মুসলমানদের ধর্ম্ম ভাবের মর্যাদা রক্ষা করিয়া আমরা মুসলমান যুবকবৃন্দকে নূতন শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারিব। কারণ তাহারা যখন দেখিতে পাইবে, তাহাদের সম্মুখে যে শিক্ষাব্যবস্থা উপস্থিত করা হইয়াছে উহাতে ইংরাজীর সহিত ইস্‌লাম সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভের মত ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থাও রহিয়াছে তখন তাহারা দ্বিধাশূন্য মনে এই শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। হিন্দুদিগের সম্বন্ধেও এই নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল বলিয়াই মনুষ্যজাতির মধ্যে চিন্তা, চরিত্র ও চাল চলনে সর্বাপেক্ষা গোঁড়া এবং সংকীর্ণ হিন্দু আজ উদারতা ও প্রগতির মুখ দেখিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ধন্য হইতে পারিয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে বর্ত্তমানের নূতন শিক্ষিত হিন্দু যুবকবৃন্দ যে তাহাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম-বিশ্বাস এবং গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছে সেবিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নাই। নূতন শিক্ষার আলোকে তাহারা পিতৃপুরুষের সংকীর্ণ চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর গণ্ডী অতিক্রম পূর্বক স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হইয়াছে। মুসলমানের অবস্থা হিন্দু হইতে স্বতন্ত্র হইলেও নানা কারণে তাহাদের চিন্তাজগতে যে সংকীর্ণতা প্রবেশ করিয়াছে, নূতন শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা তাহা অচিরেই দূরিভূত হওয়ার আশা আছে। আমি আরও এক পদ অগ্রসর হইয়া বলিতে চাহিতেছি যে, এই নূতন শিক্ষাপদ্ধতি প্রথমাবস্থায় স্বল্পফলদায়িনী হইলেও উহার সুফল সুদূরপ্রসারি হইতে বাধ্য। প্রকৃতপ্রস্তাবে বৃটিশ শাসন আজ পর্যন্ত ভারতবাসীকে কতিপয় সামাজিক কুপ্রথা হইতে মুক্ত করার চেষ্টা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করিতে সমর্থ হয়নাই। অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের পক্ষে পাশ্চাত্য-শিক্ষার ব্যবস্থার ন্যায় উপযোগী আর কিছুই নাই। এই শিক্ষা যতই প্রসার লাভ করিবে ততই হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের যুবকবৃন্দ আপনাপন ধর্মীয় গণ্ডীর বাঁধন কষা ছিড়িয়া দূরে নিক্ষেপ পূর্বক উচ্চ ভাবধারার ক্ষেত্রে মিলিত হইতে পারিবে।

[স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের এই ভবিষ্যদ্বাণী যে সত্য হইয়াছে উহার চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত আমাদের দুইটি চর্মচক্ষুর সম্মুখে যত্র তত্র প্রকটমান রহিয়াছে। বলাবাহুল্য, উহার চরম রূপায়ন হইয়াছে ১৯৫৭ সালের বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে ময়মনসিংহ জেলায় "কাগমারি সম্মেলনে"! যেসমস্ত মহাত্মা স্যার হাণ্টারের ভবিষ্যদ্বাণীকে সার্থক করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন পরপারে বসিয়া তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছেন। পক্ষান্তরে স্যার হাণ্টারের যেসমস্ত মানসপুত্র ইসলামের নামে ইস্‌লামী শরীয়ত শাসনের নামে মওলবীদিগকে মাতাইয়া এবং দ্বীনদার মুসলমান সাধারণকে ক্ষেপাইয়া পাকিস্তান অর্জন করিয়া ইসলামী আইন কানুনের স্থলে তাগুত-তন্ত্রী আইন কানুন প্রবর্ত্তন করিয়া এবং রাজ্যময় মদ ও জুয়ার আড্ডা জমাইয়া ও বুল বুল একাডেমীর ন্যায় যত সব নৃত্যগীতের আসর কায়েম করিয়া ইস্‌লামের স্বভাব সুন্দর কাননকে মসী-লিপ্ত করতঃ মওলবী ও দ্বীনদার মুসলমান সাধারণকে বোকা বানাইয়া এবং তাহাদের খোদাকে ধোকা দিয়া নিজেদের বাহাদুরি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, স্যার হাণ্টার পরপারে বসিয়া তাহাদিগকে মোবারকবাদ জানাইতেছেন না তিরস্কৃত করিতেছেন তাহা আমাদের জানিতে বাসনা হয়। অনুবাদক]

মুসলমানদের সম্বন্ধে মাত্র এইখানেই সরকারের কর্তব্য শেষ হইতেছেনা। সেই সঙ্গে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মনে যে দৃঢ় অনাস্থার ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে উহার কারণসমূহের অনুসন্ধান-পূর্বক প্রতিকার ব্যবস্থায় অবহিত হইতে হইবে। আমরা মুসলমানদিগের নিকট হইতে ভারত রাজ্য কাড়িয়া লওয়ার দরুণ যে তাহাদিগকে দুর্দশাগ্রস্ত হইতে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু ইহাই তাহাদের দুঃখ দৈন্যের সামগ্রিক কারণ নহে। প্রায় একশত বৎসর কাল তাহাদিগকে সর্বব্যাপারে উপেক্ষা এবং সকল রকম সহানুভূতি সমবেদনা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখার দরুণই তাহাদিগকে বর্ত্তমানের এই ভয়াবহ দুর্দশার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। মুসলমান-সমাজে এখনও যে একটি রাজদ্রোহী দলের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে সেকথা সকলেরই জানা আছে। তাহাদের সম্বন্ধেও কেবল এইরূপ নীতি অবলম্বন করিলে যথেষ্ট হইবেনা যে নীতি দ্বারা ন্যায়বিচারে সুনাম অর্জন করা যাইতে পারে। বরং সর্বজনের নিকট যে নীতি প্রশংসা অর্জ্জন করিতে সমর্থ তাহাদের সম্বন্ধে সেই উদারতা ও ক্ষমানীতি অবলম্বন করাই সমীচীন হইবে। রোমক সম্রাটগণের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা ন্যায়দর্শী ও দার্শনিক ছিলেন নির্দ্ধারিত দুষ্কৃতিকারী আফ্রিকার রাজ প্রতিনিধি জুলিবনের প্রতি দণ্ড দান কালে অবিবেচনা প্রসূত নীতি অবলম্বন করার দরুণ যে ভাবে তাঁহার চরিত্র চিরদিনের তরে কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। রাজনৈতিক কারণে কাহারও প্রতি দণ্ড দান কালে তাহা অবশ্য করিয়া স্মরণ রাখার যোগ্য

www.ahlehadeethbd.org

হাদীস-শাস্ত্রে মুস্‌লিম-নারীসমাজের দান

আফ্‌তাব আহমদ রহমানী এম, এ,

(২)

গ) **যয়নব বিন্‌তে আহমদ :—** ইনি পবিত্র মক্কায় হাদিসশাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন। ৭৮০ হিঃ তাঁর ইন্তেকাল হয়।

ঘ) **যয়নব বিন্‌তে কাসেম :—** এঁর সম্বন্ধে হাফেয ইবনেহাজার বলেছেন যে, আমার উস্তাদগণের অনেকেই এঁর কাছে হাদিস অধ্যয়ন করেছিলেন। ৭৭৫ হিঃ এঁর ইন্তেকাল হয়।

হাফেজ ইবনেহাজার সারা নাম্নী অনেকগুলি মুহাদ্দেস মহিলার উল্লেখ করেছেন। এঁদের মধ্যে সারা বিন্‌তে আবদুর রহমান ইমাম বরযালীর উস্তাদ ও সারা বিন্‌তে মুহাম্মদ মুহাদ্দেস বুরহানুদ্দীন ও মুহাদ্দেস আবুহামেদ বিন যহিরার উস্তাদ ছিলেন।

(১৮) **সিত্‌তুল আরব :—** ইনি সপ্তম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দেস্ মুহাম্মদ বিন ফখর আল্‌বুখারীর পৌত্রী ছিলেন। স্বীয় পিতামহের নিকট হাদিস অধ্যয়ন করেন। আবুবকর, হাফেয যয়নুদ্দীন ইরাকী, ইমাম মুকরী ইত্যাদির মত জনবরেণ্য মুহাদ্দেসগণ তাঁর শাগিরদ ছিলেন। ইনি এত অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, হাফেয ইরাকীর মত বিশ্বস্ত মুহাদ্দেসও হাদিস শ্রবণার্থে তাঁর পাঠাগারে ধর্ণা দিতেন এবং "তবাররুক" লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় পুত্রকেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। ইবনেইমাদ এঁর সম্বন্ধে লিখেছেন, এঁর মাধ্যমে حدثت وانتشرت منها حديث كثير বহু সংখ্যক হাদিস ধরার বুকে প্রসার লাভ করেছে। (১) ইনি ৭৬৭ হিঃ ইন্তেকাল করেন।

(১৯) **সিত্‌তুল ফুকাহা ও সিত্‌তুল কুযাত :—** এঁরা উভয়েই দামেস্কের আমীর আলাউদ্দীনের সহোদরা ছিলেন। এঁরা ভাই বোন সকলেই হাদিসশাস্ত্রের পিপাসু ছিলেন। শামীয়া বিনতুল বিকরীর নিকট এঁরা হাদিস অধ্যয়ন করেন। এঁরা মুহাম্মদ বিন জওহরীর আমালী নামক গ্রন্থের (হাদিস সংক্রান্ত গ্রন্থ) ৩য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ড অধ্যয়ন করেন। এঁদের মধ্যে সিত্‌তুল ফুকাহা যয়নুদ্দীন ইরাকীর উস্তাদ ছিলেন। ইনি ৭৬৫ হিঃ ইন্তেকাল করেন।

(২০) **সিত্‌তুল খুতাবা :—** ইনি কায়রো নগরীর কাযীউলকুযাত তকীউদ্দীনের দুহিতা ছিলেন। মিসর এবং দামেস্ক—এ দু' জায়গায়ই তিনি হাদিস শাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন (২) উপরে বর্ণিত সারা এঁরই সহোদরা ছিলেন। ইনি ৭৭৩ হিঃ পরলোক গমন করেন।

হাফেজ ইবনেহাজারের আদ্‌দুরারুলকামিনাহ নামক গ্রন্থে সিত্‌ত্‌ নাম্নী আরও কয়েকজন রমণীর নাম দেখতে পাওয়া যায় যাঁরা হাদীস রেওয়ায়তে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সিত্‌তুশ শাম, সিত্‌তুল আযম, সিত্‌তুল ইয়ালের নাম উল্লেখযোগ্য।

(২১) **সাবিতাহ বিন্‌তে মুহাম্মদ :** ইনি বিখ্যাত আলেম শামসুদ্দীন উমরের দুহিতা। স্বীয় পিতার নিকট হাদিস শ্রবণ করেন। হাফেয ইবনেহাজারের সমসাময়িক আবুহামেদ ইবনে-যহিরা তাঁরই সাগরেদ ছিলেন। তাঁর পুত্র বদরুদ্দীন মুহাদ্দেসগণের পর্যায়ভুক্ত ছিলেন।

(২২) **সিফ্‌রী বিনতে ইয়াকুব :** সিফ্‌রী নামক পরিবারটী বংশ পরম্পরায় হাদিস শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সিফ্‌রীর দাদা আবদুল্লাহ একজন মুহাদ্দেস ছিলেন। এবং দীর্ঘ দিন ধরে ইয়ামান ও আস্‌কালানে কাযীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সিফ্‌রী তাঁরই কাছে হাদীস শ্রবণ করেন। ইনি ৬৬০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন ও ৭৪৫ হিঃ পরলোকগমন করেন।

[২৩] **শহদা বিনতে কামাল :** ইনি বিখ্যাত হাফেযুলহাদিস ইবনে আদিমের পৌত্রী

(১) শাযারাত ৬ষ্ঠ খণ্ড ৬০৮ পৃঃ

(২) দুরার-ই কামেনাহ ২য় খণ্ড ৩২৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ছিলেন। একাধিক মুহাদ্দেসের নিকট হাদীস শ্রবণ করেন। ভুবনবিখ্যাত ইমাম যহবী তাঁরই শাগরেদ ছিলেন। ইবনে ইমাদ তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন:

كانت تكتب وتحفظ وتتزهد وتتعبد

ইনি সংযমশীলা, ধর্মপরায়ণা, বহুসংখ্যক হাদীসের হাফেয ছিলেন এবং সবচেয়ে বড় কথা ইনি লিখতে জানতেন। এ যুগে মুখস্থ করার যথেষ্ট চর্চা থাকলেও লেখনী-ধারণের ক্ষমতা খুব বেশী নারীর ছিলনা; তাই কোন মহিলা মুহাদ্দেসের মধ্যে এ গুণের সমাবেশ দেখলে রিজালশাস্ত্রবিদগণ এর উল্লেখ বিশেষ ভাবে করে থাকেন। ইনি ৭০৯ হিঃ পরলোকগমন করেন।

[২৪] **সফিয়া বিনতে আহমদ:** ইনি বিখ্যাত মুহাদ্দেস কিরমানীর নিকট আরবাঈন-বুখারীয়াহ নামক গ্রন্থ এবং হাফেযুল হাদিস আহমদ বিন আবদুদ দায়েমের নিকট সহীহ মুস্‌লিম শরীফ অধ্যয়ন করেন। ইনি মুস্‌লিম শরীফের হাদীসও বর্ণনা করেছেন। ইনি ৭৪১ হিঃ পরলোক গমন করেন।

[২৫] **আইশাহ:** ইনি মুহাদ্দেস শামসুদ্দিনের দুহিতা ছিলেন। কয়েকজন বিশিষ্ট মুহাদ্দেসের নিকট হাদিস শ্রবণ করেন। কিন্তু ইনি বেশীর ভাগ ওয়াজ ও নছিহতের কাজে লিপ্ত থাকতেন। অধিকাংশ সময়ই তিনি নারী মহলে ওয়াজ করে বেড়াতেন। বক্তা হিসাবেই তিনি অধিকতর প্রসিদ্ধ। [১]

[২৬] **আয়েশা বিনতে ইবরাহীম:** ইনি ইমাম মিযযীর সহধর্মিনী এবং হাফেজ ইবনে-কছিরের শাশুড়ী ছিলেন। হাফেয ইবনে হাজার লিখেছেন যে, ইনি হাদীসের রেওয়ায়ত করেছেন। কিন্তু কোরআন শিক্ষার প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। নিজে কোরআনের হাফেয ও কারী ছিলেন। মেয়েদেরকে কেরাত শিক্ষা দিতেন। হাফেয ইবনে কছির তাঁর কোরআন পঠনের উচ্ছসিত প্রশংসা করে লিখিছেন:

تلاوتها القرآن بفصاحة وبلاغة واداء صحيح يعجز كثير من الرجال

তাঁর কোরআনের তেলাওয়াত এত সুন্দর, সাবলীল

(১) দুরার ২য় খণ্ড ১২৭—৩০ পৃঃ; Ibid ৩৭ পৃঃ।

এবং সহীহ হত যে, অনেক পুরুষের পক্ষেও তেমনটি সম্ভবপর হয়না।

(২৭) **আয়েশা বিনতে মুহাম্মদ:—** ইনি ইবনুল ইরাকী, শায়খ ইয়ালদানী ও মুহাম্মদ বিন্ আবদুলহাদী ইত্যাদি মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইবনেহাজার তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, حدثت بالكثير وتفردت باجزاء বহুসংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং অনেকগুলি খণ্ড-হাদীসের বর্ণনায় তিনি একক (متفرد) ছিলেন। (১) ইমাম যহবী লিখেছেন, ইনি অল্পে-তুষ্ট-প্রকৃতির ছিলেন এবং সেলাইর কাজ করে যা' উপার্জ্জন করতেন তাইদিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ৭৩৬ হিঃ ইনি পরলোক গমন করেন।

(২৮) **আয়েশা বিনতে ইসমাঈল** ইনি পূর্ববর্ণিত যয়নব বিন্‌তে ইসমাঈলের সহোদরা ছিলেন। বহুসংখ্যক হাদিস রেওয়ায়ত করে ইনিও স্মরণীয় হয়েছেন। ইনি হাফেয যয়নুদ্দীন ইরাকীর অন্যতম উস্তাদ ছিলেন। (২) হাফেজ ইবনেহাজার আয়েশা নাম্নী এমন ১৫ জন মহিলার উল্লেখ করেছেন যাঁরা হাদীস বর্ণনায় এবং "শ্রবণে" অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

(২৯) **ফাতেমা বিনতে ইবরাহীম:** তাঁর পিতা ও পিতামহ উভয়ই উচু দরের আলেম ছিলেন প্রাথমিক অবস্থায় ফাতিমা তাঁদেরই নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ইবরাহীম বিন্ খলিলের নিকট আবু মুছহেরের "মজমুয়া", ইবনুলফুরাতের নিকট সঞ্চিত (Collected) হাদীসগ্রন্থ এবং আলী ইবনে দায়েমের নিকট "ইন্‌তেখাবে তাবরানী", "আরবাঈনে আজুররীর "জুয্‌ই আইয়ুব" ও জুয্‌ই আরাফা ইত্যাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ৪৪৭ হিঃ তাঁর মৃত্যু হয়।

(৩০) **ফাতেমা বিনতে ইবরাহীম:—** ইনি হাফেয ইবনে যুবায়দীর নিকট সহীহ বুখারী অধ্যয়ন করেন। ইবনেহাজার লিখেছেন যে, ইনি

(১) দুরার ২য় খণ্ড, ২৩৬পৃঃ।

(২) Ibid ২য় খণ্ড ২০৬ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

হাফেয ইবনে দায়েমের যুগ থেকে হাদিস বর্ণনার কাজে লিপ্ত ছিলেন। ইমাম মুবকীর মত বিশ্ববিশ্রুত আলেম এঁরই শাগেরদ (শিষ্য) ছিলেন।

এঁ নামের আরও একজন মুহাদ্দেস মহিলা ছিলেন যিনি ইমাম যহবী ও ইবনে রাফে'র উস্তাদ ছিলেন ইমাম যহবী ও ইবনে রাফে' উভয়ই স্বীয় মু'জামুশ শয়ূখে মুহাদ্দেস ফাতিমার উল্লেখ করেছেন। পূর্বে বর্ণিত সপ্তম হিজরীর মুহাদ্দেস মহিলাগণের অন্যতম যয়নব বিনতে মক্কীই ছিলেন ফাতিমার উস্তাদ।

(৩১) ফাতেমা বিনতে সুলায়মান

ইনি অষ্টম শতাব্দীর বহু সংখ্যক প্রসিদ্ধ মুহাদ্দেসের নিকট হ'তে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বরযালী লিখেছেন যে ফাতেমা তাঁর নিকট বহু সংখ্যক বড় বড় মুহাদ্দেসের হাদিস বর্ণনা করেন। "অনুমতি" সূত্রে যাঁদের নিকট হ'তে তিনি হাদিস বর্ণনা করেন তাদের সংখ্যা এক শতেরও অধিক; ইয বিন জামা আহ তাঁর অন্যতম শাগরেদ ছিলেন। ইনি চিরকুমারী ছিলেন। ৭০৮ হিঃ তাঁর ইন্তেকাল হয়। [৩]

[৩২] ফাতেমা বিনতে আবদুররহমান : অষ্টম শতাব্দীর একটি বিশিষ্ট শিক্ষিত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর নানা তকী আলওয়াসিতী এবং জননী সিতত্তুল ফুকাহা ছিলেন উঁচুদরের মুহাদ্দেস। দু'জন বড় বড় মুহাদ্দেসের ক্রোড়ে প্রতিপালিত ফাতিমাও বয়ঃক্রমকালে হাদীসশাস্ত্রের মজবুত দুর্গ হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছিলেন। স্বীয় জননী ও নানার নিকট হতে শিক্ষা লাভের পর আহমদ বিন আবদুদ দায়েমের নিকট "ইনতেখাবে তাবরানী" জুয ই আইয়ুব এবং ইবরাহীম বিন খলিলের নিকট হাদিসের অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করেন।

[৩৩] ফাতিমা নাম্নী আরও কয়েকজন মহিলার নামের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে মুহাদ্দেস সিতত্তুল ওযারার শাগরেদ ফাতিমা বিনতে আহমদ (৭৬৬ হিঃ)। ইমাম যহবী ও ইমাম বরযালীর উস্তাদ ফাতিমা বিনতে আবুবকর [৭২৬ হিঃ], বিখ্যাত মুহাদ্দেস আহমদ বিন আবদুদদায়েমের পৌত্রী ও ইমাম বরযালীর অন্যতম উস্তাদ ফাতেমা বিনতে ইবরাহীম দায়েমের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ।

(৩৪) ফাতিমা বিনতে আর-ফুল্লাহ :—ইনি বিখ্যাত মুহাদ্দেস হাফেয ইবনুদদায়েমের নিকট সহীহ মুসলিম ও জুয-ই-ইবনে 'আরফা' অধ্যয়ন করেন। ইনি হাফেয ইয-বিন-জামআহ ও ইমাম বরযালীর উস্তাদ ছিলেন। ৭৩৩ হিঃ এঁর ইন্তেকাল হয়।

(৩৫) ফাতেমা বিনতে আলী :—ইনি স্বনামধন্য ইমাম সুবকীর সহোদরা ছিলেন। এঁর পিতা একজন মুহাদ্দেস। ফাতেমা সুনানে নাছাই নামক হাদীসগ্রন্থ স্বীয় পিতার নিকটেই অধ্যয়ন করেন। তাছাড়া ইয বিন জামআর নিকটও তিনি হাদীস অধ্যয়ন করেন।

(৩৬) ফাতেমা বিনতে আলী— নামক আরও একজন মুহাদ্দেস মহিলার নামের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। ইনি হলেন বিখ্যাত মুহাদ্দেস হাফেজুলহাদীস শায়খ হেজার ও স্ত্রী মুহাদ্দেস ওযিরার শিষ্য। আবু হামেদ বিন যহুরা এর নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেন। এবনেহাজারের উস্তাদ শায়খ ওকিউদ্দীন তাঁর কাছ থেকে হাদীস রেওয়ায়ত করার অনুমতি গ্রহণ করেন। (১)

(৩৭) ফাতেমা বিনতে ইব্রাশ :—হাদীসশাস্ত্রে তাঁর কোন উল্লেখযোগ্য খিদমত না থাকলেও ফিকাহশাস্ত্রের ইনি ছিলেন দুর্গস্বরূপ। হাফিয ইবনে হাজার লিখেছেন যে ফিকাহশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অপরিসীম। ইমাম ইবনে তায়মীয়াহ এর ফিকাহশাস্ত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লিখেছেন :—

كانت تدرى الفقه جيدا وكانت تفقهت عند المقادسة وقل من انجب من النساء مثلها

ফিকাহশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান ছিল চমৎকার। মকদসী ফকিহগণের নিকট ইনি ফিকাহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতি অল্প মহিলাই তাঁর মত বৈশিষ্টলাভে সক্ষম হয়েছেন।

(৩) Ibid ৩য় খণ্ড ২২২ পৃঃ।

[১] দুরার ৩য় খণ্ড ২২২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইব্নে ইমাদ এঁর জ্ঞান বুদ্ধিমত্তা, সংযমশীলতা এবং তবলীগ সংক্রান্ত খিদমতের ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছেন :—

العالمة الفقيهة سيدة زمالها وانتفع بها خلق من النساء وكانت وافرة العقل والعلم ذات اخلاص وخشية وامر بالمعروف والصلح بها نساء دمشق ثم نساء مصر وكان لها قبول زائد

তিনি ছিলেন পণ্ডিত, ফিকাহশাস্ত্রবিদ, মহিলা সমাজের একটি বিরাট অংশ তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন। জ্ঞান ও বুদ্ধিতে তিনি ছিলেন পূর্ণ। তিনি ছিলেন সৎচরিত্রের অধিকারিণী, ভয়শীলা এবং সৎকাজের উৎসাহদায়িনী। তাঁর দ্বারা দামেশ্‌ক ও মিসরের নারীরা ধার্মিকায় পরিণত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বজনবরেণ্য।

(৩৮) ফাতেমা বিনতে ইলমুদ্দীন :— ইনি ইমাম বরযালীর দুহিতা। কোরআন শরীফের হাফেয হওয়া ছাড়াও ইনি কয়েকখানি হাদীসগ্রন্থের "সিমা" করেছিলেন। বুখারী শরীফ, মাজহুদ্দীন ইবনে তাইমীয়ার কিতাবুল আহ্কাম ছাড়া আরও কয়েকখানি হাদীস গ্রন্থের স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি তাঁর নিকট সুরক্ষিত ছিল। (২]

(৩৯) মুয়াফ্‌ফাকিহ বিনতে আহমদ :—তাঁর পরিচয় সম্বন্ধে এতটুকু বলাই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি যে, ইব্‌নে সাইয়েদুন্নাছ, ইমাম সুবকী, ইয্‌বিন জামাআহ, ইবনুল ফখর ইত্যাদির মত সর্বজনবিদিত মুহাদ্দেসগণ তাঁর শিষ্যের তালিকাভুক্ত।

(৪০) সারিয়া বিনতে আবদুল্লাহ :— ইনি সহীহ্ মুসলিম শরীফের আর মুনতাকা নামক গ্রন্থের কতক অংশ ইব্‌নুদ্দায়েমের নিকট অধ্যয়ন করেন। ইয্‌বিন জামাআহ এবং ইবনে রাফে তাঁর শাগরেদ ছিলেন।

(৪১) নিশ্‌ওয়া বিনতে যয়নুদ্দীন— আবু নঈম মুছতাখরাজে বুখারীকে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করে লিখেছেন। নিশওয়াহ ইহার কয়েক খণ্ড ইউসুফ বিন খলিলের নিকট অধ্যয়ন করেন। এ সব খণ্ডের

[২] শযারাতুয যাহাব ৬ষ্ঠ খণ্ড ৩৪ পৃঃ ;

তিনিই ছিলেন একক.........বর্ণনাকারিণী। ইনি ইমাম যহবীর উস্তাদ ছিলেন। ৭১৯ হিঃ তাঁর মৃত্যু হয়।

(৪২) নফিসা বিনতে ইবরাহীম :— ইনি ইবনুদদায়েম, আবদুল ওয়াহাব বিন নাসেহ, ইসমাইল বিন আস্‌কালানী ইত্যাদির উস্তাদ ছিলেন। হাফেজ ইবনেহাজার এঁর বর্ণনাধিক্যতার কথা উল্লেখ করেছেন। ৭৪৯ হিঃ এঁর এন্তেকাল হয়।

(৪৩) হাদিয়া বিনতে আলী :—ইনি ইবনুষযুবায়দী, ইবনুললাতী, হামদানী ইত্যাদির শিষ্যা ছিলেন। বিদুষী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকওয়া ও পরহেজগারীর প্রতি ঝোঁক ছিল অসামান্য।

(৪৪) অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ওযিরাহ নাম্নী একজন উচুদরের মুহাদ্দেস মহিলার আবির্ভাব হয়। সহীহ বুখারী ও মুসনদে শাফেয়ীর বর্ণনায় তিনি ছিলেন অসাধারণ।

(৪৫) মুয়ফেকিহ বিন্‌তে আহমদ :— ইনি একজন উঁচুদরের মুহাদ্দেস ছিলেন। হাদিসশাস্ত্রের বহুগুলি "আজ্‌যা" শ্রবণে ইনি ছিলেন একক। ইবনে সাইয়েদুন্নাস, ইমাম সুবকী, ইবনে-জামাআ' ও ইবনুল ফখর প্রভৃতির মত সর্বজনবিদিত বড় বড় মুহাদ্দেস তাঁর শাগরেদ ছিলেন। (১)

(৪৬) মরয়ম বিন্‌তে শাহাবুদ্দীন :— হুসাইনী এঁকে মিসরের মুহাদ্দেসবৃন্দের নামের সহিত উল্লেখ করেছেন। ইনি কাজী-উল-কুযযাত শামসুদ্দীনের দৌহিত্রী ছিলেন।

অষ্টম শতাব্দীর মহিলা মুহাদ্দেসগণের নামের তালিকা সুদীর্ঘ। আমরা মাত্র কয়েকজন বিশিষ্ট মহিলার নাম উল্লেখ করেই "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করতে চাই। এরপর নবম শতাব্দী হিজরীর মহিলা মুহাদ্দেসগণের নাম পাঠক-পাঠিকাবর্গের সামনে তুলে ধরবার প্রয়াস পাব বলে আশা করি। (ক্রমশঃ)

১) দুরারুল কামিনা Vol 4. p. 384

www.ahlehadeethbd.org

জিজ্ঞাসা ও উত্তর

الحمد لله رب العالمين' والصلوة والسلام على سيدنا محمد امام المرسلين وعلى آلـه وصحبه نجوم المهتدين

سبحانـك لاعلم لنا إلاما علمتنا انـك انت العليم الحكـيم

নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রীর বিবাহ

জিজ্ঞাসাকারী : যুলফিকার মুহাম্মদ
তানোর (রাজশাহী)

উত্তরদাতা : **মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী**

যেনারীর স্বামী নিখোঁজ হইয়াছে, সেনারীকে কতদিন পর্যন্ত তাহার স্বামীর জন্ম অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে আর তাহারপক্ষে অন্য স্বামী গ্রহণ করা চলিবে কিনা, এসকল বিষয়ে কুরআনেপাকে অথবা রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রামাণ্য হাদীসে কোন স্পষ্ট নির্দেশ নাই। একদল বিদ্বান তাঁহাদের মতের পোষকতায় দারকুত্‌নীর একটি হাদীস উপস্থিত করিয়া থাকেন। দারকুত্‌নী তাঁহার সনদে মুহাম্মদ বিনুলফযল বিনে জাবিরের প্রমুখাৎ এবং তিনি সালিহ বিনে মালিকের প্রমুখাৎ এবং তিনি সাওয়ার বিনে মস্‌অবের প্রমুখাৎ এবং তিনি মুহাম্মদ বিনে শুরাহবীলের প্রমুখাৎ এবং তিনি হযরত মুগীরা বিনে শোবার বাচনিক রসূলুল্লাহর (দঃ) উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী তাহারই স্ত্রী থাকিবে, যতদিন না তাহার কাছে স্বামীর সংবাদ পৌঁছে[১]। হিদায়ার গ্রন্থকার নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী সম্বন্ধে এই হাদীসটি হানাফী মযহবের পোষকতায় উপস্থিত করিয়াছেন[২]।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : امراة المفقود امراتـه حتى ياتيها الخبر وفى نسخـة اخرى : حتى ياتيها البيان -

কিন্তু দারকুত্‌নীর এই হাদীস অগ্রাহ্য। ইমাম ইবনে-আবিহাতিম তাঁহার "কিতাবুলইলালে" লিখিয়াছেন, আমি ইমাম আবু হাতিমকে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, ইহা অগ্রাহ্য মুন্‌কর। ইহার রাবী মুহাম্মদ বিনে শুরাহবীল হাদীসশাস্ত্রে বর্জনীয়, তিনি হযরত মুগীরার বাচনিক অগ্রাহ্য ও বাতিল হাদীস রেওয়ায়ত করিয়া থাকেন। আবদুলহকও তাঁহার "ইহকামে" ইব্‌নে-শুরাহবীলকে পরিত্যাজ্য বলিয়াছেন। ইব্‌নুলকত্তান তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, এই হাদীসের অন্যতম রাবী সওয়ার বিনে মস্‌অব পরিত্যাজ্য দলের মধ্যে ইব্‌নে শুরাহবীল অপেক্ষা অধিকতর প্রসিদ্ধ। তাঁহার নিম্নস্থ রাবী সালিহ বিনে মালিক এবং তাঁহার নিম্নস্থ মুহাম্মদ বিনুল ফযল উভয়েই অজ্ঞাত-নামা। ইমাম ইব্‌নেকুদামা বলেন, এই হাদীসটি প্রমাণিত নয়[৩]।

سالت ابى عن هذا الحديث' فقال : هذا حديث منكر ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث' يروى عن المغيرة بن شعبة مناكير و اباطيل -

سوار بن مصعب اشهر فى المتروكين منه ودونه صالح بن مالك ولا يعرف ودونه محمد بن الفضل ولا يعرف حاله -

অতএব এরূপ দূষিত হাদীস কোনক্রমেই অনুসরণ-যোগ্য হইতে পারেনা।

১) সুননে দারকুতনী [২] ৪২১ পৃঃ। ২) হিদায়া, ফত্‌হুলকদীর সহ [৩] ৮০৮ পৃঃ নলকিশোর।

৩) যয়লয়ী তখরীজ হিদায়া; ফতহুলকদীর [২] ৮০৯; মুগনী [২] ৪২১ পৃঃ [শমসুলহক]; মুগনী [৯] ১৩৪ পৃঃ [ইবনেকুদামা]।

www.ahlehadeethbd.org

নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রীর ইদ্দত সম্বন্ধে সাহাবা, তাবেয়ীন আর অনুসরণীয় ইমাম ও বিদ্বানগণের ফত্ওয়া অত্যন্ত বিভিন্নমুখী। ইমাম মালিক, শাফেয়ী, হাম্মাদ বিনে সলমা, আবদুররয্যাক, সঈদ বিনে মনসুর, ইব্নে-আবিশয়বা ও আবু আওয়ানা প্রভৃতি হযরত উমর বিনুল-খাত্তাব, হযরত উস্মান বিনে আফ্ফান, আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ বিনে উমরের ফত্ওয়া রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী ৪ বৎসর কাল ইদ্দত পালন করিবে। ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালিকের প্রমুখাৎ এবং তিনি ইয়াহ্য়া বিনে সঈদের বাচনিক এবং তিনি সঈদ বিনুল মুসাইয়েবের বাচনিক এবং তিনি হযরত উমরের প্রমুখাৎ তাঁহার এই উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন, যেনারীর স্বামী নিখোঁজ হইয়াছে আর সে কোথায় আছে, তাহার স্ত্রী তাহা অবগত নয়, উক্ত নারী ৪ বৎসর কাল অপেক্ষা করিবে, অতঃপর ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করিবে। ইহার পর তাহার অন্যত্র বিবাহ হালাল হইবে[৪]। ইমাম মালিক স্বয়ং বলিয়াছেন, হযরত উমরের সহিত সঈদ বিনুলমুসাইয়েবের সাক্ষাৎ হয়নাই—দেখ তয্হীব—তহযীবুলকামাল, ১৪৩ পৃঃ। তাই মুওয়াত্তার এই রেওয়াতকে হাফিয ইব্নেহয্ম মুর্সাল বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। কিন্তু মালিকের উক্ত রেওয়ায়ত মুর্সাল হইলেও অন্যান্য সংযুক্ত ও বিশুদ্ধ রেওয়ায়তের সাহায্যে একথা অবিসম্বাদিত রূপে প্রমাণিত যে, হযরত উমর এবং উপরিউক্ত তিন-জন সাহাবী যথা উস্মান, ইব্নেআব্বাস ও ইব্নেউমর নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রীকে ৪ বৎসর কাল অপেক্ষমানা থাকার ফত্ওয়া দিয়াছেন। ইমাম আহমদ বলিয়াছেন, হযরত উমরের এই ফত্ওয়া ৮টি তরীকায় প্রমাণিত।

সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আলী ও আবদুল্লাহ বিনে মসউদের এ সম্পর্কে দ্বিবিধ ফত্ওয়া পরিদৃষ্ট হয়। আবদুর্রয্যাক মুহাম্মদ বিনে উবায়দুল্লাহ আযরমীর প্রমুখাৎ এবং তিনি হাকাম বিনে উতায়বার বাচনিক হযরত আলীর উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের নারী একটি পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহার কাছে মৃত্যু অথবা তালাক আগমন না করা পর্যন্ত তাহাকে ধৈর্য অবলম্বন করিতে হইবে। আবুউবায়েদ আয্রমীর পরিবর্তে জরীরের বাচনিক মন্সুর বিনুল মু'তামরের মাধ্যমে হাকাম বিনে উতায়বার প্রমুখাৎ হযরত আলীর উপরিউক্ত ফত্ওয়া নিম্নলিখিত ভাষায় রেওয়ায়ত করিছেন, স্ত্রী স্বামী হারা হইলে যতক্ষণ তাহার স্বামী ফিরিয়া না আসে কিংবা উক্ত নারী মরিয়া না যায়, সে বিবাহ করিতে পারিবেনা[১]। হিদায়ার টীকায় আল্লামা ইব্নুলহুমাম ইব্নে আবিলয়লার মাধ্যমে হযরত আলীর প্রমুখাৎ উপরিউক্ত মর্মের আরও একটি রেওয়ায়ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই হযরত আলীর একমাত্র ফত্ওয়া নয়। হাম্মাদ বিনে সলমা কাতাদার প্রমুখাৎ, তিনি খাল্লাস বিনে আম্রের বাচনিক হযরত আলীর এ ফত্ওয়াও উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রী ৪ বৎসর কাল অপেক্ষামানা রহিবে, তারপর পুরুষের ওলী উক্ত স্ত্রীলোকটিকে তালাক দিবে। তালাকের পর সে ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করিবে। অতঃপর উক্ত নারী অপর পুরুষের সহিত বিবাহিতা হইতে পারিবে। কিন্তু প্রথম স্বামী যদি ফিরিয়া আসে তাহাহইলে সে উক্ত স্ত্রী বা তাহার মোহর এতদুভয়ের যে কোন একটি পাইবার অধিকারী থাকিবে[২]। হাফেয ইব্নেহয্ম এই রেওয়ায়তকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

৪) মুহাল্লা [১০] ১৩৪—১৩৫ পৃঃ; ফতহলবারী [৯] ৩৫৮ পৃঃ; তলখীসুলহাবীর [২] ৩২৮-৩২৯; মুওয়াত্তা মালিক, মুসাউয়া সহ [২] ৫৯ পৃঃ; কিতাবুল-উম [৭] ২১৯ পৃঃ।

১) হিদায়া, ফত্হ সহ (২) ৮০৮; মুহাল্লা (১০) ১৩৮ পৃঃ।

২) মুহাল্লা, (১০) ১৩৭ পৃঃ। ৩) ফত্হলকদীর (২) ৮০৯; মুহাল্লা (১০) ১৩৮পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আবদুররয্যাক ইব্নেজুরায়জের সনদে আবদুল্লাহ বিনে মসউদ সম্বন্ধে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি হযরত আলীর সহিত এ বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রীকে তাহার স্বামীর জন্য আজীবন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে[১]। পক্ষান্তরে হাফেয ইব্নেহজর সঠিক সনদ সহকারে সঈদ বিনে মনসূরের রেওয়ায়ত উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, ইব্নে উমর ও ইব্নে-আব্বাস বলিয়াছেন, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী ৪ বৎসর অপেক্ষা করিবে আর হযরত উস্মান ও ইব্নেমস্উদের বাচনিকও এইরূপ ফত্ওয়া প্রমাণিত আছে[২]।

بلغنى عن ابن مسعود انه وافق على بن ابى طالب فى امرأة المفقود على انها تنتظره ابدا

عن ابن عمر وابن عباس قالا : تنتظر امراة المفقود اربع سنين وثبت ايضا عن عثمان وابن مسعود فى رواية

তাবেয়ী বিদ্বানগণের মধ্যে ইমাম হাসান বস্রী, খাল্লাস বিনে আমর, হাকাম বিনে উতায়বা, আতা বিনে আবিরিবাহ, ইব্নেশিহাব যুহ্রী, মকহুল শামী, হযরত উমর বিনে আবদুল আযীয, সঈদ বিনুল মুসাইয়েব নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রীকে ৪ বৎসর কাল তাহার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু সঈদ বিনুল মুসাইয়েব বলেন, যদি পুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রের সারি হইতে নিরুদ্দিষ্ট হয়, তাহাহইলে তাহার স্ত্রীকে এক বৎসর মাত্র অপেক্ষা করিতে হইবে, অন্য অবস্থায় সে ৪ বৎসর অপেক্ষা করিবে[৩]।

وهذا قول عمر و عثمان وعلى وابن عباس وعبد الله بن الزبير - قال احمد : خمسة من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وبه قال عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهرى وقتادة والليث

ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল বলেন, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রীকে চার বৎসর অপেক্ষা করিয়া থাকার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন হযরত উমর, উসমান, আলী, ইব্নে আব্বাস, ইব্নুয্যুবায়ের। ইমাম আহমদ বলেন, রসূলুল্লাহর (দঃ) পাঁচজন সাহাবীর ইহাই অভিমত। আর আতা, উমর বিনে-আবদুলআযীয, হাসান বস্রী, ইব্নে শিহাব যুহ্রী, কাতাদা, লয়েস বিনে সঅদ, আলী বিনুলমদীনী ও আব্দুলআযীয বিনে আবিসালামা মাজশুনও এই ফত্ওয়া প্রদান করিয়াছেন[৪]।

وعلى بن المدينى وعبد العزيز بن ابى سلمة -

আয়েম্মায়-দ্বীনের মধ্যে কাতাদা, আবুয্যনাদ, রবীআতুররায় আর হশীম, ইমাম আওযায়ী, ইমাম লয়েস বিনে সঅদ, ইমাম মালিক বিনে আনস, ইমাম শাফেয়ী তাঁর প্রাচীন উক্তিমত, আর ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল ও ইমাম ইস্হাক বিনে রাহওয়ে, আলী বিনুল মদীনী ও ইব্নুল মাজশুন ফত্ওয়া দিয়াছেন যে, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী তাহার স্বামীর জন্য ৪ বৎসর অপেক্ষামানা রহিবে। ইমাম আহমদ ও ইমাম ইব্নেরাহ্ওয়ে বলেন, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী ৪ বৎসর অপেক্ষা করার পর আরও ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করিবে, তারপর সে অন্যপুরুষ গ্রহণ করিতে পারিবে। তার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্র বা সমুদ্রবক্ষ হইতে নিরুদ্দিষ্ট হউক বা তাহার বাড়ী হইতে, এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে কিন্তু যেব্যক্তি তার পরিবারবর্গকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে আর সে কি করিতেছে, তাহা জানানাই, তাহার স্ত্রীর জন্য অপেক্ষমানা থাকার সময় নির্দিষ্ট নাই[৫]।

تتربص امرأة المفقود اربعة اشهر وعشرا بعد اربعة اعوام ثم تتزوج والمفقود الذى تزوجل امراته هو المفقود فى الحرب اوفى البحر او يفقد من منزله - واما من غاب عن اهله فلم يدر مافعل فلاتزوج امراته -

তাবেয়ী বিদ্বানগণের মধ্যে ইমাম শা'বী ও ইব্রাহীম নখ্য়ীর প্রমুখাৎ হযরত আলী ও ইব্নেমস্উদের মত দুই প্রকারের রেওয়ায়ত মওজুদ রহিয়াছে। প্রথম রেওয়ায়ত সূত্রে তাঁহারাও ৪ বৎসরের জন্য নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রীকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন। ইহা সঈদ

১) ফত্হুলকদীর [২] ৮০৯ :মুহাল্লা [১০] ১৩৮ পৃঃ।
২) ফত্হুলবারী [৯] ৩৪৮ পৃঃ।
৩) সহীহ বুখারী, ফত্হুলবারী সহ [৯] ৩৪৮ পৃঃ।
৪) মুগনী [৯] ১৩২ পৃঃ। ৫) মুহাল্লা [১০] ১৩৯ পৃঃ; মুগনী [৯] ১৩২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

বিনে মনসুরের রেওয়ায়ত। আবার এই সঈদ তাঁহাদের প্রমুখাৎ ইহাও রেওয়ায়ত لاتتزوج حتى يستبين امره করিয়াছেন, নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের অবস্থা সম্যকরূপে প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত তাহার স্ত্রী অন্যত্র বিবাহিতা হইবেনা[১]।

ইব্রাহীম নখ্য়ীর শেষোক্ত অভিমতের অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন হাম্মাদ বিনে আবিসুলায়মান, ইব্‌নেআবিলায়লা, ইবনেশবরুমা, উসমান আলবাত্তী, সুফ্‌য়ান সওরী, হাসান বিন হাই, ইমাম আবুহানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম দাউদ যাহেরী। ইহারা لاتوجل امراة المفقود ولا يفرق بينه وبينها - বলিয়াছেন, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রীর কোন ইদ্দত নাই। তাহাকে স্বামীর প্রত্যাগমন, তালাক অথবা মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহাদের স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক ছিন্ন হইবেনা[২]।

হানাফী মষ্‌হবের ফতওয়া এ সম্পর্কে আরও বিচিত্র! لان المدة المقررة عند الحنفية فى رواية تسعين سنة، وهو روى عن ابى بكر الفضلى وعن ابى بكر محمد بن حامد وفى رواية مائة سنة، وهو قول ابى يوسف رحمه الله - وفى رواية مائة وعشرون سنة، وهو مروى عن ابى حنيفة برواية الحسن - وفى ظاهر الرواية مقدر بموت الا قران فى بلده এক রেওয়ায়ত সূত্রে নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের নারী-কে নব্বই বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। আবুবক্‌র ফযলী ও ইমাম আবুবক্‌র মুহাম্মদ বিনে হামিদের প্রমুখাৎ এই রেওয়ায়ত বর্ণিত হই-য়াছে। দ্বিতীয় রেও-য়ায়ত সূত্রে উক্ত নারীকে ১শত বৎসরকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। ইহা কাযী আবুইউসুফের ফত্ওয়া। তৃতীয় রেওয়ায়ত অনুসারে অপেক্ষা করার মুদ্দত হইতেছে ১শত কুড়ি বৎসর। হাসান বিনে যিয়াদ ইহাকে ইমাম আবুহানিফার রেওয়ায়ত রূপে বর্ণনা করি-য়াছেন। আর হানাফী ফিক্‌হের "যাহির-রেওয়ায়ত" সূত্রে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির দেশে তাহার সমবয়স্করা যতদিন না মরিবে ততদিন পর্যন্ত উক্ত নারীকে তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে[৩]।

দ্বিতীয় মতভেদ, যেসকল বিদ্বান নিরু-দ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রীকে ৪ বৎসরকাল অপেক্ষা করার ফতওয়া দিয়াছেন, স্ত্রীলোকটি স্বামীর নিরুদ্দেশের দিন হইতে ৪ বৎসরকাল অপেক্ষা করিবে, অথবা বিচারকের কাছে তাহার মামলা উপস্থিত হওয়ার দিবস হইতে ৪ বৎসরকাল তাহাকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে, সেসম্পর্কে দ্বিবিধ রেওয়ায়ত দেখিতে পাওয়া যায়। ان عمر بن الخطاب اتته امراة فقدت زوجها ثلاثة اعوام وثمانية اشهر فامرها عمر ان تتم اربع سنين ثم تعتد عدة المتوفى عنها، ثم تتزوج ان شاءت - মিন্‌হাল বিনে আম্‌রের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে, জনৈকা স্ত্রীলোকের স্বামী ৩ বৎসর ৮ মাস যাবৎ নিরুদ্দিষ্ট থাকার পর সেই স্ত্রীলোকটি হযরত উমরের নিকট আগমন করে। হযরত উমর তাহাকে ৪ বৎসরের অবশিষ্ট সময় পূর্ণ করার নির্দেশ দেন, অতঃ-পর মৃত স্বামীর ইদ্দত পালন করিতে বলেন। তারপর সেই স্ত্রীলোকটি ইচ্ছা করিলে অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া আদেশ প্রদান করেন।

মিন্‌হাল বিনে আম্‌রকে শোবা ও ইব্‌নে হয্‌ম দুর্বল বলিয়াছেন, কিন্তু ইবনে মুঈন ও নাসায়ী তাঁহার বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দিয়াছেন। ইমাম বুখারী তাঁহার দুইটি হাদীস গ্রহণ করিয়াছেন[৪]।

পক্ষান্তরে আবদুর্‌রহমান বিনে আবিলায়লা হযরত উমরের প্রমুখাৎ দুইটি রেওয়ায়ত এই মর্মে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, فقدت امراة زوجها، فمكثت اربع سنين، ثم ذكرت امرها لعمر بن الخطاب، فامرها ان تتربص اربع سنين من حين رفعت امرها اليه - জনৈক নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী ৪ বৎসর কাল অপেক্ষা করিয়া থাকার পর হযরত উমরের কাছে তাহার অবস্থা ব্যক্ত করে। হযরত উমর উক্ত স্ত্রীলোকটিকে তাঁহার নিকট বিচার প্রার্থনার সময় হইতে আরও ৪ বৎসর কাল অপেক্ষা

১) মুহাল্লা [১০] ১৩৮ পৃঃ।

২) মুহাল্লা [১০] ১৪০ পৃঃ।

৩) যয়েলয়ী, শরহে কন্‌যুদ্দাকায়েক; হিদায়া ও ফত্‌হুলকদীর [২] ৮০৯ পৃঃ।

৪) মুহাল্লা, [১০] ১৩৪ পৃঃ; তহ্‌যীব তহ্‌যী-বুল কামাল ৩৮৮ পৃঃ।

Contents

করিতে বলেন। ইব্‌নেহয্‌ম এই "আসর"টিকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ইব্‌নে হজর ও ইব্‌বেহয্‌ম উভয়েই লিখিয়াছেন, হযরত উস্‌মান, আবদুল্লাহ্ বিনে আব্বাস, আবদুল্লাহ্ বিনে উমর, আবদুল্লাহ বিনে মস্‌উদ, ইব্‌রাহীম নখয়ী, আতা, যুহরী, মকহুল, শা'বী, কাতাদা ও রবীআ প্রভৃতি সাহাবী ও তাবেয়ী বিদ্বানগণ এই অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বিচারকের কাছে যে দিন নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রীর মামলা উপস্থিত হইবে, সেই দিবস হইতে স্ত্রীর অপেক্ষা গণনা করিতে হইবে[১]।

على ان التاجيل من يوم ترفع امرها للحاكم

হাসানবসরী, ইব্‌নেশিহাব, ইব্‌নে উতায়বা ও হযরত উমর বিনে আবদুল আযীয প্রমুখ তাবেয়ী বিদ্বানগণ নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রীকে ৪ বৎসর অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু কোন্ সময় হইতে উহা গণনীয় হইবে, তাঁহাদের প্রমুখাৎ এমন কোন স্পষ্ট রেওয়ায়ত মওজুদ নাই।

হাফেয মকদসী ইমাম আহমদের দুই প্রকার রেওয়ায়তই উল্লেখ করিয়াছেন। বিচারক কর্তৃক দিন ধার্য হওয়ার পর ৪ বৎসর কাল অপেক্ষা করার কারণ দর্শাইয়া তিনি বলিয়াছেন, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিরুদ্দেশের সঠিক সময় সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে বলিয়াই বিচারক কর্তৃক দিন ধার্য হওয়া আবশ্যক। আর নিরুদ্দেশের তাৎপর্য মৃত্যু গ্রহণ করিলে নিরুদ্দেশের দিবস হইতেই ৪ বৎসর কাল গণনা করা উচিত[২]। ইমাম মালিক বলেন, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী বিচারকের নিকট মামলা উপস্থিত করার দিবস হইতে ৪ বৎসর কাল অপেক্ষা করিবে। ইহাই ইমাম শাফেয়ীর পুরাতন ফত্‌ওয়া। তিনি বলেন, কোন স্ত্রীলোকের স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয় আর তার কোন খোঁজখবর না পাওয়া যায়, তাহাহইলে বিচারক উক্ত স্ত্রীলোকের জন্য ৪ বৎসর কাল অপেক্ষা করার সময় নির্ধারণ করিয়াদিবেন[৩]।

لانها مدة مختلف فيها، فافتقرت الى ضرب الحاكم

ومن حين انقطع خبره لان هذا ظاهر فى موته -

القاضى لها تربص اربعة سنين -

তৃতীয় মতভেদ, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী ৪ বৎসরকাল অপেক্ষা করার পর স্বামীর মৃত্যুর জন্য যে ৪ মাস ১০ দিনের ইদ্‌দত নির্ধারিত রহিয়াছে, উহাও প্রতিপালন করিবে কিনা, সেসম্পর্কেও দ্বিবিধ রেওয়ায়ত রহিয়াছে। হাম্মাদ বিনে সলমা আবুউসমান নহদী ও আবুআমর শয়বানীর প্রমুখাৎ আর সঈদ বিনে মনসুর আবদুররহমান বিনে আবিলায়লার প্রমুখাৎ হযরত উমরের আর আবদুররয্‌যাক সুহায়মা বিন্‌তে উমর শয়বানিয়ার প্রমুখাৎ হযরত উস্‌মানের এবং হাম্মাদ বিনে সলমা কাতাদার প্রমুখাৎ হযরত উমর বিনে আবদুল আযীযের যে ফত্‌ওয়াগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রীর জন্য কেবল ৪ বৎসর কাল অপেক্ষা করার নির্দেশ রহিয়াছে, মৃতস্বামীর জন্য নির্ধারিত ইদ্‌দত পালন করার ব্যবস্থা উল্লিখিত নাই[৪]। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক মুওয়াত্তায়, আবদুররয্‌যাক মস্‌নদে ও আবুউবায়েদ স্বীয় সুননে সঈদ বিনুল মুসাইবের প্রমুখাৎ মুর্‌সল ভাবে আর ইব্‌নে আবিশায়বা ইব্‌নে আবিলায়লার বাচনিক এবং দারকুত্‌নী আবুউস্‌মান নহদীর প্রমুখাৎ সংযুক্ত সনদে হযরত উমরের ফত্‌ওয়া রেওয়ায়ত করিয়াছেন, ৪ বৎসর কাল অপেক্ষা করার পর নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রীকে ৪ মাস ১০ দিন ইদ্‌দত পালন করিতে হইবে, তবেই তাহার পক্ষে অন্য স্বামী গ্রহণ করা হালাল হইবে। পুনশ্চ আবদুররয্‌যাক ও ইব্‌নে আবিশয়বা সঈদ বিনুল মুসাইয়েবের প্রমুখাৎ হযরত উস্‌মানের ফত্‌ওয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী ৪ বৎসর অপেক্ষা করার পর ৪ মাস ১০ দিন ইদ্‌দত পালন করিবে। এই রেওয়ায়ত মুর্‌সল

تعتد اربعة اشهر وعشرا' ثم تحل

تنتظر امراة المفقود اربع سنين من حين ترفع امرها اليه'

ان امراة المفقود تتربص اربع سنين واربعة اشهر وعشرا -

১) ফত্‌হুলবারী [৯] ৩৪৯; মুহাল্লা [১০] ১৩৫ পৃঃ।

২) মুগনী [৯] ১৩৫ পৃঃ।

৩) মুওয়াত্তা মালিক ও শাহ্ ওলীউল্লাহর মুসাফ্‌ফা [২] ৬০ পৃঃ।

৪) মুহাল্লা [১০] ১৩৪, ১৩৬ ও ১৩৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

নয়, ইহা সংযুক্ত সনদে বর্ণিত ও বিশুদ্ধ, হযরত উস্‌মানের সহিত ইব্‌নুল মুসাইয়েবের সাক্ষাৎ প্রমাণিত আছে। আবু উবায়েদ তাঁহার সনদে জাবির বিনে যয়েদের বাচনিক ইব্‌নে আব্বাস ও ইব্‌নে উমরের ফত্‌ওয়া রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী ৪ বৎসর কাল প্রতীক্ষিতা থাকার পর মৃতস্বামীর ইদ্‌দত পালন করিবে। হযরত আলীর প্রমুখাৎ বর্ণিত দ্বিবিধ রেওয়ায়তের ইহা অন্যতম, হাম্মাদ বিনে সলমা খল্লাস বিনে আম্‌রের বাচনিক হযরত আলীর এই উক্তি উধৃত করিয়াছেন এবং ইব্‌নেহযম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন। তাবেয়ী বিদ্বানগণের মধ্যে হাসান-বস্‌রী, আতা বিনে আবি রিবাহ রবীআ ও আবুয যনাদ প্রভৃতিও এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদের ফত্‌ওয়া ও ইমাম শাফেয়ীর পুরাতন মযহব। ইবনেকুদামা লিখিয়াছেন, ইমাম আহমদ বিনে হাম্বলের প্রকাশ্য মযহব হইতেছে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী গর্ভের সর্বাধিক মুদ্দত ৪ বৎসর কাল পর্যন্ত স্বামীর অপেক্ষায় থাকিবে। তারপর মৃতস্বামীর জন্য নির্ধারিত ৪ মাস ১০ দিন ইদ্‌দত পালন করিবে। অতঃপর তাহার পক্ষে অন্য স্বামী গ্রহণ করা হালাল হইবে[১]।

৪র্থ মতভেদ,

নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী ৪ বৎসর কাল অপেক্ষামানা থাকিয়া স্বামীর মৃত্যুর ইদ্‌দত পালন করার পর নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির ওলী উক্ত স্ত্রীলোককে তালাক প্রদান করিবে বলিয়া কতিপয় বিদ্বান অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির ওলীরা তালাক প্রদান করিলে উক্ত নারীর অন্যত্র বিবাহ সিদ্ধ হইবে। আবদুররযযাক ও সঈদ বিনে মন্‌সূর আম্‌র বিনে দীনারের প্রমুখাৎ, দারকুত্‌নী আবুউস্‌মান নহদীর প্রমুখাৎ এবং আস্‌রম ও জওযজানি উবায়েদ বিনে উমায়েরের প্রমুখাৎ হযরত উমর সম্বন্ধে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি নিখোঁজ পুরুষের ওলীকে তাহার স্ত্রীকে তালাক দিবার আদেশ দিয়াছিলেন[২]। হাম্মাদ বিনে সলমা খল্লাস বিনে আম্‌রের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, হযরত আলী বলিয়াছেন, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী ৪ বৎসর অপেক্ষা করিবে, অতঃপর পুরুষের ওলী উক্ত স্ত্রীকে তালাক দিবে। তালাকের পর স্ত্রী ৪ মাস ১০ দিন ইদ্‌দত পালন করিবে। হাজ্জাজ বিনে মিন্‌হাল হাসান বস্‌রীর প্রমুখাৎ এবং আবদুররযযাক আতা বিনে আবি রিবাহের প্রমুখাৎ তাঁহাদেরও এই ফত্‌ওয়া উধৃত করিয়াছেন[৩]।

কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ বিনে উমর ও হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস তালাক ব্যবস্থার গুরুত্ব স্বীকার করেননাই এবং তাবেয়ী বিদ্বানগণের মধ্যেও হাসান বস্‌রী আর আতা ব্যতীত অন্য কাহারও বাচনিক এই ফত্‌ওয়া প্রমাণিত নাই। হযরত উমর ও হযরত আলীর প্রসিদ্ধ ফত্‌ওয়ার সহিত এই ফত্‌ওয়ার সামঞ্জস্যবিধান দুঃসাধ্য। নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি হয় জীবিত রহিয়াছে, নয় মরিয়া গিয়াছে। তাহাকে জীবিত বলিয়া ধরিয়া লইলে তাহার আত্মীয়স্বজন তাহার স্ত্রীকে কেমন করিয়া তালাক দিবে? আর সে তালাক সিদ্ধ হইবেই বা কি প্রকারে? আর যদি নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে মৃত বলিয়া ধরা হয়, তাহা-হইলে তালাকের প্রশ্ন উঠিতে পারে কিরূপে? আর তালাকের সঙ্গে মৃত স্বামীর জন্য নির্ধারিত ইদ্‌দত পালন করার সুসঙ্গতিই বা কোথায়? হাফেয ইব্‌নেকুদামা বলিতেছেন, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির ওলীর তালাক দেওয়ার কোন অর্থ হয়না। হযরত ইব্‌নে উমর ও হযরতইব্‌নে আব্বাসেরও

১) মুতলখীসুলহাবীর ৩২৮, ৩২৯; মুওয়াত্তা মুসাফ্‌ফা সহ [২] ৫৯; মুহাল্লা [১০] ১৩৫, ১৩৬ ও ১৩৭ পৃঃ। মুগ্‌নী [৯] ১৩২ পৃঃ।

২) দারকুত্‌নী [২] ৪২১; মুহাল্লা [১০] ১৩৬ ও মুগ্‌নী [৯] ১৩৪ পৃঃ।

৩) মুহাল্লা [১০] ১৩৬ ও ১৩৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

في عدتها او بعد العدة مالم تنكح فهو احق بها' فان نكحت بعد العدة ودخل بها' فلاسبيل له عليها ـ وفي رواية' اذا فرق السلطان بينهما' فلا سبيل للاول عليها ولا رجعة' دخل بها او لم تدخل'

থাকে আর উক্ত নির্ধারিত সময় অতিবাহিত করার পর স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত পালন করিয়া থাকে এরূপ অবস্থায় ইদ্দতের অন্তবর্তীকালে অথবা ইদ্দত শেষ হওয়ার পর যতক্ষণ অন্য পুরুষের সহিত উক্ত নারীর বিবাহ না হইতেছে, যদি তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী প্রত্যাবর্তন করে, তাহাহইলে সেই পুরুষই উক্ত নারী লাভ করিবার অধিকতর হকদার হইবে আর অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ ও গৃহবাস করার পর যদি নিরুদ্দিষ্ট স্বামী ঘুরিয়া আসে, তাহাহইলে উক্ত নারীর উপর তার অধিকার বর্তিবেনা। দ্বিতীয় রেওয়াত সূত্রে রবীআ বলেন, বিচারক কর্তৃক বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হওয়ার পর প্রথম স্বামীর আর কোন দাবী টিকিবেনা আর উক্ত স্ত্রীকে সে ফিরাইয়া লইতে পারিবেনা, দ্বিতীয় স্বামীর সহিত তাহার গৃহবাস হউক কি না হউক[৩]।

ইমাম শা'বীর ফত্ওয়া ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বলিয়াছেন, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী অন্য পুরুষের সহিত বিবাহিতা হইবার পর যদি গর্ভবতীও হয়, তথাপি পূর্বস্বামীর জীবিত থাকার সংবাদ অবগত হওয়া মাত্র তাহার ও তাহার দ্বিতীয় স্বামীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিবে[৪]।

اذا تزوجت امراة المفقود فحملت من زوجها الاخر' ثم بلغها ان زوجها الاول حي' يفرق بينها وبين زوجها الاخر ـ

হাফিয ইব্নে কুদামা বলেন, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করার পর যদি তাহার নিখোঁজ স্বামী প্রত্যাবর্তন করে তাহাহইলে দেখিতে হইবে, দ্বিতীয় স্বামীর সহিত যৌন মিলনের পূর্বে সে ফিরিয়া আসি-

وان قدم بعد ان تزوجت نظرنا' فان كان قبل دخول الثاني بها فهي زوجة الاول' ترد اليه ولا شئ ـ قال الامام احمد: اما قبل الدخول فهي امراته' وانما التخيير بعد الدخول ـ

এই অভিমত এবং ইহাই যুক্তিসম্মত! কারণ নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রীকে তালাক দিবার তাহার ওলীদের অধিকার নাই। আর এজন্যও বটে যে, আমরা উক্ত শ্লোককে স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত পালন করার নির্দেশ দিয়াছি, যেন তাহার স্বামীর মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়াই বিশ্বাস করা হইয়াছে। আর এজন্যও বটে যে, পুরুষের মৃত্যুর আনুসঙ্গিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই তাহার স্ত্রীর বিবাহ মুবাহ আর মৃতস্বামীর জন্য নির্ধারিত ইদ্দত ওয়াজিব হইয়াছে[১]।

طلاق امراته ـ ولانا حكمنا عليها بعدة الوفاة ـ كما لو تيقنت وفاته ولانه قد وجد دليل هلاكه على وجه اباح لها التزويج و اوجب عليها عدة الوفاة ـ

পঞ্চম মতভেদ, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর যদি অন্য পুরুষের সহিত বিবাহিতা হয় আর ইহার পর উক্ত নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি প্রত্যাবর্তন করে, তাহাহইলে উক্ত স্ত্রীলোকটির বৈধ অধিকারী হইবে কে, সে সম্পর্কেও বিদ্বানগণ যথেষ্ট মতভেদ করিয়াছেন।

নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী অন্য পুরুষের সহিত বিবাহিত হওয়ার পূর্বে যদি তাহার নিখোঁজ স্বামী ফিরিয়া আসে, তাহাহইলে সর্ববাদীসম্মত ভাবে সেই স্ত্রী উক্ত নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিরই স্ত্রী থাকিবে। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রেও শাফেয়ী মযহবের কতিপয় বিদ্বান বলিয়াছেন, যদি বিচারক কর্তৃক অপেক্ষার মুদ্দত বাঁধিয়া দেওয়া হইয়া থাকে আর সেই সময় যদি অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহাহইলে প্রথম বিবাহ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে[২]। কিন্তু ইমাম রবীআর উক্তি ইব্নে-ওয়াহাব উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, বিচারক কর্তৃক যদি নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করার মুদ্দত নির্ধারিত হইয়া

اذا ضربت لها العدة فانقضت' بطل نكاح الاول ـ

ان كان يضرب الامام لامراة المفقود ثم تعتد عدة الوفاة، ان جاء زوجها

১) মুগনী [৯] ১৩৫ পৃঃ।
২) মুগনী [৯] ১৩৬ পৃঃ।
৩) মুহাল্লা [১০] ১৩৮ পৃঃ।
৪) ... [১০] ১৩৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

مرة اذا تزوجتا' ولم يدخل بهما ازواجهما فلا سبيل لازواجهما اليها' ثم ان مالكا وقف قبل موته بعلم او نحوه في امراة المطلق اذا اتى زوجها الاول ولم يدخل بها زوجها الاخر' فقال مالك : زوجها الاول احق بها -

মালিকের ছাত্র ইব্নুল-কাসিম বলেন, ইমাম মালিক বলিতেন, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী বিবাহিতা হওয়ার পর নূতন স্বামীর সহিত তাহার যৌনমিলন ঘটিবার পূর্বেই যদি প্রথম স্বামী ঘুরিয়া আসে তাহাহইলে সে তাহার স্ত্রী লাভ করার অধিকারী হইবেনা। কিন্তু ইমাম মালেক তাঁহার মৃত্যুর বৎসর খানিক পূর্বে এবিষয়ে ইতস্ততঃ করেন এবং বলেন, পূর্বস্বামী যদি এরূপ অবস্থায় ঘুরিয়া আসে, যখন দ্বিতীয় স্বামীর সহিত যৌনমিলন ঘটে নাই, তাহাহইলে সেরূপ অবস্থায় প্রথম স্বামীই উক্ত স্ত্রীকে লাভ করার অধিকতর হকদার হইবে[৪]।

খুলাফায়েরাশেদীনের মধ্যে এসম্পর্কে হযরত উমরের ফত্ওয়া ইব্নে আবিশয়বা, হাম্মাদ বিনে সলমা, আবদুররয্যাক ও সঈদ বিনে মনসুর আবদুররহমান বিনে আবিলয়লার প্রমুখাৎ ও সঈদ বিনে মনসুর ইয়াহ্য়া বিনে জা'দার প্রমুখাৎ এবং হযরত উস্মানের ফত্ওয়া আবদুররয্যাক সঈদ বিনে মুসাইয়েব ও সুহায়মা বিন্তে উমরের প্রমুখাৎ ও হাম্মাদ বিনে সলমা আবুলমলীহ হুয্লীর প্রমুখাৎ আর হযরত আলীর ফত্ওয়া হাম্মাদ বিনে সলমা আবুলমলীহ ও খাল্লাস বিনে আম্রের প্রমুখাৎ ও আবদুররয্যাক সুহায়মা শায়বানিয়ার প্রমুখাৎ যাহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন, সমস্তগুলির সারাংশ এই যে, নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর স্ত্রী বিবাহিতা হইবার পর যদি নিখোঁজ পুরুষ ফিরিয়া আসে, তাহাহইলে তাহাকে দুইটি বিষয়ের যেকোন একটি কবুল করার ইখ্তিয়ার দেওয়া হইবে অর্থাৎ যেবিবাহযৌতুক (মহর) সে স্ত্রীকে দিয়াছিল, তাহা সে ফিরাইয়া লইবে অথবা তাহার স্ত্রীকে সে গ্রহণ করিবে এবং দ্বিতীয়

الزوج الاول مخير بين صداقها الذى اعطاها وبين ان ترد اليه امراته ويفسخ نكاح : الاخر او يزوجه زوجة اخرى -

৪) মুদাউওয়ানাতুল কুবরা (৫) ১৩১ পৃঃ।

য়াছে না পরে? যদি মিলনের আগেই সে ঘুরিয়া আসিয়া থাকে, তাহাহইলে সে নারী তাহার প্রথম স্বামীরই স্ত্রী, তাহাকে তাহার পূর্ব স্বামীর হস্তেই ফিরাইয়া দিতে হইবে, সে ব্যক্তির অন্য কিছু করণীয় নাই। ইমাম আহ্মদ বিনে হাম্বল বলিয়াছেন, দ্বিতীয় স্বামীর সহিত যৌনমিলনের পূর্বে উক্ত নারী প্রথম স্বামীরই। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামীর সহিত উক্ত নারীর যৌনমিলন ঘটিয়া যাওয়ার পর তাহাকে গ্রহণ করা বা না করা প্রথম স্বামীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। হাসান বস্রী, আতা, খাল্লাস বিনে আম্র, ইব্রাহীম নখ্য়ী, কাতাদা, ইমাম মালিক আর ইস্হাক বিনে রাহওয়ে এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন[১]।

وهذا قول الحسن وعطاء وخلاس بن عمرو والنخعى وقتادة ومالك واسحق

ইমাম লয়েস বিনে সঅদ বলেন, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সহিত বিবাহিতা দেখিতে পাইলেও সেই ব্যক্তি উহাকে লাভ করার অধিকতর অধিকারী বিবেচিত হইবে এবং উক্ত নারী তাহাকেই ফিরাইয়া দেওয়া হইবে[২]। ইমাম মালেক তাঁহার মুওয়াত্তায় লিখিয়াছেন, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী তাহার ইদ্দত পূর্ণ করার পর যদি অন্য পুরুষের সহিত বিবাহিতা হইয়া থাকে, তাহাহইলে পূর্বস্বামীর পক্ষে তাহাকে লাভ করার কোন উপায় নাই। ইমাম মালেক বলেন, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। আর বিবাহের পূর্বেই যদি নিরুদ্দিষ্ট স্বামী ফিরিয়া আসে, তাহাহইলে উক্ত নারীকে লাভ করার সেই ব্যক্তিই অধিকতর হকদার হইবে[৩]।

ان جاء ووجد امراته تزوجت فهو اولى بها وترد اليه -

وان تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها اولم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الاول اليها - قال مالك وذلك الامر عندنا' وان ادركها زوجها قبل ان تتزوج، فهو احق بها

কিন্তু ইমাম মালিক তাঁহার এই অভিমত পরিবর্তিত করিয়াছিলেন। ইমাম

فانه قد كان مالك يقول

১) মুগ্নী (৯) ১৩৬ পৃঃ।
২) মুহাল্লা (১০) ১৩৯ পৃঃ।
৩) মুওয়াত্তা (২) ৫৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

বিবাহ ছিন্ন করা হইবে। অথবা বিচারক তাহাকে অন্য স্ত্রীর সহিত বিবাহ প্রদান করিবেন। শেষোক্ত দফাটি শুধু হযরত উমরের একটি রেওয়ায়ত, যাহা আবদুর্রয্‌যাক ইব্‌নেআবিলয়লার বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন[৫]।

যেসকল বিদ্বান নিরুদ্দিষ্ট স্ত্রীর বিবাহের পর প্রথম স্বামীর অধিকারকে বাতিল করিয়াছেন আর যাঁহারা বিবাহের পর দ্বিতীয় স্বামীর সহিত যৌনসম্পর্ক সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত প্রথম স্বামীর অধিকার বলবৎ রাখিয়াছেন, উভয় দলের মতভেদ খুলাফায়েরাশেদীনের উপরিউক্ত ফত্‌ওয়া হইতেই উদ্‌ভাবিত হইয়াছে। প্রথম দল তাঁহাদের ফতওয়ার ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন আর দ্বিতীয় দল উহাকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। এ সম্পর্কে ইব্‌নেকুদামা যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি প্রত্যাগমন করার পর তাহার অন্যত্রে বিবাহিতা স্ত্রীকে গ্রহণ করা বা না করার ইখ্‌তিয়ার সে শুধু এইঅবস্থাতেই পাইতে পারে যদি দ্বিতীয়স্বামীর সহিত উক্ত স্ত্রীর যৌনমিলন ঘটিয়াথাকে। কারণ বিবাহ শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হওয়া প্রকাশ্য অবস্থাদৃষ্টে বিচার করা হইয়া থাকে। নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি ফিরিয়া আসাতে প্রমাণিত হইল যে, তাহার স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ বাতিল হইয়াছে। কারণ যে স্ত্রীর স্বামী রহিয়াছে, তাহার বিবাহ সর্বসম্মতিক্রমেই বাতিল আর শুধু ভুলক্রমে অন্যস্থানে

وانـه لاتخيـير الا بعـد الـد خول، لان النـكاح انـما فـى الظاهـر دون الباطن، فاذا قـدم تبـينا ان النـكاح كان باطـلا، لانـه صادف امراة ذات زوج فـكان باطـلا، ليس عليـه صـداق لانـه نـكاح فاسد لـم يتصل به دخول ويعود الـزوج بالعـقـد الاول كما لـم تتـزوج، وان قدم بعد دخول الثانى بها خير الاول بين اخذها، فـتكون زوجتـه بالعـقـد الاول وبـين اخـذ صداقها وتـكـون زوجـة الثانى وهـذا قول مالـك لاجماع الصحابـة ـ فروى معمر عـن الزهرى عـن سعـيد بن المسيب ان عمر وعثمان قالا : ان جاء زوجها الاول خير بين المرأة وبـين الصداق الذي ساق هو ـ

বিবাহ হইয়াছে বলিয়াই তাহার স্বামী বিবাহযৌতুক ফেরৎ পাইতে পারেনা, কারণ তাহার স্ত্রীর সহিত অন্য পুরুষের

رواه الجـوزجانـى والاثرم وقـضى بـه ابـن الزبـير فى مولاة لهم ولـم يعرف لهم مخالـف فى عصرهم فـكان اجماعا ـ

যৌনমিলন ঘটেনাই। প্রথম বিবাহের বলেই সে স্ত্রী লাভ করিবে। ঠিক যেন তাহার স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহই হয়নাই! কিন্তু অন্য পুরুষের সহিত যৌনমিলন ঘটিবার পর সে যদি প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে, তখন তাহাকে ইখ্‌তিয়ার দেওয়া হইবে। যদি সে তাহাকে গ্রহণ করে, প্রথম বিবাহের বলেই সে নারী তাহার স্ত্রী থাকিবে আর যদি সে মোহর গ্রহণ করিতে রাযী হয়, তাহাহইলে উক্ত নারী দ্বিতীয় স্বামীর স্ত্রী হইবে। ইহা ইমাম মালিকের উক্তি। এই সিদ্ধান্তে সাহাবাগণ ইজ্‌মা করিয়াছেন। মা'মর যুহ্‌রীর প্রমুখাৎ এবং তিনি সঈদ বিনুল মুসাইয়েবের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, হযরত উমর ও হযরত উসমান নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী সম্বন্ধে তাহার পূর্বস্বামী ফিরিয়া আসিলে তাহাকে তাহার স্ত্রী অথবা তাহাকে সে যে বিবাহ যৌতুক দিয়াছিল, এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহন করার ইখ্‌তিয়ার দেওয়ার ফয়সালা করিয়াছেন। আবদুর্রয্‌যাক, জওযযানী ও আসরম ইহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং হযরত আবদুল্লাহ বিনুয্‌যুবায়ের তাঁহাদের মুক্ত-ক্রীতদাস সম্বন্ধেও এইরূপ বিচার করিয়াছিলেন। ইব্‌নেকুদামা বলেন, সাহাবাগণের যুগে এই সিদ্ধান্তের বিরোধী কোন উক্তির সন্ধান নাই[১]। হাফেয ইব্‌নেহয্‌ম বলেন, হাকাম বিনেউত্তায়বা, ইব্‌নেশিহাব ও মক্‌হুলও নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী অন্যত্র বিবাহিতা হওয়ার পর নিখোঁজ স্বামী ফিরিয়া আসিলে তাহাকে স্ত্রী অথবা মোহর এতদুভয়ের যেকোন একটি গ্রহণ করার ইখ্‌তিয়ার দিয়াছেন।

১) মুগ্‌নী (৯) ১৩৬ ও ১৩৭ পৃঃ।

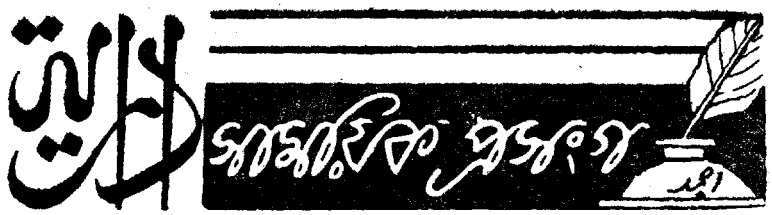

Contents

সাময়িক প্রসংগ

সামরিকশাসনের পর, "তর্জুমানুলহাদীসে"র পাঠক পাঠিকাদের কাছে একথা অবিদিত নাই যে, নীতি ও আদর্শের দিক দিয়া আমরা রাজনৈতিক দলপরস্তিকে কোনদিনই সমর্থনদান করিতে পারিনাই। "ইস্‌লামি গণতন্ত্রে" মতভেদ ও চিন্তাবৈষম্যের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে, উহা ব্যক্তকরার আর যাহাতে অপরে উহার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারে, তাহার সম্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করারও অনুমতি রহিয়াছে, কিন্তু এক-একটি মত ও চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করিয়া রকমারি ধরণের ফির্কা আর পাটি গঠনকরার স্বাধীনতা ইস্‌লামের সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থায় নাই। বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্কের পর সর্বসম্মতি বা মেজরিটি কর্তৃক যাহা স্থিরীকৃত হইবে তাহার সহিত কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশের সংঘর্ষ নাঘটা পর্যন্ত সেই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তই মানিয়া লইতে হইবে, অন্ততঃ তাহার বিরুদ্ধে দলপাকানো চলিবেনা। মহামতি ইক্‌বাল এই নীতি সম্পর্কে ইংগিত প্রদান করিয়া বলিয়াছেন, **Diversity in po itical action at a moment when concerted action is needed in the best interests of the very life of our people, may prove fatal.** রাজনৈতিক জীবনে বিভিন্নমুখী হওয়ার অনুমতি, বিশেষতঃ জাতির বৃহত্তম স্বার্থের জন্য ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রয়োজন মুহূর্তে অশেষ সর্বনাশের কারণ হইতে পারে (**Speeches and statements P, P. 34**)। পাকিস্তান অর্জন-করার পর যখন হইতে জাতীয়জীবনকে সমন্বিত ও সুবিন্যস্ত করার তাকীদ দেখা দেয়, তার চাইতে অধিক-তর গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত জাতির সম্মুখে আর কোনদিন উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানানাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই অশেষ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হইতেই পাকি-স্তানের রাজনৈতিক জীবনে দলাদলি আর ফির্কাবন্দীর অভিশাপ অনুপ্রবেশ করার সুযোগলাভ করে আর বিগত কয়েক বৎসরে উহা সমাজদেহের প্রত্যেকটি শিরা ও উপ-শিরাকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। দেখিতে দেখিতে গোটারাষ্ট্র আর তাহার শাসনব্যবস্থা এরূপ সংকটজনক-ভাবে বিপর্যস্ত হইয়া উঠে যে, চিন্তাশীল দেশপ্রেমিক মাত্রই রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়েন। এই দুর্যোগের ভিতর আমরা আমাদের কণ্ঠের সমুদয় শক্তি একত্রিত করিয়া দলপূজারীদের বারম্বার সতর্ক করিয়াছি এবং জাতীয় সংহতির সংরক্ষণ কল্পে নেতৃবর্গ-কে সকলপ্রকার মতভেদ বিসর্জন দিয়া একটি মিলিত কেন্দ্রে সম্মিলিত হইবার আহ্বান জানাইয়াছি। কিন্তু নেতৃবর্গের স্বার্থসর্বস্বতা আর অহমিকা এরূপ চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল যে, কোন অদৃশ্য হস্তের প্রচণ্ড আঘাত ব্যতীত তাঁহাদের মোহনিদ্রার অবসান হইবার সম্ভাবনাই ছিলনা। অবশেষে তাঁহাদের অপরাধের দণ্ড স্বরূপ পাকিস্তানে অতি অপ্রত্যাশিত ও পরম শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সামরিক বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং চক্ষের নিমিষে পাকিস্তানের বুক হইতে রাজনৈতিক দলাদলির অভিশাপ বিদূরিত হইয়াযায়। পাকিস্তানে সামরিক-বিপ্লবের সাফল্য দেখিয়া মনে হয়, যেন দেশবাসী ইহাকে অভিনন্দিত করার জন্য দীর্ঘকাল হইতেই প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিল।

সামরিক শাসনের সুফল ও সাফল্যের আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা এস্থলে শুধু একটি বিষয়ের প্রতি "তর্জুমানে"র পাঠক পাঠিকাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। যেকোন কারণেই হউক সামরিকশাসন প্রবর্তিত হইবার পর হইতে দেশের জনসাধারণ যেন এই ধারণার বশীভূত হইয়া পড়িতেছে যে, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও তমুদ্দুন এবং ইস্‌লামি আদর্শের সংরক্ষণ ও শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও জনগণের সক্রিয়ভাবে আর কিছুই করার নাই। সামরিকশাসন কর্তৃপক্ষ যে বিষয়ে যাহা নির্দেশ দিবেন শুধু তাহার অনুসরণ করিয়া চলাই দেশবাসীর একমাত্র কর্তব্য! কিন্তু এরূপ ধারণা সঠিক নয়! দেশের শাসনশৃংখলা সম্বন্ধে সামরিক বিধানের নির্দেশগুলি অবশ্যই মানিয়া চলিতে হইবে, কিন্তু জনগণের সুখ দুঃখ, সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে মুখ ফুটিয়া কিছুই বলা চলিবেনা, অন্ততঃ পাকিস্তানে যে সামরিক ব্যবস্থা প্রব-র্তিত হইয়াছে, তাহার পরিচালকবর্গের সেরূপ উদ্দেশ্য নাই। প্রেসিডেণ্ট মুহাম্মদ আইয়ুব খান এবং পূর্ব-পাকিস্তানের সামরিকশাসন বিভাগের সর্বময় কর্তা জেনা-রেল মুহাম্মদ উমরাও খান বারম্বার দেশবাসীকে তাঁহাদের যেসকল বাণী পরিবেশন করিয়াছেন, তাহাতে দেশবাসীর কণ্ঠরোধ করার কথা কোনদিন আমরা তাঁহাদের মুখ হইতে শ্রবণ করিনাই। রাজনৈতিক আওতার বাহিরে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখিয়া নিজেদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সকল প্রকার তৎপরতাকে পূর্ববৎ চালাইয়া যাওয়ার পথে কোন বাধা নাই। দেশের সামাজিক জীবনের গতিকে স্বচ্ছল ও স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত করিতে না পারিলে দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ বিভীষিকাপূর্ণ হইবে বলিয়াই আমরা আশংকা করি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মাদ্‌রাসাতুলহাদীস, মানবসমাজের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অধ্যাত্মজীবনকে সঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য যে ঐশীবিধান রসূলুল্লাহর (দঃ) মাধ্যমে জগদ্বাসীর নিকট প্রেরিত হইয়াছে, তাহার নাম কুরআন আর রসূলুল্লাহ (দঃ) কুরআনের নির্দেশগুলির স্বীয় উক্তি, আচরণ ও সম্মতি দ্বারা যেভাবে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন, তাহার নাম হাদীস। ইস্‌লামের ইতিহাসের সূচনা হইতেই মুস্‌লিম সমাজের বিদ্বজ্জনমণ্ডলী কুরআন ও হাদীসের পঠন, পাঠন, অনুশীলন ও গবেষণা-কার্যে যে কঠোর শ্রম ও সাধনা চালাইয়া আসিতেছেন পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ ও উহার সঠিক ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য রক্ষাকল্পে কোন সমাজ তাহার শতাংশ শ্রমও স্বীকার করেনাই। আর মুসলমানদের পক্ষে এরূপ না করিয়াও গত্যন্তর ছিলনা। কারণ তাহাদের জাতীয়-জীবনের ইমারতটাই কায়েম রহিয়াছে কুরআন ও হাদীসের বুনিয়াদের উপর। মুস্‌লিম সমাজ কুরআন ও হাদীসকে পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুস্থানী, আরাবী, ইরাণী, তুর্কী ও তুরানী সবকিছু থাকিতে পারে কিন্তু এক মুহূর্তের তরেও মুসলমান থাকিতে পারেনা। মুক্তমন, প্রসারিত দৃষ্টিভংগী ও জাগ্রত মস্তিষ্ক লইয়া কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা অতীতকালে মুস্‌লিম মনীষীরা ইস্‌লামের রাষ্ট্রনীতি, অর্থব্যবস্থা, সমাজবিধান, বিচারব্যবস্থা ও আখ্‌লাককে যেভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ্য ফল স্বরূপ অতীত মুস্‌লিম সাম্রাজ্যের ছায়াগুলি আজও পুরাতন পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। এই ছায়াগুলি এককালে সত্যিকার কায়াই ছিল, ইহারাই তখনকার তিমিরাচ্ছন্ন বর্ব্বর পাশ্চাত্যকে আইন, কানুন, সমাজ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান শিখাইয়াছিল। আজ সেই পাশ্চাত্যভূমি শিক্ষা ও সভ্যতার পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছে, ইউরোপ ও আমেরিকার তীর্থযাত্রী মুস্‌লিম সন্তানগণ মক্কা-মদীনাকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার বিজয় বিষাণ নিনাদিত করিতেছে।

কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কে? মুক্তমন ও জাগ্রত-দৃষ্টি লইয়া কুরআন ও হাদীসের অনুশীলনের ফলে অতীতে মুস্‌লিমসমাজে যেসকল বিশেষজ্ঞের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের প্রবর্তিত রীতির অনুসরণ করিয়া চলিলে আজও যে আমাদের জননীরা দু'চার জন মালেক, শাফেয়ী, আহ্‌মদ ও বুখারী প্রসব করিতে পারিতেননা, দশবিশ জন গযালী, ইব্‌নে তায়মিয়ার সমাজে অভ্যুদয় ঘটিতনা, আমরা একথা বিশ্বাস করিনা। ইমাম শাফেয়ী মালেক ও মুহাম্মদ বিন্‌লহাসানেরই ছাত্র ছিলেন, জ্ঞানানুশীলনের মুক্ত ও জীবন্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি মালেকী বা হানাফী না হইয়া স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ফিক্‌হের অধিশ্বর হইয়াছিলেন। ইমাম আহ্‌মদ শাফেয়ীরই শিষ্য ছিলেন আর ইমাম বুখারী তাঁহারই ছাত্র, কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁহাদের স্বাধীন জ্ঞান ও গবেষণার অমৃতময় ফল জগদ্বাসীকে পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন। আজও কুরআন ও হাদীসের পঠন ও পাঠন ও অনুশীলনের কি ব্যবস্থা নাই? অবশ্যই আছে, কিন্তু কুরআন ও হাদীসকে জীবন্ত ও সর্বকালোপযোগী, সকল সমস্যার সমাধানকারী রূপে উহাদের অনুশীলন ও চর্চার কোন ব্যবস্থা আছে কি? যিনি যে ফিক্‌হী স্কুলের অনুসারী, তিনি তাঁহার মযহব বা মতামতকে কুরআন হাদীসের সাহায্যে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে চান মাত্র! দলীয় দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তে কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিভংগীর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে ইদানীং কাহাকেও আগ্রহান্বিত দেখা যায়না। আমরা ফিক্‌হশাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজন অস্বীকার করিনা, আর যে করে, তাহাকে মূর্খই মনে করি, কিন্তু নির্দিষ্ট কোন স্কুলের ফিক্‌হ সমুদয় প্রাক্তন ও আধুনিক সমস্যাবলীর সমাধানের পক্ষে যথেষ্ট, একথা আমরা বিশ্বাস করিনা। সমুদয় সমস্যার সমাধান-কল্পে সুইজ, ইংলিশ, মার্কিন ও সুবিয়েত ব্যবহারশাস্ত্রের পরিবর্তে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, যাহেরী এমনকি ইমামিয়া ফিক্‌হশাস্ত্রের সামগ্রিক অনুশীলন আমরা আবশ্যক মনে করি এবং ইহার তুলনামূলক বিচার ও গবেষণার জন্য যে কুরআন ও সুন্নাহকে ভিত্তি করিয়া এগুলি উদ্ভাবিত ও প্রতিপাদিত হইয়াছে, দলনিরপেক্ষ মন ও প্রসারিত দৃষ্টি লইয়া তাহার পঠন ও পাঠন অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করি।

আমরা জানি, এপথ দুরূহ এবং অত্যন্ত ব্যয় ও শ্রমসাধ্য, কিন্তু পাকিস্তান লাভ করার পর ইহার প্রয়োজনও অভাবনীয় রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সঠিক ও পূর্ণ আকারের এরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা কল্পনা করা রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সম্ভবপর নয়, কিন্তু এই আদর্শের ভিত্তিপ্রস্তর রূপে শুধু আল্লাহর সাহায্য ও সাহচর্যের উপর নির্ভর করিয়া পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস আগামী ১৯শে ডিসেম্বর শুক্রবারে ঢাকা সহরের নাযিরাবাজার মহল্লায় **মাদ্‌রাসাতুলহাদীসের** দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে। সরকারি পাঠ্যতালিকার ফাযেল ও টাইটেল অথবা ইস্‌লামি স্ট্যাডিজের গ্রাজুয়েট ছাড়া আপাততঃ অন্য শিক্ষার্থী ভর্তি করা সম্ভবপর হইবেনা এবং শিক্ষার্থীদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা জমঈয়তের পক্ষ হইতেই অবলম্বিত হইবে। আশাকরি আমাদের এই অকিঞ্চিৎকর প্রচেষ্টা সহানুভূতি ও সাহায্যের যোগ্য বিবেচিত হইবে।

www.ahlehadeethbd.org